উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিলিগুড়ি ১৪ চৈত্র ১৪৩০ বৃহস্পতিবার ৪.০০ টাকা 28 March 2024 Thursday 12 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in

বিশ্বসুন্দরীর দৌড়ে সৌদি তনয়া

সাতের পাতায়

আইপিএলের সর্বোচ্চ রান হায়দরাবাদের

বারোর পাতায়

জঞ্জালেই জীবন। ডাম্পিং গ্রাউন্ড থেকে আবর্জনা কুড়োচ্ছে দুই তরুণ। শিলিগুড়িতে শান্তনু ভট্টাচার্যের তোলা ছবি।

স্বস্তি মিলল না

ইডি'র বিরুদ্ধে কেজরির অভিযোগ নিয়ে নোটিশ দিল দিল্লি হাইকোর্ট। ২ এপ্রিলের মধ্যে ইডি-কে জবাব দিতে হবে। পরদিন শুনানি। এক সপ্তাহের জন্য ইডি হেপাজতেই কেজরি। এদিকে, তাঁর বিরুদ্ধে সক্রিয় হচ্ছে সিবিআই-ও।

বিস্তারিত সাতের পাতায়

ম্যাথুকে তলব

লোকসভা ভোটের ১৫ দিন আগে ম্যাথু স্যামুয়েলকে তলব করল সিবিআই। কলকাতায় নিজাম প্যালেসে ৪ এপ্রিল তাঁকে হাজির হতে বলা হয়েছে। ম্যাথুর বক্তব্য, তাঁকে যাতায়াত ও হোটেল খরচ না দিলে আসা সম্ভব নয়।

বিস্তারিত পাঁচের পাতায়

একা প্রতিবাদী কন্যা

গোপনে মোবাইলে অশ্লীল ছবি, তবু উদাসীন শিলিগুড়ি

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২৭ মার্চ : এক অসীম সাহসী তরুণীর লড়াইয়ের সাক্ষী থাকল শহর শিলিগুড়ি। ওই তরুণী যখন নিজের পাশাপাশি নারীদের সম্ভ্রম বাঁচাতে লড়াই করলেন, তখন চুপচাপ তা দেখে গেলেন আশপাশে দাঁড়িয়ে থাকা সাধারণ মানুষ।

জন্মদিন উপলক্ষ্যে গত রবিবার রাতে ভাইকে নিয়ে পিৎজা খেতে সেবক রোডের একটি কমার্সিয়াল কমপ্লেক্সে থাকা আউটলেটে ঢুকেছিলেন বছর সাতাশের ওই তরুণী। ভাইয়ের সঙ্গে পিৎজা ভাগ করে নিচ্ছিলেন। তার ফাঁকেই ভাইয়ের নজর বারেবারে যাচ্ছিল পাশের টেবিলে বসা দুই তরুণের দিকে। তাদের মধ্যে একজন সেলফি তোলায় ব্যস্ত। এরপর শৌচালয়ে যাওয়ার পথে ভাইয়ের নজরে আসে ওই তরুণ আদতে সেলফি নয়, দিদির শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের ছবি তুলছে। বিষয়টি দেখামাত্রই তরুণীর ভাই প্রতিবাদ করে ওই তরুণের হাত থেকে মোবাইল ছিনিয়ে নেয়। পরিস্থিতি বেগতিক বুঝে সঙ্গী আরেক তরুণ পালিয়ে যায়।

তরুণী বলছেন, 'ওই তরুণের সামনে যাওয়ামাত্র বুঝে যাই, সে নেশা করে রয়েছে। এরমধ্যেই সে ভাইয়ের হাত থেকে নিজের মোবাইল ছিনিয়ে পালানোর চেষ্টা করে।'

এখানেই দমে যাননি তরুণী। তিনি বুঝে যান, এইসব অপরাধ বন্ধ করতে হলে নিজেকেই এগিয়ে যেতে হবে। কারণ ওই আউটলেটের স্টাফ, নিরাপত্তারক্ষী থেকে শুরু করে বাকি ক্রেতারাও চুপ করেই সমস্তটা দেখছিলেন। তাই কারও ওপর ভরসা না করে ভাইকে নিয়ে তরুণের পিছু ধাওয়া করেন তরুণী। গা-ঢাকা দিতে ওই কমপ্লেক্সেরই ওপরতলায় উঠে শৌচালয়ে ঢুকে পড়ে তরুণ। ভাইকে নিয়ে সেখান থেকে অভিযুক্ত তরুণকে বের করে আনেন প্রতিবাদী-কন্যা। এখানেই শেষ নয়, একবার যখন পাকড়াও হয়েছে তখন ছাড়ার প্রশ্নই নেই। বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত তরুণী ভাইয়ের সাহায্য নিয়ে অভিযুক্ত তরুণকে প্রায় এক কিলোমিটার হাঁটিয়ে নিয়ে যান ডন বসকো মোড়ের সামনে। গোটা পথেও কেউ এসে পাশে দাঁড়াননি তরুণীর।

ডন বসকো মোড়ে যাওয়ার পর বিষয়টি নজরে আসে সেখানকার ট্রাফিক কর্মীদের। তাঁরাই প্রথম এগিয়ে আসেন। এরপর টোটোতে চাপিয়ে কয়েক পা দূরে ভক্তিনগর থানায় অভিযুক্ত তরুণকে নিয়ে যান ট্রাফিক কর্মীরা। তরুণীও সেখানে গিয়ে লিখিত অভিযোগ করেন। তাঁর অভিযোগের ভিত্তিতেই গ্রেপ্তার হয় শংকর সরকার নাম ওই তরুণ। তার মোবাইল ফোনও বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। বর্তমানে জেল হেপাজতে রয়েছে সে।

কিন্তু প্রশ্ন উঠছে ওই তরুণীর পাশে কেউ না দাঁড়ানোয়। পাশাপাশি প্রশ্নের মুখে কমপ্লেক্সের নিরাপত্তাও। যদিও ঘটনার পর ৭২ ঘণ্টা পেরিয়ে গেলেও কমপ্লেক্সজুড়ে 'টু' শব্দটুকুও নেই। পিৎজা'র ওই আউটলেটের এক কর্মীর বক্তব্য, 'সবকিছু কয়েক মিনিটের মধ্যে হয়েছে। বুঝতে পারিনি এতকিছু হচ্ছে।'

নিজের অসম সাহসে শহরে উদাহরণ হয়ে উঠলেও শহরবাসীর উদাসীনতায় অবাক তরুণী। তিনি বলছেন, 'আউটলেটে স্টাফ ছিল, নিরাপত্তারক্ষী ছিল। কেউ কিছু করেনি। সব লড়াই আমাকে আর ভাইকেই লড়তে হয়েছে।' হতাশার সুরে তাঁর সংযোজন, 'আমাদের এখানে এই কারণেই কেউ ধর্ষণ অথবা শ্লীলতাহানির শিকার হলে দু'দিনের জন্য মোমবাতি নিয়ে হাঁটা হয়, তারপর সব বন্ধ হয়ে যায়। কোনও নিরাপত্তা নেই শহরে। এই কারণেই তো রাত ন'টার পরে বাইরে থাকলে মনে ভয় ধরে যায়।'

এর আগেও সুভাষপল্লিতে প্রকাশ্য রাস্তায় শ্লীলতাহানির মতো ঘটনা ঘটেছে। অভিযুক্ত অপরাধ করে হাঁটতে হাঁটতে চলে গেলেও প্রতিবাদ করার জন্য কেউ এগিয়ে আসেননি। সেই শহরই আরও একবার সাক্ষী থাকল প্রতিবাদহীনতার। এ অবশ্যই শহরের 'লজ্জা'।

এ কোন শহর!

গোড়ায় গলদ

পিৎজার ওই আউটলেটের কোনও কর্মী, ক্রেতা, কমপ্লেক্সের নিরাপত্তারক্ষী কেউই এগিয়ে আসেননি

যা ঘটেছে

- ভাইকে নিয়ে পিৎজা খেতে সেবক রোডের শপিং কমপ্লেক্সে তরুণী
- পাশে বসা দুই তরুণের একজন মোবাইলে তরুণীর বিভিন্ন অঙ্গের ছবি তুলছিল
- তরুণীর ভাই তরুণের মোবাইল কেড়ে নেয়
- তরুণ পালটা মোবাইল ছিনিয়ে পালানোর চেষ্টা করে
- শৌচালয়ে লুকিয়েও শেষরক্ষা হয়নি
- তরুণকে হাঁটিয়ে ডন বসকো মোড়ে নিয়ে যান তরুণী ও তাঁর ভাই
- এরপর ভক্তিনগর থানায় গিয়ে অভিযোগ করেন, শেষে গ্রেপ্তার

দিলীপকে শোকজ দলের

জবাব চাইল কমিশনও

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২৭ মার্চ : শুধু তৃণমূলের নয়, দলেও চাপের মুখে দিলীপ ঘোষ। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্দেশে করা তাঁর মন্তব্যকে 'অশোভন ও অসংসদীয়' বলে নিন্দা করেছে তাঁর দল। এজন্য বর্ধমান-দুর্গাপুরের দলীয় প্রার্থীর জবাবদিহিও চেয়েছে বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। মঙ্গলবার সকালের মন্তব্যের জন্য রাতেই তাঁর কাছে শোকজের চিঠি আসে। সেই ধাক্কা সামলানোর আগেই বুধবার নির্বাচন কমিশন তাঁর কাছে জানতে চাইল, কেন তাঁর বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করা হবে না।

প্রশাসন সম্পর্কে বেফাঁস মন্তব্য করার অভিযোগে ঘাটালের বিজেপি প্রার্থী হিরণ্ময় চট্টোপাধ্যায়কেও (হিরণ) একইদিনে শোকজ করেছে নির্বাচন কমিশন। বর্ধমান-দুর্গাপুর কেন্দ্রে তৃণমূলের গো ব্যাক স্লোগানের মুখে পড়তে হয় দিলীপকে। মাছি তাড়ানোর ভঙ্গিতে সেসব উড়িয়ে দিলেও দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব প্রমাদ গুনেছে তৃণমূল বিষয়টি নিয়ে শোরগোল পাকানোয়। একজন মহিলার বাবার পরিচয় জানতে চেয়ে মন্তব্য জনমনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে বুঝে দিলীপকে শোকজ করে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব।

পোড়খাওয়া দিলীপ বুঝে যান, তিনি বিপাকে। দেরি না করে বুধবার সকালে পরোক্ষে ক্ষমা চেয়ে নেন তিনি। একটি চা চক্রের আড্ডায় মহিলাদের উদ্দেশে তিনি বলেন, 'আপনারাই বলুন না, আমি কি মহিলাদের অসম্মান করে কথা বলি?' দলের শোকজ প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য, 'উত্তর নিশ্চয়ই দেব। কিন্তু সেটা একান্তই দলের বিষয়।' কমিশনের শোকজ প্রসঙ্গে রাজ্য বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি বলেন, 'দলে কথা বলে ঠিক সময়ে জবাব দেব।'

তৃণমূল অবশ্য চাপ বাড়ানোর কৌশল নিয়ে বুধবার নির্বাচন কমিশনে ১০ সদস্যের প্রতিনিধিদল পাঠায়। দিলীপের প্রার্থীপদ বাতিলের দাবি ওঠে। স্বভাবে একরোখা চরিত্রের রাজ্য বিজেপির সভাপতি অবশ্য কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের শোকজকে ভালোভাবে নিতে পারছেন না। ঠারেঠোরে সেটা বুঝিয়েও দিয়েছেন। তাঁর কথায়, 'ভুল হলে বড়দের তা শুধরে দিতে হয়।'

এরপর দশের পাতায়

দিলীপের উত্তর

- আপনারাই বলুন না, আমি কি মহিলাদের অসম্মান করে কথা বলি?
- দলের শোকজে উত্তর নিশ্চয়ই দেব। কিন্তু সেটা একান্তই দলের বিষয়। প্রকাশ্যে কিছু বলব না।
- কমিশন সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান। দলে কথা বলে ঠিক সময়ে জবাব দেব।

নজরকাড়া

বিজেপির কার্যালয় যেন আস্তাকুঁড়

তিনের পাতায়

রাজুর 'কর্মপুত্র' তত্ত্ব

চারের পাতায়

৩,০০০ কোটি বিলির আশ্বাস মোদির

কলকাতা, ২৭ মার্চ : ক্ষমতায় এলে বিদেশে মজুত কালো টাকা এনে প্রত্যেক দেশবাসীর ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ১৫ লক্ষ টাকা করে জমা করার পুরোনো আশ্বাসের স্মৃতি ফিরে এল লোকসভা ভোটের মুখে। মনে করালেন খোদ প্রধানমন্ত্রী। যিনি ১৫ লক্ষ টাকা দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছিলেন ২০১৪-র ভোটে। এবার তাঁর আশ্বাস অবশ্য শুধু বাংলার গরিবদের জন্য। তিনি বাংলায় বিভিন্ন সূত্রে ইডি'র বাজেয়াপ্ত করা ৩০০০ কোটি টাকা গরিবদের মধ্যে বিলিয়ে দেবেন বললেন।

কৃষ্ণনগরের বিজেপি প্রার্থী অমৃতা রায়ের সঙ্গে ফোনে কথোপকথনের সময় মোদি মঙ্গলবার রাতে ওই প্রতিশ্রুতির কথা জানান। ওইদিন সকালে প্রধানমন্ত্রী ফোন করেছিলেন বসিরহাটের দলীয় প্রার্থী তথা সন্দেশখালি আন্দোলনে বিজেপির মহিলা মুখ রেখা পাত্রকে। রাতে কৃষ্ণনগরের প্রার্থী অমৃতাকে ফোন করেন। অমৃতা বুধবার মোদির দেওয়া প্রতিশ্রুতির খবর জানান। দুজনের কথোপকথন ছিল মিনিট পাঁচেকের। অমৃতার দাবি, ওই সময়ে প্রধানমন্ত্রী তাঁকে জানিয়েছেন, বাংলায় ইডি'র বাজেয়াপ্ত করা অর্থ গরিবদের মধ্যে বিলি করতে আইনি পরামর্শ নেওয়া হচ্ছে। বিরোধীরা অবশ্য একসুরে প্রধানমন্ত্রীর এই আশ্বাসকে কটাক্ষ করেছে।

তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ বলেন, 'ভোট এলেই উনি এই ধরনের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেন।' সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুজন চক্রবর্তী বলেন, 'ওঁর কথা কেউ বিশ্বাস করেন না। রোজভ্যালি থেকে বাজেয়াপ্ত ১,৪০০ কোটি টাকা ইডি-কে ফেরত দিতে নির্দেশ দিয়েছে আদালত। ইডি কিন্তু দিচ্ছে না। পারলে উনি সেটা দেখুন।' ফোনে অমৃতাকে মোদি বলেন, 'বিজেপি দেশে দুর্নীতিকে গোড়া থেকে উপড়ে ফেলতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আর সমস্ত দুর্নীতিবাজ একে অপরকে বাঁচাতে এক ছাতার তলায় এসেছে।'

ওই ফোনে প্রধানমন্ত্রী অমৃতাকে বলেন, 'আপনি রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের এবং রাজপরিবারের ঐতিহ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন।' অমৃতা তখন অনুযোগের সুরে বলেন, 'কৃষ্ণনগরের রাজপরিবারকে নিয়ে অপপ্রচার চালাচ্ছে বিরোধীরা। আমাদের গদ্দার বলা হচ্ছে।' জবাবে মোদি বলেন, 'আপনার পরিবার সনাতন হিন্দু ধর্মের রক্ষক। তাই এই আক্রমণ।'

পদ্মের ১৪ 'স্টার' উত্তরে, তৃণমূলে ধাঁধা

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২৭ মার্চ : প্রচারে তারকার ছড়াছড়ি। বাংলায় তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপির হয়ে লোকসভা ভোটের প্রচারে নামছেন একঝাঁক সেলেব্রিটি ও নেতা-নেত্রী। পদ্মের 'স্টার' বক্তার তালিকায় উত্তরের একাধিক নেতা ঠাঁই পেলেও তৃণমূলের তালিকায় ব্রাত্য এখানকার নেতারা। তা নিয়েই শুরু হয়েছে চর্চা। তৃণমূল নেতাদের অভিমানে নুনের ছিটে দিচ্ছেন পদ্মের নেতারা। শিলিগুড়ির বিজেপি বিধায়ক শংকর ঘোষের কটাক্ষ, 'তৃণমূলের দক্ষিণবঙ্গের নেতা-নেত্রীরাই রাজা। উত্তরবঙ্গের নেতা-নেত্রীরা দাস হয়ে থাকতেই পছন্দ করেন। তাই প্রভুরাই প্রচারে আসেন।' উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ অবশ্য আশাবাদী। তিনি বলছেন, 'এটা প্রথম পর্যায়ের ভোট প্রচারের তালিকা। আশা করছি পরবর্তী তালিকায় আমাদের নাম থাকবে।' ফলে তৃণমূলের স্টার তালিকায় উত্তরের কারা থাকবেন, তা নিয়ে ধোঁয়াশা থাকছে।

মঙ্গলবার মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের কাছে ৪০ জন 'স্টার ক্যাম্পেনার' বা তারকা প্রচারকের নামের তালিকা জমা দিয়েছে তৃণমূল। এই তালিকায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে শুরু করে দলের শীর্ষস্থানীয় প্রায় সমস্ত নেতা-নেত্রীর নাম রয়েছে। রুপোলি জগৎ থেকে রয়েছেন দীপক অধিকারী (দেব), সায়নী ঘোষ, জুন মালিয়া, রাজ চক্রবর্তী, সোহম চক্রবর্তী, সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়, গায়িকা অদিতি মুন্সিরা। কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার এবং জলপাইগুড়ি লোকসভা আসনে প্রথম দফার ভোটে প্রচারে আসবেন তাঁরা।

বিজেপির তারকা প্রচারকের তালিকা অবশ্য বেশ লম্বা। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি থেকে শুরু করে অমিত শা, জগৎপ্রকাশ নাড্ডা, রাজনাথ সিং, স্মৃতি ইরানি, যোগী আদিত্যনাথ, সৎপাল মহারাজ, মুক্তার আব্বাস নকভির মতো বড় বড় নাম রয়েছে তালিকায়। সেখানে রুপোলি জগৎ থেকে ঠাঁই পেয়েছেন মিঠুন চক্রবর্তী, রুদ্রনীল ঘোষরা। ওই তালিকাতেই জ্বলজ্বল করছে উত্তরের ১৪ জন বিজেপি নেতা-নেত্রীর নাম। তার মধ্যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক সহ ছ'জনই কোচবিহারের। হঠাৎ বিদ্রোহী হয়ে ওঠা রাজ্যসভার সাংসদ নগেন্দ্র রায়ও রয়েছেন তালিকায়। রাজ্যজুড়ে প্রচারে বেরোবেন সুশীল বর্মন,

এরপর দশের পাতায়

তপনে ভারত সেবাশ্রম সংঘে মহারাজের আশীর্বাদপ্রার্থী সুকান্ত মজুমদার।

সভাপতির বিপণি থেকে কলেজকে বই বিক্রি

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ২৭ মার্চ : স্বাস্থ্যবিমার পর এবার বই বিতর্কে জড়ালেন শিলিগুড়ি কলেজের পরিচালন সমিতির সভাপতি জয়ন্ত কর। কলেজের বই কেনার জন্য কোটেশনে অংশ নিয়েছিল তাঁরই পুস্তক বিপণি। শুধু তাই নয়, 'পারচেজ কমিটি'-র অনুমোদনে পাশও হয়েছে তাঁর কোটেশন। প্রথম পর্যায়ে কলেজের তরফে প্রায় সাড়ে ১২ হাজার টাকার বইয়ের বরাতও দেওয়া হয়েছে তাঁকে।

প্রভাব খাটিয়েই তিনি এ কাজ করেছেন বলে রব উঠেছে শিক্ষক মহলে। বারবার বিতর্কে জড়িয়ে গেলেও জয়ন্ত অবশ্য দমতে নারাজ। তাঁর সাফাই, 'যদি প্রভাব খাটাতাম তাহলে অনেক বেশি টাকার টেন্ডার পেতাম। বাংলামাধ্যমের বেশ কিছু বই কলেজ পাচ্ছিল না বলে আমাকে জানানো হয়। তখন আমি ২৩ শতাংশ ছাড়ে বইয়ের কোটেশন দিয়েছিলাম। কলেজ থেকে বলা হয়েছিল বলেই কোটেশন দিয়েছি। এই বই বিক্রি করে আমার কোনও লাভ হয়নি।'

এ তো গেল লাভ-লোকসানের ব্যাপার। কিন্তু পরিচালন সমিতির সভাপতি হয়ে কলেজের সঙ্গে কি তিনি লাভজনক কোনও ব্যবসা করতে পারেন, উঠেছে এমন প্রশ্নও। কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ডঃ মলয় করঞ্জাইয়ের কথায়, 'কলেজ কর্তৃপক্ষের উচিত সভাপতির বুকস্টল থেকে বই না নেওয়া। পাশাপাশি সভাপতিরও এধরনের কোটেশনে অংশগ্রহণ না করা উচিত। সেক্ষেত্রে স্বচ্ছতা বজায় থাকে।'

বিতর্ক যেন কিছুতেই তাঁর পিছু ছাড়ে না। কখনও ইউনিফর্ম আবার কখনও পড়ুয়াদের স্বাস্থ্যবিমা। এবার তাঁর নাম জড়াল বই বিক্রিতে। জানুয়ারি মাসে কলেজের গ্রন্থাগারের জন্য বার্ষিক বই কেনার জন্য ই-টেন্ডারের বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়। সেখানে নিজের বুকস্টলের নামে কোটেশন দেন জয়ন্ত। কলেজের গ্রন্থাগারিক সন্দীপ দাস বলছেন, 'বিজ্ঞপ্তি দেওয়ায় অনেকেই কোটেশন পাঠিয়েছিলেন। সভাপতিও কোটেশন পাঠিয়েছিলেন। তবে পুরো বিষয়টি কলেজের গ্রন্থাগারের জন্য বই কেনার যে কমিটি রয়েছে তাঁরা ঠিক করেছেন। তবে প্রথমবার এই বুকস্টল থেকে কলেজের গ্রন্থাগারের জন্য বই কেনা হয়েছে। এখনও পর্যন্ত সাড়ে তিন হাজার টাকার মতো বই জয়ন্তবাবু দিয়েছেন।'

প্রতিবছর কলেজে গ্রন্থাগারের জন্য বই কেনা হয়ে থাকে। সেখানে অর্থনীতি, এডুকেশন, ভূগোল, ইতিহাস, সাংবাদিকতা ও গণমাধ্যম বিভাগের বইয়ের জন্য কোটেশন দিয়েছিলেন জয়ন্ত। যদিও এব্যাপারে কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ সুজিত ঘোষের সাফাই, 'বই কেনার পুরো বিষয়টি কলেজে যে কমিটি রয়েছে তারা ঠিক করেছে।' কিন্তু অধ্যক্ষকে এড়িয়ে পারচেজ কমিটি সব ঠিক করেছে, এমন যুক্তিতে মুচকি হাসছেন অধ্যাপক-অধ্যাপিকারাই।

বারবার বিতর্কে জড়াচ্ছে শিলিগুড়ি কলেজ।

আড়াই ঘণ্টা গৌতমের অপেক্ষায়

মহম্মদ হাসিম

নকশালবাড়ি, ২৭ মার্চ : কথা ছিল, সকাল আটটায় প্রচারে আসবেন শিলিগুড়ির মেয়র তথা তৃণমূল নেতা গৌতম দেব। সেইমতো সাতসকালেই মিছিলের জন্য জড়ো হয়েছিলেন স্থানীয় কর্মী-সমর্থকরা। গৌতম যখন নকশালবাড়ির কোটিয়াজোতে পা রাখলেন তখন ঘড়ির কাঁটায় পাক্কা সাড়ে দশটা। ততক্ষণে অবশ্য রেগে লাল মিটিং-মিছিলের জন্য ভিড় করা সাধারণ কর্মী-সমর্থকরা। অনেকেই গালমন্দ করতে করতে হাঁটা দিয়েছেন বাড়ির পথে। কেউবা ধরেছেন কর্মস্থলের পথ। আর এমন ক্ষোভ দেখে অস্বস্তিতে পড়লেন স্থানীয় তৃণমূল নেতারা।

বাসন্তী বর্মন নামে এক বৃদ্ধার কথায়, 'পঞ্চায়েতের কথা শুনে সকালে গোরু-বাছুর মাঠে না দিয়েই এখানে এসেছি। কিন্তু ১০টা বেজে গেলেও মিছিল শুরু হয়নি। তাই মাঠে গোরু চরাতে যাচ্ছি।' আরেক মহিলা বাতাসি বর্মন বললেন, 'পঞ্চায়েত সদস্যের কথায় এসেছি। সকাল ৮টায় মিছিল হবে বলেছিল। কিন্তু ১০টা বেজে গেল কিছুই হয়নি। এখানকার অধিকাংশ বাসিন্দারই দিন আনি দিন খাই অবস্থা। শহরের নেতারা সেসব তো বোঝেন না।'

বুধবার নকশালবাড়ি কোটিয়াজোত ভীমরাম উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব এবং শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষের নেতৃত্বে তৃণমূল কংগ্রেসের মিছিলের আয়োজন করা হয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল দার্জিলিং লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী গোপাল লামার হয়ে এলাকায় প্রচার করা। সেজন্য কোটিয়াজোত ভীমরাম উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রে সকাল ৮টায় তৃণমূল কংগ্রেসের সমস্ত কর্মী এবং পঞ্চায়েত সদস্যদের হাজির থাকতে বলা হয়েছিল। প্রতিটি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে সকাল ৮টায় গৌতম দেব এবং অরুণ ঘোষের মিছিলের খবর ছড়িয়ে পড়ে। তাই সকাল হতেই কর্মীরা জমায়েত হতে শুরু করেন। খোদ শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ, ব্লক সভাপতি পৃথ্বীশ রায় সকাল থেকে এলাকায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। যদিও প্রার্থী গোপাল লামা এদিন উপস্থিত ছিলেন না। মেয়র এলেই মিছিল শুরু হবে বলে সভাধিপতি কর্মীদের জানান। কিন্তু ১০টা বাজতে চললেও মেয়রের দেখা মেলেনি।

সকাল সাড়ে দশটায় মেয়রের কনভয় এসে ঢোকে এলাকায়। পরে তাঁর সাফাই, 'আমি চালসায় প্রচারে ছিলাম। রাস্তায় গাড়ি খারাপ হয়ে পড়েছিল, সেজন্য দেরি হল।'

কিন্তু ততক্ষণে যা ক্ষোভ আছড়ে পড়ার পড়েছে। ফলে গৌতমের ক্ষতে প্রলেপের চেষ্টা খুব বেশি কাজে আসেনি।

নকশালবাড়ির কোটিয়াজোতে প্রচারে গৌতম দেব। বুধবার।

তাহাদের কথা

কখনও হ্যাঁ কখনও না, জীবন চলছে জীবন চলবে

দীপায়ন বসু

মনে হয় এই তো সেদিন। অথচ দেখতে দেখতে ৩০টা বছর পার করে ফেলল, 'কভি হাঁ কভি না'। শাহরুখ খানের এই সিনেমা হয়তো অনেকেরই দেখা। বিশেষ করে আজ যাঁরা মাঝবয়সি, তাঁদের। আহামরি হিট সিনেমা নয়, অথচ ভীষণভাবে আজও প্রাসঙ্গিক। গল্পের নায়ক সুনীল তাঁর এক বান্ধবী আনাকে ভালোবাসেন। সেই বান্ধবী আবার আরেক বন্ধু ক্রিসের প্রেমে পাগল। সুনীল সবই জানেন, কিন্তু তিনি আনার প্রেমে পুরোপুরি পাগল।

কী করা যায়, কী করা যায় ভেবে মিথ্যার আশ্রয়। ফলস্বরূপ, আনা আর ক্রিসের মধ্যে ঝামেলা। সুনীলের সঙ্গে আনার রসায়ন গাঢ়। কিন্তু কথায় বলে না, খারাপ কাজের ফল শেষটায় খারাপই নয়। এক্ষেত্রেও হল। তবে শেষ পর্যন্ত সমস্ত ভুল বোঝাবুঝির অবসান। আবার আনা আর ক্রিসের রসায়ন জমজমাট। শেষটায় সুনীল কি তাহলে দেবদাস? উহুঁ, তার জীবনে আরেক বান্ধবী হাজির। সুনীল আবার নতুন রসায়নের খোঁজে। সাদামাঠা গল্প। তবে উদ্দেশ্যটা বিশাল। জীবনে না থেমে থাকার বার্তাবাহী।

এই সিনেমার প্রাণভোমরা মনে হয় খুব বেশি করে এর নামে লুকিয়ে। জীবন কখনও ইতিবাচক বার্তা দেবে, কখনও বা উলটোটা। তাই আমাদের এর সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া উচিত। আমাদের বেশিরভাগ সেই চেষ্টাটা করি নিরন্তর। লোকসভা ভোট সামনে। রাজনৈতিক দলগুলিও এই চেষ্টা করছে। এই যেমন, সিপিএমের কথা ধরা যাক না কেন। দলের ফেসবুক পেজ ও ইউটিউব চ্যানেলে খবর পড়তে তারা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তায় (এআই) তৈরি সঞ্চালিকার সাহায্য নিয়েছে।

দোলের দিন সমতা নামের সেই সঞ্চালিকা ২৭ সেকেন্ডের এক ভিডিওতে ঝরঝরে ইংরেজিতে সবাইকে উৎসবের শুভেচ্ছা জানানোর পাশাপাশি অনেক কিছু বলেছে। তাতে বেশিরভাগই থ! বিরোধীরা বিঁধতে ছাড়েনি। যাদের বিরোধিতায় রাজ্যে কম্পিউটার শিক্ষা পিছিয়ে গিয়েছিল, এখন সেই সিপিএম-ই এআই-এর শরণাপন্ন বলে বিরোধীদের অভিযোগ। ঠিক যেন উলটেপালটে, 'কভি না, কভি হাঁ'। আবার উলটোটাও হয়েছে। মানে, 'কভি হাঁ, কভি না'।

ইন্ডিয়া জোটের কথাই ধরা যাক। বিজেপিকে উলটেপালটে দিতে অনেকগুলি দল কোমর বাঁধল। সবার 'হ্যাঁ'-তে হ্যাঁ মিলল। একসঙ্গে জমাটি লড়াই হবে বলে স্বপ্ন দেখাল। কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতে ছন্দপতন। না-এর ছড়াছড়ি। গোটা উদ্দেশ্যটাই চৌপট। সেইসঙ্গে এবারের ভোটের ভবিষ্যৎও। রাজ্যে কী হবে, তা নিয়ে হয়তো কারও কৌতূহল থাকতে পারে, কিন্তু দেশের হাল কারা ধরবে, তা নিয়ে কারও মনে সন্দেহের অবকাশ নেই।

দেখেশুনে অনেকেরই আক্ষেপ, জোটের মধ্যে যদি 'কভি হাঁ, কভি না' মনোভাব সৃষ্টি হত, তবে হয়তো লড়াইটা এভাবে একপেশে হয়ে যাওয়ার সুযোগ পেত না। তবুও শেষ চেষ্টা চলছে। শেষপর্যন্ত জোটের জট কাটাতে শরিকরা মরিয়া। রাজনীতির অঙ্গন থেকে এবার সাধারণ জীবনে নজর রাখা যাক।

এরপর দশের পাতায়

সম্পত্তিতে টেক্কা দিলেন ‘সর্বহারা’র মিলি

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ২৭ মার্চ : তিনি সর্বহারা দলের নেত্রী মিলি ওরাওঁ। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে তিনি আলিপুরদুয়ার আসনে আরএসপির প্রার্থী। আগামী ১৯ এপ্রিল ইভিএমে মিলি তাঁর মূল দুই প্রতিদ্বন্দ্বী তৃণমূলের প্রকাশ চিকবড়াইক বা বিজেপির মনোজ টিগ্গাকে পিছনে ফেলতে পারবেন কি না তার উত্তর মিলবে ৪ জুন ভোটের ফলে। কিন্তু সম্পত্তির হিসাবে ইতিমধ্যেই দুই প্রতিদ্বন্দ্বীকে বেশ কয়েক ফার্লং পিছনে ফেলে দিয়েছেন মিলি।

মনোনয়নপত্রের সঙ্গে নির্বাচন কমিশনে জমা দেওয়া সম্পত্তির হলফনামা থেকে এমন তথ্য পাওয়া গিয়েছে। হলফনামায় নিজের সম্পত্তির কথা খোলাখুলি জানিয়েছেন বলেই মিলির দাবি। তাঁর কথায়, ‘আমার যে সম্পত্তি আছে সেটাই দিয়েছি। কেউ যদি সম্পত্তি লুকিয়ে রাখেন তাহলে আমার কিছু বলার নেই। কিন্তু আমার কিছু লুকোনোর নেই। আমার সোনার গয়না ছিল। ওগুলির দর এখন অনেকটাই বেড়েছে।’

উল্লেখ্য, মঙ্গলবারই মনোনয়নপত্র জমা দেন মিলি। হলফনামা অনুযায়ী তাঁর অস্থাবর সম্পত্তির আর্থিক মূল্য ৩৩ লক্ষ ৪৬ হাজার ৮৪৫ টাকা। হাতে রয়েছে মাত্র ১০ হাজার টাকা। প্রকাশ চিকবড়াইকের হাতে রয়েছে ৬৫ হাজার টাকা। তাঁর অস্থাবর সম্পত্তির মূল্য ১২ লক্ষ ৮৮ হাজার তিন টাকা। আর মনোজ টিগ্গার হাতে রয়েছে ৭৫

হাজার টাকা। তাঁর অস্থাবর সম্পত্তির মূল্য ২৭ লক্ষ ৬২ হাজার ৪১২ টাকা। তৃণমূল ও বিজেপি প্রার্থীর চেয়ে মিলির সম্পত্তির পরিমাণ যে বেশি সেটা নির্দ্বিধায় বলা যায়।

উল্লেখ্য, ২০২২ সালের ডিসেম্বরে বামফ্রন্টের বড় শরিক সিপিএমের রাজ্য কমিটির সদস্য শতরূপ ঘোষের বিরুদ্ধে ‘২২ লাখি গাড়ি খরিদের’ বিষয়টি প্রকাশ্যে আসে। বামফ্রন্টের নেতারা নিজেদের ‘গরিব পার্টি’র সদস্য বলে দাবি করলেও তাঁদের অনেকেরই সম্পত্তির খতিয়ান সে দাবি উড়িয়ে দেয়। আলিপুরদুয়ারের আরএসপি প্রার্থীর ক্ষেত্রেও একই ছবির দেখা মিলল।

যদিও বাম নেতাদের দাবি, মিলির বাবা মনোহর তিরকি রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী, বিধায়ক ও সাংসদ ছিলেন। তাঁর স্বামীও চাকরিজীবী। সেক্ষেত্রে এই পরিমাণ সম্পত্তি থাকা খুব একটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। হলফনামায় মিলি জানিয়েছেন, তিনি দক্ষিণ কলকাতার রাসবিহারী বিধানসভা কেন্দ্রের ভোটার। পেশা হিসাবে গৃহকর্মের কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর সম্পত্তির বড় অংশ হিসাবে রয়েছে প্রায় ২০০ গ্রাম সোনা। যার বর্তমান বাজার মূল্য ১২ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা।

এছাড়া, কলকাতার কয়েকটি ব্যাংকে তাঁর বেশ কয়েকটি অ্যাকাউন্ট রয়েছে। রয়েছে বেশ কিছু ফিক্সড ডিপোজিটও। ডাকঘরেও রয়েছে অনেকগুলি কিষান বিকাশ পত্রও। বিনিয়োগ করা আছে মিউচুয়াল ফান্ডেও। স্বামীর সম্পত্তির হিসেব ধরলে পরিমাণটা বাড়বে বই কমবে না।

এখন দেখার সম্পত্তিতে এগিয়ে থাকা মিলি ৪ জুনের ভোটের ফলে প্রতিদ্বন্দ্বীদেরও এভাবেই পিছনে ফেলে এগিয়ে যেতে পারেন কি না।

বিজেপির দেওয়াল লিখনেও অনুব্রত

অশোক মণ্ডল

দুবরাজপুর, ২৭ মার্চ : তৃণমূলের দেওয়াল লিখনে তো আকারে ইঙ্গিতে অনুব্রতর প্রসঙ্গ উঠেছিলই। এবার বিজেপির প্রচারেও বাদ গেলেন না কেষ্ট। জেলা থেকে প্রায় সাড়ে চারশো কিমি দূরে, সেই তিহারে বসেও।

তৃণমূল প্রার্থী শতাব্দী রায়ের দেওয়াল লিখনে মঙ্গলবার লেখা হয়েছিল, ‘তিহারে বসেই খেলা হবে’। এসব দেখে আর স্থির থাকতে পারেনি বিজেপি। হেতমপুর রাজবাড়ির কাছাকাছি বড় রাস্তার পাশে ওই একই বাড়ির দেওয়ালে এবার ছড়া লিখে প্রচার করল বিজেপি। তাতেও টেনে আনল অনুব্রতকে। যদিও সেখানে বিজেপির প্রার্থীর নাম নেই। কারণ, তাঁদের প্রার্থীর নাম তো ঘোষণাই করা হয়নি। কী রয়েছে সেই দেওয়াল লিখনে? বিজেপির কর্মীরা লিখেছেন, ‘খেলতে খেলতে তিহার গেলে, সঙ্গে নিয়ে মেয়ে, বাকিরা সব বসে আছে, তোমার দিকে চেয়ে, ডাকবে কবে বল তুমি’। নাম না করলেও এখানে যে অনুব্রতর কথাই বলা হচ্ছে, তা তো স্পষ্টই।

বিজেপির এই লিখনকে খুব একটা পাত্তা দিচ্ছেন না তৃণমূল কংগ্রেসের বীরভূম আসনের প্রার্থী শতাব্দী রায়। বললেন, ‘যে যা লিখছে লিখুক।’ বিজেপি ভয় পেয়ে এসব লিখছে কি না প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, ‘অনুব্রতকে তো ভয় পায় সবাই। দলীয় সমর্থকরা হেতমপুরে একটি দেওয়ালে শুধু লিখেছেন, তিহার থেকে খেলা হবে। তাতেই চমকে উঠেছে বিজেপি। তারপর তারা প্রার্থীর নাম ছাড়াই দেওয়াল লিখন শুরু করেছে। তাতেও কেষ্ট।’

বিজেপির প্রচারে কেন উঠল অনুব্রতর কথা? এপ্রশ্নের জবাবে বিজেপির দুবরাজপুর মণ্ডল সভাপতি শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য, ‘আমরা দুষ্কৃতীদের নাম নিয়ে প্রচারে বিশ্বাসী নই। যেহেতু ওরা ‘তিহার থেকে খেলা হবে’ কথাটি লিখেছে, তাই তার জবাব দিতেই আমরা লিখেছি যে বাকিরা ডাকের অপেক্ষায়। তিহারে সবাই গেলেই সবাই মিলে ভালো খেলা হবে।’

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৬৬৯৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৬৭২৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৬৩৯৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৭৪২৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৭৪৩৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

ভোটের মুখে অভিযোগ ঘিরে উত্তেজনা হরিশ্চন্দ্রপুরে

বিজেপির যুব নেতার বাড়িতে তৃণমূলের হামলা

সৌরভকুমার মিশ্র

হরিশ্চন্দ্রপুর, ২৭ মার্চ : মঙ্গলবার গভীর রাতে বিজেপি যুব মোর্চার ব্লক সাধারণ সম্পাদকের বাড়িতে সশস্ত্র হামলার অভিযোগ উঠল তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্যার স্বামীর বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে হরিশ্চন্দ্রপুরের পিপলা গ্রামে। এই ঘটনায় ওই বিজেপি নেতার মা আহত হয়ে হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

স্থানীয়রা জানিয়েছেন, পিপলা গ্রামের পঞ্চায়েত সদস্যা মন্দিরা দাসের পরিবারের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে জমি বিবাদ চলছে এলাকার বিজেপির যুব মোর্চার সাধারণ সম্পাদক কমল থোকদারের পরিবারের। এই বিবাদের জেরে গতকাল গভীর রাতে মন্দিরা দাসের স্বামী তথা তৃণমূল নেতা পূজন দাস ধারালো অস্ত্রশস্ত্র সহ দলবল নিয়ে কমলের বাড়িতে হামলা চালান। হুমকি দেওয়ার পাশাপাশি মারধর ও বাড়ি ভাঙচুরের অভিযোগ ওঠে পূজন ও তাঁর সঙ্গীদের বিরুদ্ধে। মারধরে গুরুতর আহত হয়ে কমলবাবুর মা তুলি থোকদার হরিশ্চন্দ্রপুর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। ঘটনার খবর পেয়েই হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

কমলবাবুর পরিবারের অভিযোগ, এনিয়ে বুধবার সকালে থানায় অভিযোগ দায়ের করতে আসার পথে পূজন ও তাঁর দলবল রাস্তায় আবারও তাঁদের উপর হামলা চালান। যদিও শাসকদলের পালটা দাবি, কমল ও বিজেপির লোকজনই পূজন ও তাঁর পরিবারের উপর হামলা চালিয়েছে।

এই ঘটনার মূল অভিযোগকারী বিজেপি নেতার বাবা অমূল্য থোকদার জানান, ‘পারিবারিক একটি জমি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই আমার বোনের সঙ্গে সমস্যা চলছে। সেই জমি অবৈধভাবে দখল করতে চাইছে তৃণমূল নেতা পূজন দাস। আমরা প্রতিবাদ করায় গতকাল রাতে ওরা আমার বাড়িতে হামলা চালিয়ে আমার বৌ-ছেলে সহ সবাইকে মারধর করে। তলোয়ার-দা দিয়ে আমাদের উপর হামলা চালায়। বাড়িতে থাকা মোটরবাইকটিও ভেঙে দেয়।’ যুব মোর্চা নেতা কমল থোকদার বলেন, ‘আজ সকালে আমরা যখন থানায় অভিযোগ করতে যাই, তখনও পূজনের নেতৃত্বে ওর দলবল ধারালো অস্ত্র নিয়ে আমাদের উপর হামলা চালায়। আমার গাড়ি ভেঙে দেয়। আমরা নিরাপত্তার অভাব বোধ করছি।’

এনিয়ে সংবাদমাধ্যমের সামনে মুখ খুলতে চাননি অভিযুক্ত তৃণমূল নেতা পূজন দাস। শাসকদলের হরিশ্চন্দ্রপুর-১ (এ) ব্লক সভাপতি জিয়াউর রহমান বলেন, ‘ওই বিজেপি নেতার পরিবার আমাদের দলের পূজনের উপর গতকাল রাতে হামলা চালিয়েছে। পূজনের হাতে চোট লেগেছে। আমরা থানায় অভিযোগ দায়ের করেছি।’ হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ জানিয়েছে, এনিয়ে দু’পক্ষই থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে। অভিযোগ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বিজেপি যুব নেতার মা। -সংবাদচিত্র

বিভিন্ন দলের প্রতীক সজ্জা ছাতার মধ্যেও। কলকাতার একটি দোকানে।

৫ শতাংশের ঘাটতি মিটিয়ে রায়গঞ্জ দখলে মরিয়া তৃণমূল

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ২৭ মার্চ : ২০১৯-এর লোকসভা ভোটে রায়গঞ্জ আসনে বিজেপির ২২ শতাংশ ভোট বৃদ্ধি চিন্তায় ফেলেছে তৃণমূলকে। সেবার ওই আসনে ৪০ শতাংশের কিছু বেশি ভোট পেয়ে জিতেছিলেন বিজেপির দেবশ্রী রায়চৌধুরী। ৩৫ শতাংশের কিছু বেশি ভোট পেয়ে দ্বিতীয় স্থানে ছিল তৃণমূল। ২০২৪-এ ওই পাঁচ শতাংশের ঘাটতি মিটিয়ে আসনটির দখল নিতে মরিয়া তৃণমূল। তাদের উদ্বেগ বাড়িয়েছে কংগ্রেস ও সিপিএমের মিলিত প্রায় ২১ শতাংশ ভোট। এই ভোটের বড় অংশ নিজেদের কুক্ষিগত করতে তৃণমূল হিসাব কষে এগোচ্ছে। বসে নেই বিজেপিও। তাদের নজরেও রয়েছে ওই ২১ শতাংশ ভোট। শতাংশের বিচারে তৃণমূল পিছিয়ে থাকার কথা স্বীকার করেছে। কিন্তু রায়গঞ্জ লোকসভা আসনে তাদের বুথ স্তর পর্যন্ত সংগঠন থাকায় বিরোধীদের দাবিকে গুরুত্ব দিতে নারাজ নেতৃত্ব।

১৬তম লোকসভা নির্বাচন অর্থাৎ ২০১৪ সালে রায়গঞ্জ সিপিএমের দখলে ছিল। সেসময় সিপিএম পেয়েছিল ২৯ শতাংশ ভোট। কংগ্রেস পায় ২৮.৫ শতাংশ ভোট। বিজেপি ও তৃণমূলের ঝুলিতে ঢুকেছিল যথাক্রমে ১৮.৩২ শতাংশ ও ১৭.৩৯ শতাংশ ভোট। ২০১৯-এ বিজেপি পাঁচ লক্ষ ১১ হাজার ৬৫২টি অর্থাৎ ৪০.০৮ শতাংশ ভোট পেয়েছিল। তৃণমূল চার লক্ষ ৫১ হাজার ৭৮টি অর্থাৎ ৩৫.৩২ শতাংশ ভোট পেয়ে দ্বিতীয় স্থানে ছিল। সিপিএম পায় এক লক্ষ ৮২ হাজার ৩৫টি (১৪.২৫ শতাংশ) ভোট। আর কংগ্রেস পায় ৮৩ হাজার ৬৬২টি (৬.৫৫ শতাংশ) ভোট। ২০১৪-র ফলের সঙ্গে ২০১৯-এর ফলের বিচারে লক্ষণীয়, কংগ্রেস প্রায় ২২ শতাংশ ও সিপিএম প্রায় ১৫ শতাংশ ভোট হারায়। সেখানে বিজেপি ও তৃণমূলের ভোট বাড়ে যথাক্রমে প্রায় ২২ শতাংশ ও প্রায় ১৮ শতাংশ।

রায়গঞ্জে তৃণমূলের প্রথম সারির নেতারাই জানান, ২০১৯-এ পুলওয়ামা ও বালাকোট ইস্যুতে দেশে জাতীয়তাবাদের ঝড় উঠেছিল। কিন্তু এবার এখনও আলাদা অঙ্ক। বিজেপির দাবি, রাম মন্দির, ৩৭০ ধারার অবলুপ্তি, তিন তালাক আইন প্রণয়ন সহ সিএএ কার্যকরের ঘোষণা মোদির প্রতি মানুষের ভরসা আরও বাড়িয়েছে।

এপ্রসঙ্গে রায়গঞ্জ আসনের বাম-কংগ্রেস জোটের প্রার্থী আলি ইমরান রমজ ওরফে ভিক্টর বলেন, ‘জোটের ২১ শতাংশ ভোটে বিজেপি, তৃণমূলের দাঁত ফোটাতে অক্ষম। উলটে ওদের হাল দেখে হতাশ মানুষ আমাদের উপর ভরসা করতে শুরু করেছে। সংগঠন ছাড়াই মানুষ ওদের বিরুদ্ধে সংগঠিত হয়েছে।’ বিজেপি প্রার্থী কার্তিকচন্দ্র পাল বলেন, ‘২০১৯-এ আমরা ৪০ শতাংশ ভোট পেয়েছিলাম। এবার তা আরও বাড়বে। আমাদের লক্ষ্য বিরোধী ভোটব্যাংকও।’ এব্যাপারে তৃণমূলের জেলা সভাপতি কানাইয়ালাল আগরওয়াল বলেন, ‘২০১৯-এর পাঁচ শতাংশ ঘাটতি টপকে বিজেপিকে টেক্কা দেব। জোট যে ২১ শতাংশ ভোট নিয়ে অঙ্ক কষছে সংগঠন থাকলে তো সেই ভোট ধরে রাখবে। তৃণমূলেরই শুধুমাত্র বুথ স্তর অবধি সংগঠন রয়েছে। ফলে, রায়গঞ্জে এবার বিরোধীদের হার নিশ্চিত।’

ভোটবাদ্যি

WALK IN INTERVIEW

Post : PRT (4 posts). Graduates (for all subjects) with B.ED/D.EL.ED can apply. Date : 31/03/2024 (Sunday). Venue : Hotel Jyotsna, Housing Road, Coochbehar. Time : 11 A.M. M : 9832355979.

চলচ্চিত্র

সিরিয়াল/ফিল্মে ৮-৬৫ বয়সি নতুন ছেলে-মেয়ে চাই। শুটিং এপ্রিলে। ফ্রি অডিশন শিলিগুড়ি/কোচবিহারে। 8282979209. (C/110301)

অ্যাফিডেভিট

By affidavit E.M.-Mal. on 22.03.24., I Samrat Saha, S/O- Bibhash Saha declare that, My Father name is wrongly printed in my Driving Licence as Bilash Saha, who is same & identical person. (A/M)

•

ইএম কোর্ট, মালে গত 07.06.2023-এ অ্যাফিডেভিট (sl no 2266) বলে আমি Kumar Bahadur Chhetri, S/O Balabanta Singha দখিন ওদলাবাড়ি নিবাসী এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, আমার জমির নথিপত্রতে আমার নাম Hem Singh Pourel Chhetri নামে নথিভুক্ত করা হয়েছে। Kumar Bahadur Chhetri এবং Hem Singh Pourel Chhetri এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি। (C/110224)

•

আমি Kalika Biswas, আমার মেয়ের নাম Barsha Biswas। মেয়ের জন্ম সংশাপত্রে (রেজিস্ট্রি নং-292) আমার নাম Ranjan Biswas ভুল থাকায় গত 27.03.2024 কোচবিহার সদর J.M. 1st Class কোর্টের অ্যাফিডেভিট বলে আমি Kalika Biswas এবং Ranjan Biswas এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। সাজেরপার, ঘোরামারা, পুণ্ডিবাড়ি, কোচবিহার। (C/109733)

রেলওয়ে স্ক্র্যাপ সামগ্রী বিক্রির হেতু ই-নিলাম কার্যসূচি

এপ্রিল, ২০২৪ মাসের এক সময়সীমার জন্যে ডিওয়াই. সিএমএম/এনএফআর/নিউ জলপাইগুড়ি অধিক্ষেত্রের অধীনে রেলওয়ে স্ক্র্যাপ সামগ্রী বিক্রির হেতু ই-নিলাম কার্যসূচি নির্ধারিত করা হয়েছে। মাসঃ এপ্রিল ২০২৪। তারিখঃ ০৩-০৪-২০২৪ এবং ৩০-০৪-২০২৪। ইচ্ছুক ডাককর্তাগণ আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in এর যোগে ই-নিলাম কার্যসূচিতে অংশগ্রহণ করতে পারবেন।

ডিওয়াই.সিএমএম/নিউ জলপাইগুড়ি
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

কর্মখালি

শিলিগুড়িতে অষ্টম শ্রেণি উত্তীর্ণ সাইকেল সহ ডেলিভারি বয় আবশ্যক। বেতন- ৯,০০০/-. যোগাযোগ- 9434426600. (C/110225)

•

বেতন 11,500/-+PF, ESI ডোনেশন ছাড়া সরাসরি কোম্পানিতে গার্ড সুপারভাইজার চাই। ডাইরেক্ট জয়েন। থাকা ফ্রি, খাওয়া মেস। M-8653710666. (C/110000)

•

Requires PGT (Maths), TGT (Chemistry) and Physical Instructor B.P.Ed.- (Female) on contractual basis. Salary negotiable. Apply within 7 days to The Principal, Caesar School, Mal., Jalpaiguri, Pin- 735221. Emali : caesar1_school@rediffmail.com (B/B)

•

Application invited for the post of Asst. Prof. of Bengali-1 Foundation-2 as per NCTE norms. Send CV within 7 days to universalcollegeofeducation12@gmail.com Universal College of Education (B.Ed.) Dharampur Mothabari Malda Mob-96148-38105/96145-72996. (M-ED)

URGENT REQUIRED

Renovated old Ramkrishna Seva Sadan at Bidhan Road is now open. Interested senior Gynecologists, General surgeons & Orthopaedic surgeons may please contact Mr. R. Bhowmick, M- 9679006888 for OPD chamber and attachment.

চিকিৎসা

Siliguri OPD Clinic of Institute of Neurosciences, Kolkata Dr. Anirban Ghoshal, MD DM, senior consultant neurologist is visiting on April 2, 2024. For all neurological diseases. Contact : Oindrila Moitra at+ 91820-7220666. (C/109999)

•

Siliguri OPD Clinic of Institute of Neurosciences, Kolkata Dr. Amit Jain, MD DM, consultant psychiatrist, will visit on April 3, 2024 for all psychiatric illnesses. Contact : Oindrila Moitra at+ 91820-7220666. (C/109999)

জেলা	ডি.ই.ও.-র নাম	ডি.ই.ও-র মোবাইল নম্বর	পর্যবেক্ষকের বিবরণ	মোবাইল নম্বর	হোয়াটসঅ্যাপ	ই-মেল আইডি	সাক্ষাৎকারের স্থান: দপ্তর	সাক্ষাৎকারের স্থান: আবাস
আলিপুরদুয়ার	শ্রীমতী আর বিমলা	৯০৪৬১৭৬৯০০	সাধারণ পর্যবেক্ষক শ্রী পাটিল ইয়ালাগৌড়া শিবানাগৌড়া, আই.এ.এস	৭৩১৯২০৬১৮২	৭৩১৯২০৬১৮২	gen.observerapd@gmail.com	‘রুম নঃ ৩০৪’ ডুয়ার্স কন্যায় আলিপুরদুয়ার জেলা প্রশাসনিক ভবন	‘জয়ন্তী স্যুট’ সার্কিট হাউস, আলিপুরদুয়ার পশ্চিমবঙ্গ, পিনঃ ৭৩৬ ১২১
			ব্যয় পর্যবেক্ষক শ্রী সালুনকে দুর্গেশ যাদব আই.আর.এস (সি এবং সি ই)	৭৪৭৮০৯৬৪৮৫	৭৪৭৮০৯৬৪৮৫	obs.exmon@gmail.com	‘রুম নঃ ১০৬’ ডুয়ার্স কন্যায় আলিপুরদুয়ার জেলা প্রশাসনিক ভবন	‘সংকোশ স্যুট’ সার্কিট হাউস, আলিপুরদুয়ার পশ্চিমবঙ্গ, পিনঃ ৭৩৬ ১২১
			পুলিশ পর্যবেক্ষক শ্রী পুনিত রাস্তগি, আই.পি.এস	৭৩১৯৩৬৮১৩০	৭৩১৯৩৬৮১৩০	police.observe.apd@gmail.com	গ্রাউন্ড ফ্লোর সার্কিট হাউস, আলিপুরদুয়ার	‘রাইডাক স্যুট’ সার্কিট হাউস, আলিপুরদুয়ার পশ্চিমবঙ্গ, পিনঃ ৭৩৬ ১২১

MEMO NO : 33(2)ELEC/LS24/DICO/APD DATE 27/03/2024

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF HOME AFFAIRS, SASHASTRA SEEMA BAL, OFFICE OF THE COMMANDANT, 46 BN SSB MALBAZAR, SALBARI MORE
(Located at Salbari More, Near Jio Petrol Pump)
P.O.-Mal, Distt.-Jalpaiguri (W.B.)-735221

PUBLIC AUCTION

Public Auction of unserviceable Govt. Stores will held on 3rd April 2024 from 1000 hrs. at the location cited above. Bidders participating in auction have to deposit Rs. 25000/- (Each Bidder) as earnest money which will be refunded after the completion of auction. For other terms & condition please visit **www.ssb.nic.in**

Commandant
46 Bn. SSB, Malbazar

ELECTION URGENT

Govt. of West Bengal
Office of the District Election Officer & District Magistrate, Uttar Dinajpur
Expenditure Monitoring Cell, 18th Lok Sabha Election 2024
e-mail-udexpenditureloksabha2024@gmail.com

Memo No. 37/EEMC/GELS-2024 Dated : 07/03/24

NOTICE

In connection with ensuing General Election to the Lok-Sabha 2024, a **"District Grievance Committee"** is hereby formed comprising with the following officers of the district to release cash seized by Flying Squad, Static Surveillance Team as per standard operating procedure for seizure and release of cash and other items vide no. 76/Instructions/EEPs/2015/Vol-II Date 29th May, 2015 and 76/ECI/SOP/EEM/EEPS/2023 Date : 23rd November, 2023.

1. The Additional District Magistrate (Zilla Parishad), Uttar Dinajpur
2. The Officer-in-Charge Expenditure Monitoring Cell, Uttar Dinajpur (Convenor)
3. The Treasury Officer, Raiganj Treasury-I

Sd/-
District Election Officer,
Uttar Dinajpur

ই-প্রকিউরমেন্ট

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ ৪০/২০২৪, তারিখ ঃ ২২-০৩-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। **টেন্ডার নং ঃ ০১২৪৯১০১আরসি; ক্রম. নংঃ১; কাজের বিবরণ ঃ** পিএসসি টার্নআউট স্লীপার ১ ইন ১২ (টি-৪২১৮)। **পিএল নং. এবং পরিমাণ ঃ** (i) ৬০০৬এনএস০১=১৭৭ সেট, (ii) ৬০০৬এনএস০২=২৪১ সেট, (iii) ৬০০৬এনএস০৩=১৯ সেট, (iv) ৬০০৬এনএস০৪=১২ সেট; **ক্রম. নংঃ২; কাজের বিবরণ ঃ** পিএসসি টার্নআউট স্লীপার ১ ইন ৮.৫ (টি-৪৮৬৫)। **পিএল নং. এবং পরিমাণ ঃ** (i) ৬০০৬এনএস০৫=১৫ সেট, (ii) ৬০০৬এনএস০৬=৬৭ সেট, (iii) ৬০০৬এনএস০৭=১৮ সেট; **ক্রম. নংঃ৩; কাজের বিবরণ ঃ** বিজি পিএসসি ওয়াইডার লেভেল ক্রসিং স্লীপার (টি-৮৯৬৯)। **পিএল নং এবং পরিমাণ ঃ** (i) ৬০০৬এনএস০৮=৭৮৯সংখ্যক, (ii) ৬০০৬এনএস০৯=৬৫২ সংখ্যক, (iii) ৬০০৬এনএস১০=৩২০ সংখ্যক; **ক্রম. নংঃ৪; কাজের বিবরণ ঃ** বিজি পিএসসি ব্রিজ গার্ড স্লীপার (টি-৮৯৭০)। **পিএল নং. এবং পরিমাণ ঃ** (i) ৬০০৬এনএস১১=৫০০০সংখ্যক, (ii) ৬০০৬এনএস১২=৩২২২৮ সংখ্যক, (iii) ৬০০৬এনএস১৩=৪০০ সংখ্যক; **ক্রম. নংঃ৫; কাজের বিবরণ ঃ** ডিরেলিং সুইচ -এর জন্য পিএসসি টার্নআউট স্লীপার (টি-৬০৬৮)। **পিএল নং. এবং পরিমাণ ঃ** (i) ৬০০৬এনএস১৪=২৮সেট; **ক্রম. নংঃ৬; কাজের বিবরণ ঃ** বিজি পিএসসি ব্রিজ এপ্রোচ স্লীপার ওয়াইডার (টি-৮৯৭১ থেকে টি-৮৯৭৮)। **পিএল নং. এবং পরিমাণ ঃ** (i) ৬০০৬এনএস১৫=১৫০সেট, (ii) ৬০০৬এনএস১৬=২১৪ সেট, (iii) ৬০০৬এনএস১৭=২২ সেট; **ক্রম. নংঃ৭; কাজের বিবরণ ঃ** পিএসসি এসইজে স্লীপার (আরটি-৪১৪৯)। **পিএল নং. এবং পরিমাণ ঃ** (i) ৬০০৬এনএস১৮=১৯৬০সংখ্যক, (ii) ৬০০৬এনএস১৯=২৬০সংখ্যক, (iii) ৬০০৬এনএস২০=২২সংখ্যক; **ক্রম. নংঃ৮; কাজের বিবরণ ঃ** বিজি পিএসসি ব্রিজ গার্ড স্লীপার ওয়াইডার (টি-৮৬৭২)। **পিএল নং এবং পরিমাণ ঃ** ৬০০৬এনএস২১=১০০০সংখ্যক; **ক্রমিক নংঃ৯, কাজের বিবরণ ঃ** স্ল্যাক গেজ স্লীপার (আরটি-৮৯৭৯ থেকে ৮৯৮২)। **পিএল নং. এবং পরিমাণ ঃ** ৬০০৬এনএস২২=৬৭২৮সেট; **টেন্ডার জমা দেওয়ার তারিখ ঃ ১৮-০৪-২০২৪।**

টিকা ঃ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং টেন্ডার নথির সম্পূর্ণ বিবরণের জন্য, দরপত্রদাতা **(www.ireps.gov.in)** ওয়েবসাইটে লগ ইন করতে পারেন সম্ভাব্য দরদাতা যারা উপরোক্ত টেন্ডারে অংশগ্রহণ করতে চান তাদের উপরোক্ত ওয়েবসাইটে লগ ইন করতে হবে এবং তাদের অফারটি ইলেকট্রনিকভাবে জমা দিতে হবে, যদি তারা ইতিমধ্যেই আইআরইপিএস -এর সাথে নিবন্ধিত থাকেন। যদি তারা আইআরইপিএস-এর সাথে নিবন্ধিত না থাকেন, তাদের ভারত সরকারের আইটি আইন ২০০০ -এর অধীনে প্রত্যয়নকারী সংস্থাগুলির কাছ থেকে ক্লাস-III ডিজিটাল স্বাক্ষর শংসাপত্র প্রাপ্ত করার এবং উপরের টেন্ডারগুলিতে অংশগ্রহণ করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

পিসিএমএম/সিওএন, গুয়াহাটি
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
নির্মাণ সংস্থা
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

রক্ষণাবেক্ষণের অভাব • চোপড়ায় ক্ষুব্ধ দলের নেতা-কর্মীরাই

বিজেপি কার্যালয় যেন আস্তাকুঁড়

মনজুর আলম

চোপড়ায় বিজেপির পার্টি অফিসের সামনে পড়ে আবর্জনা। বুধবার। - সংবাদচিত্র

চোপড়া, ২৭ মার্চ : ২০২১-এর বিধানসভা ভোটে নেতৃত্বের চাহিদামাফিক 'দো শো' পার করতে না পারায় চোপড়ায় বিজেপির কার্যালয়ে যাতায়াত বন্ধ করে দিয়েছিলেন স্থানীয় নেতা-কর্মী, সমর্থকরা। প্রায় আড়াই বছর হতে চলল সেখানে একদিনও এক-আধজন দলীয় কর্মীরও দেখা মেলেনি। দীর্ঘদিন অব্যবহারে সেই কার্যালয় এখন আস্তাকুঁড়ের চেহারা নিয়েছে। চেয়ার-টেবিল কিছুই নেই। ছাদের টিন খসে পড়ছে। অথচ গত বিধানসভা ভোটের আগেও এখানে দিনভর স্থানীয় নেতা-কর্মী-সমর্থকদের ভিড় গমগম করত। আগের ভোটগুলিতে এখানে বসেই ছকা হয়েছিল বিজেপির রণকৌশল। কিন্তু গত দু'-আড়াই বছরে কার্যালয় চত্বর কার্যত ডাস্টবিন তৈরি হয়েছে। এলাকাবাসী এখানে যাবতীয় আবর্জনা ফেলে যাচ্ছেন। ফলে, ছড়াচ্ছে দূষণ। বাড়ছে কীটপতঙ্গ।

চোপড়া সদরের সর্বত্র সপ্তাহে একদিন করে আবর্জনা সাফাই হলেও এখানে সমানে জমছে আবর্জনা। এব্যাপারে বিজেপির জেলা সহ সভাপতি অসীম বর্মন বলেন, 'সদর চোপড়ায় দলীয় কার্যালয় সংস্কারের ভাবনা আছে। কিন্তু আর্থিক সংকটে করা সম্ভব হয় হচ্ছে না।' দলের জেলা সম্পাদক ভবেশ কর বলেন, 'এবার লোকসভা ভোট ঘিরে চোপড়া বিধানসভা ক্ষেত্রের প্রায় প্রতিটি অঞ্চলেই নির্বাচনি কার্যালয় খোলা শুরু হয়েছে। ব্লক কার্যালয়টি সম্পূর্ণ সংস্কার প্রয়োজন। সেজন্য দেরি হচ্ছে।'

কার্যালয়টির এমন হাল প্রসঙ্গে স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্বের অভিযোগ, গত বিধানসভা ভোটের ফল ঘোষণা হতেই তৃণমূল এলাকার আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি করে। সেসময় অনেকেই ঘরছাড়া ছিলেন। তখনই এই কার্যালয়ে হামলা হয়েছিল। পাশেই গুদরি বাজারে বহু দোকানে দিনদুপুরে লুটপাট হয়। আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়। স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব অবশ্য একথা অস্বীকার করেছে। দলের চোপড়া ব্লক সভাপতি প্রীতিরঞ্জন ঘোষ বলেন, 'এখানে বিজেপির কোনও সংগঠনই নেই। তাই হয়তো ওদের কার্যালয়ের দরকার পড়ে না। দলীয় কার্যালয় সংস্কারে বাধা দেওয়ার কোনও প্রশ্নই ওঠে না।' স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের দাবি, ইতিমধ্যে বিজেপির বহু গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য, পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য সহ অনেকেই তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন। তাই, এখন আর ওদের কোনও সংগঠন বলে কিছু নেই। একটা ঘর মাসের পর মাস অব্যবহৃত হয়ে পড়ে থাকলে আবর্জনা তো জমবেই। ওদের কার্যালয় ফেলে রাখবে না ব্যবহার করবে সেটা ওদের বিষয়।

গৌতমকে ঘিরে ধরে নালা পরিষ্কারের দাবি

উত্তর কোটিয়াজোতে এই নালা সাফাইয়ের দাবি তুলেছেন বাসিন্দারা।

নকশালবাড়ি, ২৭ মার্চ : আবর্জনা জমে নালা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। নোংরা জল ঘরে ঢুকে যাচ্ছে। ছ'মাসেরও বেশি সময় ধরে নালা সাফাইয়ের বালাই নেই। এবার নালা পরিষ্কার করার ব্যবস্থা করা হোক, তারপরেই ভোট দেওয়া হবে। বুধবার শিলিগুড়ি পুরনিগমের মেয়র গৌতম দেবকে ঘিরে এই দাবির কথাই জানালেন উত্তর কোটিয়াজোতের মহিলারা।

এদিন নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তর কোটিয়াজোতে দার্জিলিং লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী গোপাল লামার হয়ে প্রচারে গিয়েছিলেন মেয়র এবং শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ। দলীয় প্রার্থীর সমর্থনে মিছিল করেন তাঁরা। মিছিল শেষে স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য অসুস্থ সানি ঘোষকে দেখতে যান। সেখানে একদল মহিলা অরুণ এবং গৌতমকে ঘিরে এলাকার নিকাশি সমস্যার কথা জানান। অভিযোগ, উত্তর কোটিয়াজোতে অধিকাংশ নিকাশিনালা ছয়-সাত মাস ধরে পরিষ্কার করা হয় না। কয়েকদিনের বৃষ্টিতে অবস্থা আরও শোচনীয় হয়ে উঠেছে। এরপর বর্ষার মরশুমে জল জমে ডেঙ্গি ভয়ানক রূপ নিতে পারে বলে বাসিন্দাদের আশঙ্কা। গৌতম দেব সভাধিপতিকে দ্রুত পদক্ষেপ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

> গ্রাম পঞ্চায়েতের তহবিলে টাকা নেই, ফলে সাফাইকর্মীদের বেতন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তবে সভাধিপতি আশ্বাস দিয়েছেন ভোটের আগে ফান্ড দেওয়ার। টাকা জোগাড় হলেই নিকাশিনালা সাফাই করা হবে।
>
> **সানি ঘোষ,** পঞ্চায়েত সদস্য

শুধুমাত্র উত্তর কোটিয়াজোতে নয়, নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের অধিকাংশ সংসদে নালা সাফাইয়ের কাজ বেশ কয়েক মাস ধরে বন্ধ। জানা গিয়েছে, পঞ্চায়েতের নিজস্ব তহবিলে টাকা নেই। সেকারণে এই কাজের সঙ্গে যুক্ত ভেক্টর কন্ট্রোল টিমের সদস্যরা বেতন না পাওয়ায় কাজ বন্ধ করে রেখেছেন। সমস্যার কথা স্বীকার করেছেন এলাকার পঞ্চায়েত সদস্য সানি ঘোষ। তিনি বলেন, 'গ্রাম পঞ্চায়েতের তহবিলে টাকা নেই, ফলে সাফাইকর্মীদের বেতন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তবে সভাধিপতি আশ্বাস দিয়েছেন ভোটের আগে ফান্ড দেওয়ার। টাকা জোগাড় হলেই নিকাশিনালা সাফাই করা হবে।'

ভাঙল কামতাপুর প্রগ্রেসিভ পার্টি

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ২৭ মার্চ : লোকসভা ভোটের আগে কামতাপুর প্রগ্রেসিভ পার্টি কার্যত দুইভাগে বিভক্ত হয়ে গেল। প্রগ্রেসিভ পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি ও কামতাপুর ভাষা আকাদেমির চেয়ারম্যান অমিত রায় মঙ্গলবার জেলা নির্বাচন আধিকারিকের কাছে তাঁদের দল নির্বাচনে প্রার্থী দিচ্ছে না বলে লিখিতভাবে জানিয়েছিলেন। সেই ঘটনার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে প্রগ্রেসিভ পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সহকারী সাধারণ সম্পাদক মানবেন্দ্রনাথ রায় বুধবার জলপাইগুড়ি লোকসভা কেন্দ্রে মনোনয়নপত্র জমা দিলেন। কামতাপুর পিপলস পার্টির (ইউনাইটেড) হয়েই মনোনয়নপত্র জমা দিলেন। প্রগ্রেসিভ পার্টি ও পিপলস পার্টি জোট করেই লোকসভা নির্বাচনে লড়াই করছে বলে মানবেন্দ্রনাথ রায় জানিয়েছেন।

কামতাপুর পিপলস পার্টির শুরু হয়েছিল নিখিল রায় ও অতুল রায়ের হাত ধরে। পরে দুজনের মধ্যে মতবিরোধের কারণে পিপলস পার্টি দু'ভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছিল। অতুল রায় নিজের দল কামতাপুর প্রগ্রেসিভ পার্টির গঠন করেন। নিখিল রায় আজও কামতাপুর পিপলস পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি পদেই রয়েছেন। অতুল রায়ের মৃত্যুর পর প্রগ্রেসিভ পার্টির হাল ধরেন অধীর রায় ও অমিত রায়। কিন্তু অমিত গোষ্ঠী তৃণমূলের সঙ্গে আলোচনা করে কামতাপুরি ভাষা আকাদেমির চেয়ারম্যান হয়ে যান অমিত রায়। অমিতের সঙ্গে মানবেন্দ্র রায় ও অধীর রায়দের দূরত্ব বেড়ে যায়। লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূলের সঙ্গেই আছেন বলে অমিত ঘোষণা করেন। তারপর থেকেই প্রগ্রেসিভ পার্টির মধ্যে ভাঙন শুরু হয়। মানবেন্দ্র বলেন, 'আমরা কামতাপুরি জনজাতির লড়াই আন্দোলনকে সামনে রেখে ভাষার অষ্টম তফশিলে অন্তর্ভুক্তি করা, পৃথক রাজ্য বা কামতাপুর স্বশাসিত পর্ষদ গঠন সহ নিজ ভাষায় প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত পঠনপাঠনের দাবি নিয়ে নির্বাচনে নেমেছি।'

যদিও অমিত দাবি করেন, যাঁরা প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন দিয়েছেন তাঁদের প্রগ্রেসিভ পার্টি থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে।

কামতাপুর পিপলস পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি নিখিল রায়ের কথায়, কোনও সরকারের সঙ্গে আপসে যাইনি আমরা।

আইন হাতে তুলে নেওয়া অনুচিত, মন্তব্য বিধায়কের

আমবাড়ি কাণ্ডে ৩ মামলা

মিঠুন ভট্টাচার্য

শিলিগুড়ি, ২৭ মার্চ : কোথাও দুর্ঘটনা ঘটলে বা সমস্যা তৈরি হলেই আইন হাতে তুলে নেওয়া যায় না। উত্তেজনার বশে এমন কিছু করা ঠিক নয় যাতে পরে এলাকায় অশান্তির বাতাবরণ তৈরি হয়। আমবাড়ি কাণ্ডে এমনটাই মনে করছে বিভিন্ন মহল। ঘটনায় পৃথক তিনটি অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা দায়ের হয়েছে। মৃত শিশুর পরিবারের তরফে আমবাড়ি ফাঁড়িতে লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়। পিকআপ ভ্যানচালকের পরিবারের তরফে মারধরের অভিযোগ করা হয়। আর রাস্তায় গণ্ডগোল, মারধর ও আক্রমণ করার জন্য পুলিশের তরফে একটি সুয়োমোটো মামলা করা হয়।

শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের এক আধিকারিক বলেন, 'পুলিশের উপর আক্রমণ হয়েছে বলে বাড়তি সক্রিয়তা দেখানো হবে, এমনটা নয়। নিরপেক্ষ তদন্ত করা হচ্ছে।' ঘটনায় চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর।

একনজরে

- দোলের দিনে আমবাড়িতে শিশুমৃত্যুর ঘটনায় তিন অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা
- শিশুর পরিবারের তরফে আমবাড়ি ফাঁড়িতে লিখিত অভিযোগ, পিকআপ ভ্যানচালকের পরিবার মারধরের অভিযোগ তুলেছে
- রাস্তায় গণ্ডগোল, মারধর ও আক্রমণ করার জন্য পুলিশের তরফে সুয়োমোটো মামলা

সোমবার আমবাড়ি নয় নম্বর কলোনি এলাকায় পিকআপ ভ্যানের ধাক্কায় মৃত্যু হয় সাড়ে তিন বছরের একটি শিশুর। উত্তেজিত জনতা ভ্যানটিতে আগুন জ্বালিয়ে দেয়। চালককে মারধর করা হয়। বাধা দিতে এলে পুলিশকেও আক্রমণ করা হয় বলে অভিযোগ। রাজগঞ্জের তৃণমূল বিধায়ক খগেশ্বর রায়ের কথায়, 'বিষয়টি শুনেছি। এলাকার বিধায়ক হিসেবে সবাইকে শান্তি বজায় রাখতে অনুরোধ করব। বৃহস্পতিবার এলাকায় গিয়ে বলব, কোনও পরিস্থিতিতে নাগরিকরা যেন আইন হাতে তুলে না নেন।'

এই ঘটনায় অবশ্য প্রশাসনিক গাফিলতিকেই দায়ী করেছেন বলরামহাট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক বাপি দে। তিনি জানান, গ্রামীণ রাস্তাগুলোতে বেপরোয়া গতিতে এবং অনিয়ন্ত্রিতভাবে গাড়ি চলাচল করে। শয়ে-শয়ে ডাম্পার রোজ যাতায়াত করে। প্রশাসন তো কিছুই চোখে দেখছে না। বাসিন্দাদের মনে তাই ক্ষোভ জমছেই। তবে এটাও ঠিক, আইন হাতে তুলে নেওয়া উচিত নয়।

আমবাড়ির এই ঘটনার রেশ ছড়িয়েছে রাজগঞ্জ ব্লকে। ফুলবাড়ির বাসিন্দা পেশায় হাইকোর্ট ও সার্কিট বেঞ্চের আইনজীবী শাহেনশা ফেরদৌস আলম বিষয়টির নিন্দা জানিয়েছেন। তাঁর কথায়, 'জনরোষ বা জনরোষে আক্রমণ দণ্ডনীয় অপরাধ। বছর দুয়েক আগে ভারতীয় দণ্ডবিধিতে সংশোধনী আনা হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, কোনওভাবে রাস্তাঘাটে হিংসাত্মক কার্যকলাপ করা চলবে না। ধরা পড়লে আইনত শাস্তির বিধান রয়েছে।'

প্রথম পর্বের মূল্যায়নে চিন্তা

শিলিগুড়ি, ২৭ মার্চ : এপ্রিলের শুরুতেই স্কুলগুলিতে রয়েছে প্রথম পর্বের মূল্যায়ন। ভোটের মুখে এই পরীক্ষা নেওয়া আদৌ সম্ভব হবে কি না তা নিয়ে চিন্তায় পড়েছেন শিক্ষক-শিক্ষিকারা। লোকসভা ভোটের জন্য ইতিমধ্যেই তাঁদের ট্রেনিং শুরু হয়েছে। ফলে অনেকেই স্কুলে গিয়ে ঠিকমতো ক্লাস করাতে পারছেন না। এদিকে প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক স্কুলগুলোতে এপ্রিলে সামেটিভ রয়েছে। ভোটের জন্য পর্যাপ্ত শিক্ষক না থাকলে কীভাবে পরীক্ষা নেওয়া হবে তা নিয়ে অনেকেই সন্দিহান। বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারম্যান দিলীপকুমার রায়ও। তাঁর কথায়, 'এব্যাপারে অনেক স্কুল থেকেই আমার কাছে জানতে চেয়েছে। তবে এপ্রিলের প্রথম দিকে যদি সব ঠিক থাকে তাহলে সে সময়ের মধ্যেই স্কুলে পরীক্ষা নিতে বলা হবে। তবে শিক্ষক পর্যাপ্ত না থাকলে পরীক্ষা নেওয়া কি সম্ভব হবে তা নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে।'

ভোটের জন্য শিক্ষকদের ট্রেনিং থাকার জন্য ইতিমধ্যেই অনেক স্কুলে ক্লাস ঠিকমতো নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। শিলিগুড়ি বয়েজ হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক উৎপল দত্তের কথায়, '৩১ মার্চ পর্যন্ত ভোটের জন্য স্কুল নেওয়া হয়েছে। তারপর স্কুল ভোটের জন্য এপ্রিলে আবার নেওয়া হবে কি না সেব্যাপারে এখনও কোনও নোটিশ আসেনি। এপ্রিলের শুরুতেই পড়ুয়াদের পরীক্ষা রয়েছে।' অন্যদিকে জ্যোৎস্নাময়ী উচ্চতর বালিকা বিদ্যালয়ের টিচার ইনচার্জ বনানী রায়ের বক্তব্য, 'পয়লা এপ্রিল থেকে স্কুলে পরীক্ষা রয়েছে। সেই সময়ের মধ্যেই পরীক্ষা নেওয়া হবে বলে ঠিক করা হয়েছে।' পাশাপাশি পরীক্ষা নিলে স্কুলে পর্যাপ্ত শিক্ষিকার অভাব হবে না বলেও তিনি জানান। অন্যদিকে, জ্যোৎস্নাময়ী প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা সঞ্চিতা চন্দ ভৌমিক জানান, ভোটের জন্য পরীক্ষার রুটিন বদলাতে হবে কি না সে সম্পর্কে এখনও কাউন্সিল থেকে কিছু জানানো হয়নি।

ভোটে লড়ছে আদিবাসী যৌথ মঞ্চ

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ২৭ মার্চ : এবার সরাসরি ভোটের ময়দানে নামল আদিবাসীদের ৮টি মিলিত সংগঠনের যৌথ মঞ্চ ষষ্ঠ তফশিল কোঅর্ডিনেশন কমিটি (ডুয়ার্স-তরাই)। আলিপুরদুয়ার আসনে নিজেরাই প্রার্থী দিয়েছে সংগঠনটি। জলপাইগুড়িতে প্রার্থী না দিলেও কোনও রাজনৈতিক দলকে সরাসরি সমর্থন করা হবে। দার্জিলিং আসন নিয়েও নিজেদের অবস্থান দ্রুত স্পষ্ট করা হবে বলে মঞ্চের তরফে জানানো হয়েছে।

আলিপুরদুয়ার আসনে ইতিমধ্যে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন মাদারিহাটের পরিমল ওরাওঁ। সবমিলিয়ে উত্তরের ৩ আসনের লড়াইকে ঘিরে এখন কৌতূহলের পারদ ক্রমশ চড়তে শুরু করেছে। যৌথ মঞ্চের শরিক সংগঠন ভারতীয় মূলনিবাসী আদিবাসী বিকাশ পরিষদের সভাপতি রাজেশ লাকড়া (টাইগার) সদ্য তৃণমূল ছেড়েছেন। তিনি বলছেন, 'ডুয়ার্স-তরাইকে দ্রুত ষষ্ঠ তফশিলের আওতায় আনাই প্রধান নিবাচিন ইস্যু। সর্বত্র ব্যাপক সাড়া মিলতে শুরু করেছে।'

আলিপুরদুয়ার আসনটি যেহেতু বাগান অধ্যুষিত সে কারণে এখানে চা শ্রমিকদের ভোট বরাবরই নির্ণায়ক ফ্যাক্টর। অন্যদিকে, জলপাইগুড়ি কিংবা দার্জিলিং আসনের ক্ষেত্রেও বাগানের ভোট যে কোনও প্রার্থীর জয়-পরাজয়ের ক্ষেত্রে যথেষ্ট গুরুত্ব রাখে। এখন দেখার আদিবাসীদের ওই যৌথ মঞ্চ নিজেরাই নির্বাচনে দাগ কাটছে নাকি অন্যতম দুই প্রতিপক্ষ তৃণমূল কংগ্রেস বা বিজেপির ভোট কেটে যে কোনও একজনের যাত্রাভঙ্গ করছে।

তৃণমূল কংগ্রেসের চা শ্রমিক সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সহ সভাপতি সঞ্জয় কুজুরের বক্তব্য, 'আদিবাসীদের অধিকার একমাত্র মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন তৃণমূল কংগ্রেসই দিয়েছে। তাই এনিয়ে বিশেষ কিছু ভাবার নেই।'

যৌথ মঞ্চের তরফে জানানো হয়েছে, ডুয়ার্স-তরাইকে সংবিধানের ষষ্ঠ তফশিলের অন্তর্ভুক্ত করাই তাঁদের মূল নির্বাচনি অ্যাজেন্ডা। আদিবাসী গ্রামসভা নামে মঞ্চের শরিক সংগঠনের সভাপতি চন্দন লোহরার কথায়, 'সবক'টি রাজনৈতিক দলের নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই ডুয়ার্স-তরাইয়ের অনুন্নয়নের কথা সংসদে তুলে ধরতে ব্যর্থ। এবারে তাই নির্বাচনের মাধ্যমে নিজেদের অধিকারকে ছিনিয়ে নেওয়ার লড়াই।'

যৌথ মঞ্চ জানিয়েছে, যে ৮টি সংগঠন একছাতার তলায় এসেছে সেগুলির মধ্যে রাজেশ কিংবা চন্দনদের সংগঠন ছাড়াও রয়েছে আদিবাসী বিকাশ পরিষদ (খোকন সর্দার গোষ্ঠী), উত্তরবঙ্গ আদিবাসী বিকাশ পরিষদ, অল আদিবাসী স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন, অল আদিবাসী স্টুডেন্টস ফ্রন্ট, ডুয়ার্স সাঁওতাল কালচারাল ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড সোসাইটি ও অল ইউনাইটেড আদিবাসী লিবারেশন ফ্রন্ট। ফলে আদিবাসী ভোটব্যাংকে যে তারা অনেকটাই থাবা বসাবে তা একপ্রকার নিশ্চিত।

নয়া সমীকরণ

- আদিবাসীদের ৮টি সংগঠনের যৌথ মঞ্চ ষষ্ঠ তফশিল কোঅর্ডিনেশন কমিটি
- আলিপুরদুয়ার আসনে তারা নিজেরাই প্রার্থী দিচ্ছে
- জলপাইগুড়িতে কোনও দলকে সরাসরি সমর্থন
- দার্জিলিং আসন নিয়ে এখনও সিদ্ধান্ত হয়নি

যদিও এই লড়াইকে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে না ঘাসফুল বা পদ্ম শিবির। তৃণমূল কংগ্রেসের আলিপুরদুয়ার কেন্দ্রের প্রার্থী প্রকাশ চিকবড়াইক বলছেন, 'ভোটে লড়ার অধিকার যে কারও রয়েছে। এটা নিয়ে কিছু বলার নেই। জয় নিয়ে একবিন্দুও সংশয় নেই।'

আলিপুরদুয়ারের বিজেপি প্রার্থী মনোজ টিগ্গা জয় নিয়ে প্রত্যয়ী। তাঁর কথায়, 'কারা প্রার্থী হচ্ছেন তা নিয়ে চিন্তা করছি না। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও আমাদের সংগঠনের জোরেই শুধু আলিপুরদুয়ার কেন, সব আসনেই জিততে চলেছি।'

হেপাজতে বাইক চোর

ফাঁসিদেওয়া, ২৭ মার্চ : মোটরবাইক চুরি কাণ্ডে ধৃতদের ১ জনকে ৫ দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দিল শিলিগুড়ি মহকুমা আদালত। আরেকজনকে ১৪ দিনের বিচার বিভাগীয় হেপাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মঙ্গলবার বিধাননগর পালপাড়া থেকে পুলিশ একটি চোরাই বাইক সহ ২ জনকে গ্রেপ্তার করে। ধৃত উত্তর দিনাজপুর জেলার রাজু দাস এবং কাউসার আলির বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা হয়। এদের মধ্যে কাউসারকে ৫ দিনের পুলিশ হেপাজত ও রাজুকে ১৪ দিনের বিচার বিভাগীয় হেপাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

পুলিশ জানতে পেরেছে, কাউসার অনেকদিন ধরেই এই মোটরবাইক চুরির কারবারের সঙ্গে জড়িত রয়েছে। জানা গিয়েছে, এই গ্যাংটি এক জেলা থেকে মোটরবাইক চুরি করত। তারপর সেটির নম্বর প্লেট খুলে অন্য জেলায় কম দামে বিক্রি করে দিত। ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করে আরও চোরাই মোটরবাইক উদ্ধার হতে পারে বলে পুলিশ আশাবাদী। বিধাননগর তদন্ত কেন্দ্রের ওসি অভিজিৎ বিশ্বাসের কথায়, 'এই গ্যাংয়ের মূল কারবারিদের ধরতে আমরা তদন্ত চালাচ্ছি।'

হাতির হামলার চিহ্ন অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে। বুধবার ছোটা ফাঁপড়িতে। ছবি : মিঠুন ভট্টাচার্য

অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের জানলা ভাঙল হাতি

শিলিগুড়ি, ২৭ মার্চ : রবিবারের পর দোল ও হোলির ছুটি শেষে তিনদিন পর অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের তালা খুলতেই দেখা গেল, দুটো জানলা ভাঙা। সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রের কর্মী চম্পা কার্জি বললেন, 'এদিন সকালে গেটের তালা খোলার পর দেখি এই অবস্থা। স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলার পর প্রাথমিকভাবে ধারণা করছি, রবিবার মধ্যরাতে হাতির হানা হয়েছিল।' কেন্দ্রটির পেছনের দিকের বন লাগোয়া দেওয়ালের জানলাটি ভেঙেছে। এই দেওয়ালের পাশ দিয়ে রয়েছে হাতি পারাপারের জায়গা। এলাকাবাসীর দাবি, বুনোরাই জানলা ভেঙে দিয়ে গিয়েছে।

মাসদুয়েক আগেও ডাবগ্রাম-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের ছোটা ফাঁপড়ি এলাকার এই জায়গায় হাতি এসেছিল। এখানকার একই মাঠে পাশাপাশি ছোটা ফাঁপড়ি নেপালি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও পার্শ্ববর্তী অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র। বারবার বন্যপ্রাণীরা প্রতিষ্ঠান দুটোতে হানা দেওয়ায় তীব্র সমস্যা তৈরি হচ্ছে বলে অভিযোগ।

এছাড়া শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান দুটোর আশপাশে নেশার আসর বসা নিয়েও প্রতিবাদ জানিয়েছেন অনেকে। সম্প্রতি একদল দুষ্কৃতী কেন্দ্রটির জানলা খুলে ভেতরে ঢুকে আসর বসাচ্ছে বলে অভিযোগ। বিভিন্ন সময়ে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের ভেতরে নেশার পরিত্যক্ত সামগ্রী পড়ে থাকতে দেখা যায়। ঘরের ভেতর শৌচকর্মও করে রাখছে দুষ্কৃতীরা। এতে প্রচণ্ড অসুবিধার মধ্যে পড়তে হচ্ছে কর্মী-সহায়িকাদের। এধরনের ঘটনার কারণে অভিভাবকরা শিশুদের কেন্দ্রে পাঠাতে চাইছেন না।

স্থানীয় রমা শর্মার বক্তব্য, 'একদিকে হাতির হানা, অপরদিকে সমাজবিরোধীদের অত্যাচার চলছে। এরকম হতে থাকলে এলাকার সুস্থ পরিবেশ নষ্ট হবে। একটা স্থায়ী সমাধান প্রয়োজন।' বিষয়টি ব্লক প্রশাসনকে জানানো হয়েছে বলে দাবি গ্রামবাসীর। এছাড়া মাসখানেক আগে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তরফে প্রশাসনের বিভিন্ন মহলে পদক্ষেপ করার আবেদন জানানো হয়। চিঠি দেওয়া হয়েছে শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এসজেডিএ) এবং উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরে।

লিখিত আকারে বিষয়টি এসজেডিএ-তে জানিয়েছেন জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের সদস্য মনীষা রায়। এ প্রসঙ্গে মনীষা বলেন, 'এর আগেও এখানে হাতি হানা দিয়েছিল। সেসময় ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি ব্লক তৃণমূলের সভাপতি দেবাশিস প্রামাণিকের সঙ্গে কথা বলে এসজেডিএ-কে চিঠি দিই।' নেশার আসর বন্ধ করতে ফের প্রশাসনকে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার আর্জি জানাবেন বলে আশ্বাস দেন তিনি।

এনজেপির গোলমালে বিহারে পুলিশ

শিলিগুড়ি, ২৭ মার্চ : শিলিগুড়ির নিউ জলপাইগুড়ি থানা এলাকায় এক রাতে পরপর আটটি বাড়িতে দুষ্কৃতীহানার ঘটনায় ভিনরাজ্যে পাড়ি দিল শিলিগুড়ি পুলিশের একটি দল। বুধবার সকালে ওই দলটি প্রতিবেশী রাজ্য বিহারের উদ্দেশে রওনা দিয়েছে বলে জানা গিয়েছে। সেখানে দুষ্কৃতীরা গা-ঢাকা দিয়ে রয়েছে বলে তদন্তকারীদের অনুমান। তবে জানা গিয়েছে, এখনও দুষ্কৃতীদের হদিস মেলেনি। যদিও এই বিষয়ে এখনই সংবাদমাধ্যমের সামনে কোনও মন্তব্য করতে নারাজ শহরের পুলিশকর্তারা।

দিনকয়েক আগে শিলিগুড়ি কমিশনারেটের এনজেপি থানা এলাকায় এক রাতে আটটি বাড়িতে দুষ্কৃতীহানার ঘটনা ঘটে। গোটা ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করে একটি বিশেষ দল গঠন করেন পুলিশ কমিশনার সি সুধাকার। এরপরেই ওই দল তদন্তে নেমে জানতে পারে, এই কাজের সঙ্গে যে চক্রটি জড়িত, সেটা অনেক পুরোনো একটি গ্যাং। ওই গ্রুপের সদস্যদের কাজ করার প্রকৃতি দেখে পুলিশের সন্দেহ হয়। এরপরেই অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি শুরু হয়। তদন্তকারীরা খবর পান, অভিযুক্তরা বাংলা-বিহার সীমানার দিকে গা-ঢাকা দিয়ে রয়েছে। সেইমতো পুলিশের দলটি বিহার সীমানায় গিয়েছে। সেখান থেকে বিহারের দিকে যাবেন ওই দলের সদস্যরা। স্থানীয় পুলিশের সহযোগিতা নিয়ে একাধিক এলাকায় অভিযানও চালানো হবে বলে জানা গিয়েছে।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ১ কোটির বিজয়িনী হলেন থানে-এর এক বাসিন্দা

মহারাষ্ট্র, থানে - এর এক বাসিন্দা সুনিতা মুরলি হিবারে - কে 03.01.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 54H 27340 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতা-এ অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তাঁর বিজয়ী টিকিট জমা দিয়েছেন। বিজয়িনী বললেন "এটা খুবই অপ্রত্যাশিত খবর ছিল আমি এবং আমার পরিবারের সকল সদস্যদের কাছে যে আমি যেই টিকিটটি কিনেছিলাম তাতে এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার জিতেছি। এটি আমাদের সকলকে অনেক আনন্দ দিয়েছে। আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই এই সুবর্ণ সুযোগের জন্য। এটা একটি অনন্য পদ্ধতি সকলের কোটিপতি হওয়ার জন্য।" ডিয়ার লটারির ড্র লাইভ-এ দেখানো হয়।

কর্মসংস্থানের প্রতিশ্রুতি বিজেপি প্রার্থীর ● আজ তৃণমূল প্রার্থীর মনোনয়নপত্র পেশ

রাজুর ‘কর্মপুত্র’ তত্ত্ব

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ২৭ মার্চ : বিমল গুরুং ও বিষ্ণুপ্রসাদ শর্মার বৈঠককে গুরুত্ব দিতে নারাজ রাজু বিস্ট। প্রতিপক্ষরা প্রচারে যখন ‘ভূমিপুত্র’ ইস্যুতে জোর দিচ্ছে, তখন নিজেকে ‘কর্মপুত্র’ হিসেবে তুলে ধরছেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ। সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রে বিজেপির টিকিটে দ্বিতীয়বার লড়াইয়ের ছাড়পত্র পেয়ে মঙ্গলবার দিল্লি থেকে শিলিগুড়ি ফেরেন বিস্ট। বুধবারই শুরু করে দিলেন প্রচার। এদিন বিকেলে আনন্দময়ী কালী মন্দিরে পুজো দিয়ে মহাবীরস্থান, নিউ সিনেমা রোডে জনসংযোগ সারেন।

গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা সুপ্রিমো বিমল গুরুং, কার্সিয়াংয়ের বিজেপি বিধায়ক বিষ্ণুপ্রসাদের বৈঠক নিয়ে প্রশ্ন করলে বিস্ট বলেন, ‘যে কোনও ব্যক্তি ইচ্ছেমতো কারও সঙ্গে দেখা করতে পারেন। তাঁরা কথা বলতে পারেন। তবে তৃতীয় ফ্রন্ট তৈরি হলেও, সেটার প্রভাব ভোটে পড়বে না। ২০১৯ সালেও অনেক প্রার্থী ছিলেন। শেষ হাসি আমি হেসেছিলাম, এবারও তার ব্যতিক্রম হবে না। পাহাড়-সমতল ভূমিপুত্র নয়, রাজু বিস্টের মতো কর্মপুত্র চায়।’

দুয়ারে ভোট চলে আসতেই ফের মাথাচাড়া দিয়েছে উত্তরবঙ্গে এইমসের দাবি। সামনে নিয়ে আসা হচ্ছে দার্জিলিংয়ে কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রসঙ্গ। এদিন ভোট প্রচারে এই দুটি বিষয় তুলে ধরেন বিজেপি প্রার্থী। তাঁর দাবি, ‘উত্তরবঙ্গে এইমস তৈরির প্রক্রিয়া বিজেপি সরকার অনেকদিন ধরে চালাচ্ছে। নতুন সরকার গঠন হওয়ার পর উত্তরবঙ্গে এইমসের মতো হাসপাতাল হবেই। এছাড়া কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় তৈরির যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, সেটার থেকে আমরা পিছিয়ে আসিনি।’

এরপরই বিস্টের তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য, ‘দার্জিলিং এবং শিলিগুড়ি থেকে ভবিষ্যতে কেউ আর ভিনরাজ্যে কাজ করতে যাবেন না। পরিযায়ী শ্রমিক বিলুপ্তি আমার লক্ষ্য।’ কিন্তু কী করে সম্ভব সেটা? তিনি জানালেন, পাহাড় আর সমতলে বিনিয়োগের দরজা খুলে দেওয়া হচ্ছে। আবহাওয়াকে কাজে লাগিয়ে এখানে বিভিন্ন ধরনের ইন্ডাস্ট্রি গড়ে তোলার পরিকল্পনাও নেওয়া হয়েছে। সরকারি তরফে স্কিল ডেভেলপমেন্টের জন্য তরুণদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। বিস্টের প্রশ্ন, ‘এখানে কাজ পেলে বাইরের রাজ্যে কেনই বা যাবেন তাঁরা?’ পাহাড়ের জন্য বিশেষ পরিকল্পনা রয়েছে বলেও জানিয়েছেন তিনি। বিজেপি সূত্রে খবর, এবারে তাদের নির্বাচনি ইস্তাহারে সমতল ও পাহাড়ের জন্য বিশেষ প্রতিশ্রুতি থাকবে।

এদিন বিস্টের প্রচারকে কেন্দ্র করে বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে বাড়তি উৎসাহ লক্ষ করা গিয়েছে। ওই এলাকা ৫ নম্বর মণ্ডলের অধীনে হলেও এদিন অন্য মণ্ডলের দলীয় কর্মী-সমর্থকরা উপস্থিত ছিলেন। প্রচুর ভিড় হয়েছিল কর্মসূচিতে। বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলার সহ সভাপতি আশিস দে সরকারের দাবি, ‘এই উৎসাহ এবং উদ্দীপনায় স্পষ্ট, রাজু বিস্ট কতটা কাজ করেছেন।’

আনন্দময়ী কালীবাড়িতে পুজো দিচ্ছেন বিজেপি প্রার্থী। বুধবার। - সূত্রধর

বিস্ট-উবাচ

- যে কেউ ইচ্ছেমতো কারও সঙ্গে দেখা করতে পারেন
- ২০১৯ সালের মতো এবারও শেষ হাসি তিনি হাসবেন
- নতুন সরকার গঠনের পর উত্তরবঙ্গে এইমসের ধাঁচে হাসপাতাল
- ভবিষ্যতে কেউ আর ভিনরাজ্যে কাজ করতে যাবেন না

গোপালের ভাগ্য অনীতের হাতে

ভাস্কর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২৭ মার্চ : প্রার্থীপদে নাম ঘোষণা হওয়ার পর থেকে পাহাড় ও সমতলে গোপাল লামার সমর্থনে প্রচার চালানো হচ্ছে। বৃহস্পতিবার তাঁর মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার দিন। সেদিনই নিজেদের শক্তির একটা ‘ট্রেলার’ দেখাতে চাইছেন তৃণমূলের নেতারা। গৌতম দেব, পাপিয়া ঘোষ বুধবারই দার্জিলিংয়ে পৌঁছে গিয়েছেন। দার্জিলিংয়ে পৌঁছে ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চার নেতা অনীত থাপার সঙ্গে একপ্রস্থ আলোচনাও হয়েছে তাঁদের।

এই প্রথমবার দার্জিলিং লোকসভা কেন্দ্র নিয়ে জয়ের আশা দেখছে তৃণমূল কংগ্রেস। বাইরের প্রার্থী না দিয়ে ভূমিপুত্র গোপাল লামাকে প্রার্থী করে দার্জিলিং আসনে চমক দিতে চাইছে রাজ্যের শাসকদল। কাজে লাগাতে চাইছেন স্থানীয় হওয়ার সেন্টিমেন্টকে। বিরোধীদের বাইরে থেকে নিয়ে আসা প্রার্থীদের নিশানা করে গোপাল লামার সমর্থনে পাহাড় থেকে সমতল চষে বেড়াচ্ছেন অনীত থেকে গৌতম, পাপিয়ারা। তবে সমতলে যতই ভোট পাক, গোপালকে জয়ের জন্য তাকিয়ে থাকতে হবে পাহাড়ের চারটি মহকুমার ভোটারদের ওপরই। সেকারণে অনীত থাপার মোর্চা শেষ পর্যন্ত কী করে, সেটা ঠিক করবে এই কেন্দ্রে তৃণমূলের জয় কিংবা পরাজয়। শিলিগুড়ি পুরনিগমের মেয়র গৌতম দেবের কথায়, ‘অনীতের সঙ্গে আমাদের নিয়মিত কথা হয়। ওরা পাহাড়ে প্রচার চালাচ্ছে।’ একই কথা বললেন তৃণমূলের জেলা সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষ। তিনি জানান, এদিন দার্জিলিংয়ে গিয়ে সেখানকার প্রচারের কৌশল সম্পর্কে জানলেন। সেইসঙ্গে সমতলে তাঁরা নিজেরা কীভাবে প্রচার চালাচ্ছেন, সে বিষয়েও আলোচনা হয়েছে।

ঠিক করা হয়েছে, পাহাড়ে বিজেপিকে তাঁদের শক্তি দেখাতে অনীতরা এই মনোনয়নপত্র পেশের কর্মসূচিকে হাতিয়ার করছে। পাহাড়ের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সমর্থকদের হাজির করা হচ্ছে। এদিকে, সমতল থেকে বৃহস্পতিবার সকালে কয়েকশো গাড়ি নিয়ে তৃণমূল সমর্থকরা পাহাড়ে উঠবেন। এর জেরে বৃহস্পতিবার সকাল থেকে শিলিগুড়ি-দার্জিলিং যাওয়ার রাস্তায় যানজট থাকবে বলে আশঙ্কা।

বৃহস্পতিবার সকালে মহাকাল মন্দিরে পুজো দিয়ে চৌরাস্তা থেকে র‍্যালি করে বেরোবেন গোপাল লামা। বেলা ১১টা নাগাদ মনোনয়নপত্র পেশ করবেন বলে জানা গিয়েছে। তার আগে এদিনই পরিবারের সদস্যদের নিয়ে দার্জিলিং পৌঁছে গিয়েছেন গোপাল লামা। তাঁর কথায়, ‘আমি আসলে রাজনীতির মানুষ নই। তাই মনোনয়নপত্র পেশ করা নিয়ে একটু দুশ্চিন্তায় রয়েছি। জীবনে প্রথমবার এই কাজ করছি, তাই একটু তো ভয় লাগবেই।’

পাহাড়ে ভোট

- ভোটে গোপালের ভাগ্য নির্ভর করছে পাহাড়ের চার মহকুমার ভোটারদের ওপর
- পাহাড়ে অনীতের মোর্চার প্রচার ঠিক করবে দার্জিলিং লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূলের জয়
- বুধবার প্রচার নিয়ে পাহাড় ও সমতলের নেতাদের আলোচনা হয়েছে

প্রার্থী হিসেবে অধ্যাপকের নাম প্রস্তাব অজয়ের

শিলিগুড়ি, ২৭ মার্চ : কংগ্রেস চাইলেও প্রার্থী হতে নারাজ হামরো পার্টির নেতা অজয় এডওয়ার্ড। বুধবার কংগ্রেস হাইকমান্ড দিল্লিতে অজয়কে ডেকে পাঠিয়েছিল। সেখানে এই নেতা তাঁর অনিচ্ছার কথা জানান। তবে হাত শিবিরকে পাহাড়ের বাসিন্দা অধ্যাপক মণীশ তামাংকে প্রার্থী করার প্রস্তাব দেন অজয়। যদিও দলের শীর্ষ নেতৃত্ব এখনও পর্যন্ত এব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়নি।

দার্জিলিং লোকসভা আসনে কংগ্রেস প্রার্থীর নাম ঘোষণা না করলেও রোজ বদলাচ্ছে তাদের টিকিটের সমীকরণ। প্রথমে ঠিক হয়েছিল, সদ্য কংগ্রেসে যোগ দেওয়া বিনয় তামাংকে প্রার্থী করা হবে। পরে নাম ওঠে হামরো পার্টির অজয় এডওয়ার্ডের। কিন্তু অজয়কে হাত চিহ্ন নিয়ে নির্বাচনে লড়াই করার কথা বলা হলে তিনি হামরো পার্টির হয়েই ভোট লড়তে চান বলে সূত্রের খবর। তখন জেলা কংগ্রেস নেতৃত্ব প্রতিবাদ জানিয়ে চিঠি পাঠায় হাইকমান্ডকে। এরপরই দিল্লি থেকে ডেকে পাঠানো হয়েছিল অজয়কে। এদিন টেলিফোনে অজয় বলেন, ‘আমি প্রার্থী হতে ইচ্ছুক নই। কংগ্রেসের সঙ্গে আমাদের কথা হয়েছে। চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য আরও ১-২ দিন সময় লাগবে।’

কংগ্রেস সূত্রের খবর, অজয় নিজে ভোটে না দাঁড়াতে চাইলেও অধ্যাপক মণীশ তামাংয়ের নাম প্রস্তাব করেন। তবে নেতৃত্বের তরফে তাঁর প্রস্তাবে সবুজ সংকেত মেলেনি। এ প্রসঙ্গে কংগ্রেসের জেলা সভাপতি শংকর মালাকারের বক্তব্য, ‘আমরা অপেক্ষায় রয়েছি, কবে এআইসিসি এই কেন্দ্রে প্রার্থীর নাম ঘোষণা করে।’

টুকরো খবর

অস্বাভাবিক মৃত্যু

শিলিগুড়ি, ২৭ মার্চ : মঙ্গলবার রাতে ঝুলন্ত অবস্থায় এক তরুণের দেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৪৩ নম্বর ওয়ার্ডে। মৃতের নাম মহম্মদ তোশিরুল (১৯)। উত্তর দিনাজপুরের চোপড়ায় তাঁর বাড়ি হলেও পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে তিনি থাকতেন শিলিগুড়ির ৪৩ নম্বর ওয়ার্ডের দাদাভাই কলোনিতে। পরিবার সূত্রে দাবি, মঙ্গলবার রাতে তোশিরুল নিজের ঘরেই ফোনে কারও সঙ্গে কথা বলছিলেন। এরপরই তিনি তাঁর ঘরের দরজা বন্ধ করে দেন। পরে কোনও সাড়া না পেয়ে পরিবারের সন্দেহ হয়। এরপর দরজা ভেঙে দেখা যায়, তোশিরুল গলায় টাওয়াল দিয়ে ফ্যানের সঙ্গে ঝুলে পড়েছেন। বুধবার ময়নাতদন্তের পর তোশিরুলের দেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়। ভক্তিনগর থানার পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

প্রাণরক্ষা

শিলিগুড়ি, ২৭ মার্চ : বুধবার ফুলবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের পশ্চিম ধনতলা এলাকায় তিস্তা ক্যানালে এক মহিলা ঝাঁপ দিতে উদ্যোগী হলে স্থানীয়দের তৎপরতায় তাঁর প্রাণ বাঁচে। স্থানীয়দের দাবি, ক্যানালের রেলিংয়ের উপর হঠাৎ উঠে পড়েন সেই মহিলা। বিষয়টি বুঝতে পেরে স্থানীয় কয়েকজন তাঁকে টেনে নীচে নামিয়ে আনেন। জিজ্ঞাসাবাদ করে স্থানীয়রা জানতে পারেন পারিবারিক অশান্তির কারণেই মহিলা এমন কাণ্ড ঘটাতে যাচ্ছিলেন। পরবর্তীতে তাঁকে বুঝিয়ে বাড়িতে ফেরত পাঠানো হয়।

টুর্নামেন্টের আর্জি

শিলিগুড়ি, ২৭ মার্চ : বুধবার শিলিগুড়ি মহকুমা শাসক ও মহকুমা মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিকের কাছে একটি প্রীতি ফুটবল টুর্নামেন্ট আয়োজনের আবেদন করা হয়। দার্জিলিং জেলা লিগ্যাল এইড ফোরামের সভাপতি এবং প্লেয়ার্স ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড রিহ্যাব সোসাইটির সম্পাদক অমিত সরকার এই আবেদন করেন।

স্বাস্থ্য শিবির

শিলিগুড়ি, ২৭ মার্চ : ভক্তিনগর থানার উদ্যোগে বুধবার স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়। আশরফনগরে আয়োজিত ওই শিবিরে ২৪০ জন স্বাস্থ্য পরীক্ষা করান। এছাড়াও সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে হেলমেট বিতরণ করা হয়। স্থানীয়দের মধ্যে চারাগাছও বিতরণ করেন পুলিশকর্তারা।

কর্মীসভা

চোপড়া, ২৭ মার্চ : সোনাপুরে তৃণমূল কংগ্রেসের অঞ্চল নির্বাচনি কর্মীসভা করা হল বুধবার। এদিন সোনাপুরহাট মহাত্মা গান্ধি হাইস্কুল মাঠে সভায় উপস্থিত ছিলেন এলাকার বিধায়ক হামিদুল রহমান সহ স্থানীয় ব্লক নেতৃত্ব।

বৃষ্টির পর।। ইসলামপুরে আনসাদ চৌধুরীর ক্যামেরায়।

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে পড়াশোনা

স্কুলে ১ বছর ধরে বন্ধ নিকাশিনালার কাজ

খোকন সাহা

বাগডোগরা, ২৭ মার্চ : চৌপুকুরিয়া জুনিয়ার হাইস্কুলের মধ্যে দূষণের শিকার পড়ুয়ারা। প্রায় এক বছরের বেশি সময় ধরে এই স্কুলের পড়ুয়ারা দুর্গন্ধের মধ্যেই পড়াশোনা করছে। অথচ গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি বলে অভিযোগ।

হেটমুড়ি সিংহীঝোরা গ্রাম পঞ্চায়েতের চৌপুকুরিয়া গ্রামের এই স্কুলে পড়ুয়ার সংখ্যা ১১৮। স্কুলের বাউন্ডারির মধ্যে ঢুকে ক্লাসরুমের কাছে যেতেই দেখা যাবে ওই হাইড্রেন। গত বছর জানুয়ারি মাসে এই গ্রামের রবিন বর্মনের বাড়ি থেকে হাইড্রেনটি তৈরি করে স্কুলের মধ্যে দিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু স্কুলের মধ্যে আনার পর কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়। ওই ড্রেন দিয়ে যত নোংরা আবর্জনা সমস্তটাই এসে জমা হচ্ছে স্কুলের মধ্যে। ক্লাসরুমের সামনেই ড্রেনের দুর্গন্ধে অস্বাস্থ্যকর একটা পরিবেশের মধ্যে ক্লাস করতে হচ্ছে পড়ুয়াদের।

সামনেই স্কুলের মিড-ডে মিল রান্নার ঘর। সেখানে এসে শেষ করে দেওয়া হয়েছিল ড্রেনের কাজ। ফলে পড়ুয়াদের জন্য মিড-ডে মিল রান্না হচ্ছে ড্রেনের পাশে। পড়ুয়ারা সেই খাবার খেতে বাধ্য হচ্ছে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে। হেলদোল নেই প্রশাসনের। পড়ুয়ারাও এই পরিবেশে পড়াশোনা করতে করতে অতিষ্ঠ।

ওই ড্রেনে জমা নোংরা জলে বাড়ছে মশার উপদ্রব। স্কুলের প্রধান শিক্ষক রূপেশ সাহা বলেন, ‘দূষণের পাশাপাশি ডেঙ্গির আশঙ্কা থাকছে।’ তিনি আরও বলেন, ‘স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্যকে বলেছিলাম পরিস্থিতি দেখে যাওয়ার জন্য। প্রধানকেও জানিয়েছি।’ ওই গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান জগন্নাথ রায় বলেন, ‘এখন এই পর্যন্তই কাজ হয়েছে। পরে ফান্ড পেলে বাকি কাজ শেষ করা হবে।’

চৌপুকুরিয়া জুনিয়ার হাইস্কুলে নিকাশিনালা।

মহিলার দেহ উদ্ধার

বাগডোগরা, ২৭ মার্চ : ঘরের ভিতর থেকে এক মহিলার দেহ উদ্ধারে চাঞ্চল্য ছড়াল। বুধবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে মাটিগাড়া থানার আঠারোখাইয়ের অমরপল্লিতে। খবর পেয়ে পুলিশ এসে দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠায়। মৃত্যুর কারণ নিয়ে ধোঁয়াশা দেখা দিয়েছে।

পুলিশ এবং স্থানীয় সূত্রে খবর, মধ্যবয়সি মৃত মহিলার নাম অনীতা বর্মন। তিনি স্থানীয় বাসিন্দা পীযূষ ঘোষের বাড়িতে ভাড়া থাকতেন। তিনি স্বামী পরিত্যক্তা ছিলেন। দুটি মেয়ে রয়েছে তাঁর। তাঁদের বিয়ে হয়ে গিয়েছে। ভাড়াবাড়িতে তিনি একাই থাকতেন। খাওয়াদাওয়া করতেন কিছুটা দূরে ভাইয়ের বাড়িতে। প্রতিবেশীরা জানান, গত মঙ্গলবার তিনি পরিচিতদের সঙ্গে হোলিও খেলেছেন। রাতে ভাইয়ের বাড়িতে খেতে যাননি। বুধবার সকালেও সেখানে যাননি। একটু বেলা বাড়তে ভাইয়ের বাড়ি থেকে কয়েকবার ফোন করা হয়। কিন্তু কোনও সাড়া মেলেনি। এরপরই পরিবারের লোকজন সহ প্রতিবেশীরা ভেজানো দরজা খুলে ঘরে ঢুকে দেখতে পান অনীতা মৃত অবস্থায় মাটিতে পড়ে আছেন। খবর দেওয়া হয় মাটিগাড়া থানায়।

দুপুরে মাটিগাড়া থানার পুলিশ এসে দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠায়। দেহে কোনও আঘাতের চিহ্ন ছিল না বলে পুলিশ জানিয়েছে। প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশ জানিয়েছে, অনীতা সিডেটিভ ওষুধ খেতেন। মঙ্গলবারও হয়তো সেই ওষুধ খেয়েছিলেন। যার জেরে সম্ভবত হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তাঁর মৃত্যু হলেও হতে পারে। তবে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে না আসা অবধি মৃত্যুর নির্দিষ্ট কারণ জানানো যাবে না বলে পুলিশ জানিয়েছে।

নির্দেশ সত্ত্বেও তৈরি হয়নি নির্বাচনি কমিটি

ফাঁসিদেওয়া, ২৭ মার্চ : ১৯ মার্চ ফুলবাড়ির কাছে প্রার্থীকে নিয়ে ফাঁসিদেওয়া সাংগঠনিক ১ নম্বর ব্লক কমিটির কর্মীদের সঙ্গে সভা করে তৃণমূল কংগ্রেস। সেখান থেকে জেলা নেতৃত্ব ব্লক, অঞ্চল, বুথ স্তরে নির্বাচন পরিচালন কমিটি তৈরির নির্দেশ দিয়েছিল। পাশাপাশি চলতি মাসের ২৮ তারিখের মধ্যে গোপাল লামার প্রচারে ব্যানার লাগানো, দেওয়াল লিখনের কথাও বলা হয়েছিল। কিন্তু এখনও পর্যন্ত সেই কাজের অনেকটাই বাকি রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। তৈরি করা যায়নি নির্বাচন পরিচালন কমিটিও। এলাকায় এখনও দলের প্রার্থীর প্রচারে ফাঁসিদেওয়াতে দেওয়াল লিখন চোখে দেখাই যায়নি। তবে ফাঁসিদেওয়া, জালাস ও চটহাট অঞ্চলে বুথওয়াড়ি সাংগঠনিক কর্মীসভা করা হচ্ছে বলে দলের তরফে জানানো হয়েছে।

তৃণমূল কংগ্রেসের ফাঁসিদেওয়া সাংগঠনিক ১ নম্বর ব্লক সভাপতি মহম্মদ আখতার আলি জানান, প্রার্থীর মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার পর জোরকদমে প্রচার চলবে। ৩১ তারিখ ফাঁসিদেওয়া অঞ্চলের গোয়ালটুলি এবং জালাসের কালারামে প্রার্থী এবং জেলা নেতৃত্বের উপস্থিতিতে অধিকার যাত্রা করা হবে। তাঁর কথায়, ‘নির্বাচনি কার্যালয় তৈরিও শুরু করা হবে। ফাঁসিদেওয়া ও জালাস অঞ্চলে দেওয়াল লিখন করা ও ফ্লেক্স লাগানো হচ্ছে। চটহাটেও শুরু হবে।’

ব্যাংককর্মীর ঝুলন্ত দেহ

বাগডোগরা, ২৭ মার্চ : নিশা শা (৩৪) নামে বাগডোগরার জ্যোতিনগরের বাসিন্দা এক ব্যাংককর্মীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হল বুধবার। নিশা একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকে শিলিগুড়ির একটি শাখায় লোন বিভাগে কর্মরত ছিলেন। বুধবার নিজের বাড়িতেই গলায় ফাঁস লাগানো অবস্থায় তাঁকে দেখতে পান পরিবারের লোকজন। খবর দেওয়া হয় পুলিশকে। তারা ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। মৃত্যুর আসল কারণ জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

অঞ্জলি গুরুং

দলের নয়, প্রতিনিধিত্ব করতে হবে মানুষের

ভোট মানে গণতন্ত্রের উৎসব। যেখানে রাজনীতির থেকে বড় কথা উন্নয়ন। জনগণের ভোটে জয়ী হয়ে ক্ষমতায় আসা দলের নেতা হয়ে উঠবেন সাধারণ মানুষের প্রতিনিধি। দেশের মানুষের অভাব-অভিযোগ সমস্তটাই শুনবেন এবং তা পূরণে ভূমিকা পালন করবেন তিনি।

কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় হল, সেই প্রতিনিধি মানুষের ভোটে জয়ী হওয়ার পরেও জনগণের কথা না ভেবে দলের হয়ে কাজ করতে থাকেন, যা গোটা দেশের মানুষের জন্য কোনওভাবেই ভালো হতে পারে না। সকলের জন্য ভালো করতে হবে, এই মনোভাব নিয়ে রাজনৈতিক দলের যে নেতা এগিয়ে আসবেন, ভোটবাক্সের রায় তাঁর দিকেই যাওয়া উচিত।

গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে ভোটের নামে সংবাদমাধ্যমে যা দেখা গিয়েছে, সেই চিত্র চোখের সামনে এখনও ফুটে ওঠে। সেটাই আতঙ্ক তৈরি করে। তবে, এবার আমার প্রথম ভোট। অবশ্যই দিতে যাব। সাধারণ মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে যিনি জিতবেন, তিনি মানুষের হয়ে কাজ করবেন। এই প্রত্যাশা নিয়েই ভোট দেব।

নেপালি খাবারের পীঠস্থান শালবাড়ির হাট

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ২৭ মার্চ : বহু বছর ধরে নেপালি খাবার, ঐতিহ্যবাহী নেপালি সবজি, মশলার খোঁজে অনেকেরই গন্তব্য শালবাড়ির হাট। ডল্লে খুরসানি, গুন্দ্রু, পাহাড়ি স্কোয়াশ, রাই শাক, শিশু শাক, ডুকু শুনলেই মনে আসে নেপালি খাবারের কথা। তাই শিলিগুড়ি শহর, শহরতলি এবং পাহাড়ের মানুষের কাছে গুরুত্বপূর্ণ এই বাজার। তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অনেকটা পরিবর্তন ঘটেছে এই বাজারে। একটা সময় রাজবংশী, নেপালি ও মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ থাকতেন শালবাড়ি এলাকায়। আগে শুধু রাই শাক ও চাল বিক্রি হত এই বাজারে। তবে এখন নানান ধরনের নেপালি স্পেশাল সবজি, মশলা, ফল বিক্রি হয় এখানে।

শালবাড়ি বাজারে বুধবার ও শনিবার করে বিশেষ হাট বসে। এই বাজারে গেলেই চোখে পড়বে নাম না জানা সবজি, ফল, মশলা। নেপালি ‘থাকালি থালি’ অনেকের কাছেই ভীষণ প্রিয়। এই পদ রান্নার সমস্ত উপকরণই পাওয়া যাবে এই বাজারে। রেললাইনের ধারে মাটিতে ত্রিপল পেতে সুজাতা রাই বিক্রি করছিলেন গুন্দ্রু, কলার থোড়, পাহাড়ি টমেটো, ডল্লে লঙ্কা সহ আরও অনেক কিছু। সুজাতার সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, তিনি প্রায় ১১ বছর ধরে হাটের দিনে বাজারে আসেন। তাঁর কথায়, ‘আমি সপ্তাহে দু’দিন বাজারে আসি। আমার থেকে লংকা, গুন্দ্রু কেনার জন্য পাশের রংটং শহর থেকে খদ্দেররা আসেন।’

বিক্রেতা সুরেশ ছেত্রী বলছিলেন, ‘আগে এই বাজারে হাতেগোনা কিছু দোকান ছিল। তবে এখন প্রায় ৭০০ ব্যবসায়ী আছেন।’ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বাজারের পরিবর্তন দেখেছেন প্রশান্ত রাই। তিনি বলছিলেন, ‘আগে বন্যপ্রাণীদের ভয়ে আমরা বিকেল চারটের মধ্যে বাজার বন্ধ করে চলে যেতাম। এখন বড় বড় বহুতল হয়েছে। এলাকা পুরো পালটে গিয়েছে। রাত পর্যন্ত বাজার খোলা থাকে।’

এখন মাটিগাড়া, নকশালবাড়ি থেকেও ব্যবসায়ীরা আসেন হাটে। বাজার করতে আসা এক ক্রেতা শুক্লা প্রধান বলেন, ‘এই বাজার আমাদের সংস্কৃতি, ঐতিহ্যকে তুলে ধরে। নেপালি নানান শাকসবজি, যেগুলো শহরের অন্য বাজারে পাওয়া যায় না, তা এখানে পাওয়া যায়।’ নেপালি তিতোরার খোঁজে এই বাজারে প্রায়ই আসেন সুমিত লেপচা। শহরের অদূরে শালবাড়ির হাট নেপালি সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে ভীষণ প্রিয়। এই হাট বহন করে চলেছে বহু বছরের ইতিহাস ও নেপালি খাবারের গন্ধ।

শালবাড়ির হাটে বেচাকেনায় ব্যস্ত বিক্রেতারা। বুধবার। ছবি : সূত্রধর

সংঘর্ষ থামছেই না কোচবিহারে

দিনহাটা ও শীতলকুচি, ২৭ মার্চ : এলাকায় কেন্দ্রীয় বাহিনীর টহলদারি সত্ত্বেও কোচবিহারে রাজনৈতিক সংঘর্ষে রাশ টানা যাচ্ছে না। জেলায় গণ্ডগোলের এপিসেন্টার হয়ে উঠেছে দিনহাটা ও শীতলকুচি।

মঙ্গলবার রাতে হামলা ও পালটা হামলার ঘটনায় উত্তপ্ত হয়ে ওঠে শীতলকুচির গোঁসাইরহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের কটবাঁশ এলাকা। অভিযোগ, তৃণমূলের স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য মামণি বর্মনের বাড়িতে অস্ত্র, বোমা নিয়ে হামলা চালায় বিজেপি। পঞ্চায়েত সদস্যের স্বামী, ভাশুর ও জা জখম হয়েছেন। এরপর বিজেপির কটবাঁশ বুথের সভাপতি সুরেন্দ্র বর্মনের বাড়িতে পালটা হামলা চালানোর অভিযোগ ওঠে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। ভাঙচুর করা হয় ওই নেতার বাড়ি। দিনহাটার নাজিরহাট-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের বাজেজমা শেওড়াগুড়ি এলাকায় তৃণমূলের পার্টি অফিস ভাঙচুরের অভিযোগ ওঠে বিজেপির বিরুদ্ধে। হোলি খেলা নিয়ে মঙ্গলবার বিকেল থেকেই নাজিরহাটে বিজেপি ও তৃণমূলের একদল সমর্থকের মধ্যে ঝামেলা চলছিল। বিজেপির অভিযোগ, সেইসময় তৃণমূল সমর্থকরা তাদের কিছু পতাকা ছিঁড়ে দেয়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে সাহেবগঞ্জ থানার পুলিশ। শীতলকুচিতে পঞ্চায়েত সদস্যের বাড়িতে হামলার ঘটনায় পালানোর সময় প্রদীপ বর্মন নামে এক বিজেপি কর্মী আটকে পড়েন। তাঁকে পুলিশের হাতে তুলে দেন তৃণমূল কর্মীরা।

অপহরণের অভিযোগ

চোপড়া, ২৭ মার্চ : চোপড়া থানার দাসপাড়া এলাকার এক কলেজ ছাত্রীকে অপহরণের অভিযোগ উঠল। ওই ছাত্রীর মায়ের অভিযোগ, গত ১৬ মার্চ থেকে তাঁর মেয়ে নিখোঁজ।

২২ মার্চ এব্যাপারে চোপড়া থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করা হয়। বুধবার ফের অপহরণের অভিযোগ দায়ের করেছেন তিনি। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

নিখোঁজ রোগী

কলকাতার বাঙ্গুর হাসপাতাল থেকে এক বৃদ্ধ রোগী বুধবার থেকে নিখোঁজ হন। তাঁর খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে লালবাজার।

দুর্ঘটনায় মৃত্যু

বুধবার হুগলির ফুরফুরায় বাইক দুর্ঘটনায় এক তরুণের মৃত্যু হয়েছে। বাইকে থাকা আরও এক তরুণ গুরুতর জখম হয়ে শ্রীরামপুর ওয়ালস হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন।

তাপসের জামিন

নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ধৃত তাপস মণ্ডলকে জামিন দিল নিম্ন আদালত। প্রসন্ন রায়, মানিক ভট্টাচার্যর স্ত্রী ও ছেলের পর এই নিয়ে চতুর্থ জন জামিন পেলেন।

পুজো দিলেন অভিজিৎ

তমলুক লোকসভা কেন্দ্রের মহিষাদলের গোপালজিউ মন্দিরে পুজো দিলেন সেখানকার বিজেপি প্রার্থী প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। তবে, ভোটের প্রচারে ব্যক্তিগত আক্রমণে যেতে নারাজ তিনি।

নিরাপত্তায় খামতি চায় না কমিশন

ভোটে আরও ২৭ কোম্পানি

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২৭ মার্চ : উত্তরবঙ্গ দিয়ে রাজ্যে লোকসভা ভোটের শুরুটা নির্বিঘ্নে করতে চায় নির্বাচন কমিশন। অবাধ ও শান্তিপূর্ণ ভোট করতে কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়িতে প্রথম দফার ভোটে আরও কেন্দ্রীয় বাহিনী পাঠাচ্ছে কমিশন। পশ্চিমবঙ্গে ভোট শুরু করতে নিরাপত্তার ব্যাপারে কোনও খামতি রাখতে চায় না তারা। রাজ্যে ভোটের শুরু থেকে আইনশৃঙ্খলার বিষয়ে রাশ আলগা করতে চায় না কমিশন। রাজ্য প্রশাসনকে বারবার এই বিষয়ে সচেতন করে যাচ্ছে তারা। অতি সম্প্রতি কোচবিহারে কেন্দ্র ও রাজ্যের দুই মন্ত্রীর মধ্যে বিবাদ বিতর্ক ঘিরে সংঘর্ষের পরিস্থিতি সম্পর্কে কঠোর অবস্থান নিয়েছে কমিশন। এই নিয়ে রিপোর্ট পাওয়ার পর কমিশন জেলা প্রশাসনের কাছে ইতিমধ্যে কৈফিয়তও তলব করেছে। এই ঘটনায় যাতে আর পুনরাবৃত্তি না ঘটে, তার জন্য বিশেষভাবে সতর্ক করা হয়েছে জেলা প্রশাসনকে।

ভোটের দিন ঘোষণার আগেই চলতি মার্চের শুরুতে রাজ্যে ১৫০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী দু'দফায় পাঠিয়েছে কমিশন। বিভিন্ন জেলায় এরিয়া ডমিনেশন ও ভোটারদের মনে আস্থা জোগাতে বাহিনীর জওয়ানরা রুটমার্চও শুরু করেছেন। আর তাতে সন্তুষ্ট না থেকে ১ এপ্রিল রাজ্যে আরও ২৭ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী পাঠাচ্ছে কমিশন। তার সিংহভাগই পাঠানো হচ্ছে উত্তরবঙ্গের তিন জেলায়। ১৯ এপ্রিল কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়িতে প্রথম দফার ভোট।

কমিশন সূত্রে খবর, ১ এপ্রিল রাজ্যে যে অতিরিক্ত আরও ২৭ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী আসছে, তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি ১২ কোম্পানি থাকবে কোচবিহারে। ৬ কোম্পানি মোতায়েন হবে আলিপুরদুয়ারে। জলপাইগুড়িতে যাবে ৭ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী। শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটে যাবে ২ কোম্পানি বাহিনী।

উত্তরবঙ্গে প্রথম দফার ভোট যাতে শান্তিতে হয়, তার জন্য কমিশন আগে থেকেই সতর্ক। কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়িতে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে কীভাবে কাজে লাগানো হবে, তার আগাম পরিকল্পনা কমিশনকে জানাতে হবে। বাহিনীর রুটমার্চের বিস্তারিত বিবরণও নিয়মিত জেলা প্রশাসনকে পাঠাতে হবে কমিশনে।

কোথায় কত

- ১ এপ্রিল রাজ্যে আরও ২৭ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী আসছে
- এর মধ্যে ১২ কোম্পানি থাকবে কোচবিহারে
- ৬ কোম্পানি মোতায়েন হবে আলিপুরদুয়ারে
- জলপাইগুড়িতে যাবে ৭ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী
- শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটে যাবে ২ কোম্পানি বাহিনী

পদ্ম রাজ্যে ভোটের ডিউটিতে বঙ্গের পুলিশ

কলকাতা, ২৭ মার্চ : রাজ্য পুলিশের নিরপেক্ষতা নিয়ে বারবার প্রশ্ন তুলেছে বিজেপি। রাজ্য পুলিশের একাধিক কর্তাকেও সরিয়ে দিয়েছে কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন। অথচ এই রাজ্য থেকেই ১৫ কোম্পানি রাজ্য পুলিশ বিজেপি শাসিত মধ্যপ্রদেশ ও ছত্তিশগড়ে ভোটের ডিউটিতে যাচ্ছে। ইতিমধ্যেই কমিশনের পক্ষ থেকে রাজ্যের স্বরাষ্ট্রসচিবের কাছে এই নিয়ে চিঠি চলে এসেছে। দুর্গাপুরের সশস্ত্র পুলিশ ব্যাটালিয়ন থেকে ৫ কোম্পানি রাজ্য সশস্ত্র পুলিশ যাচ্ছে মধ্যপ্রদেশ। ৮ এপ্রিলের মধ্যেই তাদের সেখানে ভোটের কাজে নিযুক্ত হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও ১০ কোম্পানি রাজ্য পুলিশ যাচ্ছে ছত্তিশগড়ে।

ঘটনাচক্রে এই দুটি রাজ্যই বিজেপিশাসিত। রাজ্য পুলিশের নিরপেক্ষতা নিয়ে যখন বারবার প্রশ্ন উঠছে, তখন বিজেপিশাসিত রাজ্যে ভোটের আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখার দায়িত্ব পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের ওপরেই রাখছে কমিশন। যদিও কমিশনের দাবি, নির্বাচনের বিজ্ঞপ্তি জারি হয়ে যাওয়ার পর পুলিশ ও প্রশাসন সম্পূর্ণ কমিশনের নিয়ন্ত্রণেই থাকে। তাই এর মধ্যে অস্বাভাবিকতার কিছু নেই।

বুধবার এই বাহিনী মোতায়েন নিয়ে স্বরাষ্ট্রসচিব নন্দিনী চক্রবর্তীর সঙ্গে মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক আরিজ আফতাবের একদফা বৈঠক হয়েছে। কমিশন সূত্রে খবর, ব্যারাকপুর ব্যাটালিয়ন থেকে ৫ কোম্পানি, উত্তরবঙ্গ সশস্ত্র বাহিনী থেকে ২ কোম্পানি, ইএফআর ব্রিগেড থেকে ১ কোম্পানি ও কলকাতা পুলিশ থেকে ২ কোম্পানি সশস্ত্র পুলিশকে ছত্তিশগড়ে পাঠানো হবে।

প্রয়াত স্বামী স্মরণানন্দকে শেষ শ্রদ্ধা। বুধবার বেলুড়মঠে। - পিটিআই

ছাড়লেন পিএসির চেয়ারম্যানের পদও

রায়গঞ্জের বিধায়ক পদে ইস্তফা কৃষ্ণর

কলকাতা, ২৭ মার্চ : বিধায়ক পদ থেকে ইস্তফা দিলেন রায়গঞ্জের বিজেপি বিধায়ক কৃষ্ণ কল্যাণী। বুধবার বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে পদত্যাগপত্র তুলে দেন তিনি। কল্যাণীর ইস্তফাপত্র পেয়েছেন বলে জানিয়েছেন বিমান। একইসঙ্গে তিনি এদিন বিধানসভার পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটির চেয়ারম্যানের পদ থেকেও ইস্তফা দিয়েছেন। কল্যাণীর পদত্যাগের জেরে রায়গঞ্জ বিধানসভায় উপনির্বাচনের সম্ভাবনা তৈরি হল বলে মনে করা হচ্ছে।

২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির প্রার্থী হিসেবে রায়গঞ্জ আসন থেকে নির্বাচিত হন কৃষ্ণ কল্যাণী। এর কয়েকমাসের মধ্যেই বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দেন কৃষ্ণ। তৃণমূলে যোগ দেওয়ার পর তাঁকে মুকুল রায়ের ছেড়ে দেওয়া পিএসি চেয়ারম্যানের পদে নিযুক্ত করেন বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। অধ্যক্ষের সেই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করে কৃষ্ণের বিরুদ্ধে দলত্যাগ বিরোধী আইনে তাঁর বিধায়ক পদ খারিজের জন্য অধ্যক্ষের কাছে দাবি জানায় বিজেপি। বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দেওয়ার পর বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী প্রকাশ্যেই কৃষ্ণের বিরুদ্ধে ইডিকে লেলিয়ে দেওয়ার হুমকি দেন। এরপরই আয়কর হানার মুখে পড়তে হয় কৃষ্ণকে। ১০ মার্চ ব্রিগেডের সভা থেকে লোকসভা ভোটে তৃণমূলের রায়গঞ্জের প্রার্থী হিসেবে কৃষ্ণের নাম ঘোষণা করা হয়। এরপরই কৃষ্ণ জানিয়েছিলেন, মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার আগে দলের অনুমতি নিয়ে তিনি বিধায়ক পদ থেকে ইস্তফা দেবেন। সেইমতো বুধবার বিধানসভায় এসে অধ্যক্ষের কাছে পদত্যাগপত্র জমা দেন তিনি। পরে তিনি বলেন, 'তৃণমূলের প্রার্থী হিসেবে প্রচারে মানুষের সমর্থন পাচ্ছি। আশা করি বড় ব্যবধানেই জিতব। ২ এপ্রিল মনোনয়নপত্র জমা দেব। তাই মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার আগে নৈতিক কারণে পদত্যাগ করলাম। বিধানসভার সব পদ থেকেও ইস্তফা দিয়েছি।'

> তৃণমূলের প্রার্থী হিসেবে প্রচারে মানুষের সমর্থন পাচ্ছি। আশা করি বড় ব্যবধানেই জিতব। ২ এপ্রিল মনোনয়নপত্র জমা দেব। তাই মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার আগে নৈতিক কারণে পদত্যাগ করলাম। বিধানসভার সব পদ থেকেও ইস্তফা দিয়েছি।
>
> **কৃষ্ণ কল্যাণী**

একইসঙ্গে রায়গঞ্জের বিজেপি সাংসদ ও প্রাক্তন মন্ত্রী দেবশ্রী চৌধুরীর বিরুদ্ধেও এদিন অভিযোগ করেছেন কৃষ্ণ। তাঁর অভিযোগ, তাঁকে বিজেপি প্রার্থী হিসেবে রায়গঞ্জ আসনে চাননি দেবশ্রী। এমনকি তাঁকে হারাতে চক্রান্তও করেছিলেন তিনি। রায়গঞ্জের মানুষের কাছে তা স্পষ্ট হয়ে যাওয়ায় এবার তিনি নিজেই রায়গঞ্জের প্রার্থী হতে চাননি। যদিও তাঁর এই অভিযোগের কোনও সারবত্তা নেই বলে দাবি করেছেন দেবশ্রী। আসন্ন লোকসভা ভোটে রায়গঞ্জ আসনের পরিবর্তে দেবশ্রীকে দক্ষিণ কলকাতা লোকসভা কেন্দ্র থেকে প্রার্থী করেছে বিজেপি। ওয়াকিবহাল মহলের মতে, শুধু কৃষ্ণ কল্যাণীই নন, বাগদার বিজেপি বিধায়ক বিশ্বজিৎ দাসকেও মনোনয়নপত্র জমার আগে পদত্যাগ করতে হবে। কারণ বিশ্বজিৎও বিজেপির টিকিটে জিতে পরে তৃণমূলে যোগ দিয়েছিলেন। এবার লোকসভা ভোটে বিশ্বজিৎকে বনগাঁ আসনে প্রার্থী করেছে তৃণমূল।

ম্যাথুকে তলব সিবিআইয়ের

কলকাতা, ২৭ মার্চ : লোকসভা ভোটের মুখে উঠে এল নারদ প্রসঙ্গ। ম্যাথু স্যামুয়েলকে ভোটের ১৫ দিন আগে তলব করেছে সিবিআই। কলকাতায় সিবিআই দপ্তর নিজাম প্যালেসে তাঁকে ৪ এপ্রিল হাজিরা দিতে বলা হয়েছে। পালটা ম্যাথুর বক্তব্য, তাঁকে কলকাতায় যাতায়াত ও হোটেল খরচ না দিলে তাঁর পক্ষে আসা সম্ভব নয়।

২০১৬ সালে বিধানসভা নির্বাচনের আগে নারদ স্টিং অপারেশনের গোপন ভিডিও প্রকাশ্যে আসে। সেই ভিডিওতে শুভেন্দু অধিকারী, ফিরহাদ হাকিম, মদন মিত্র, মুকুল রায়, সৌগত রায়, কাকলি ঘোষদস্তিদার, শোভন চট্টোপাধ্যায়, প্রয়াত সুব্রত মুখোপাধ্যায়, ইকবাল আহমেদ, প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়কে টাকা নিতে দেখা যায়। এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসার অন্যতম কারিগর ছিলেন সাংবাদিক ম্যাথু স্যামুয়েল। ২০১৪ সালে গোপন ক্যামেরায় তাঁর নেতৃত্বেই এই স্টিং অপারেশন হয়েছিল। যদিও ২০২১ সালে এই মামলায় গ্রেপ্তার হয়েছিলেন ফিরহাদ, শোভন, মদন, প্রয়াত সুব্রত মুখোপাধ্যায়। সিবিআইয়ের পাশাপাশি তদন্তে নামে ইডিও। দীর্ঘদিন পর ফের লোকসভা ভোটের প্রাক্কালে নারদ প্রসঙ্গে আবার তৎপর হয়েছে সিবিআই। সূত্রের খবর, নারদ কাণ্ডে নতুন কিছু তথ্যপ্রমাণ তদন্তকারী সংস্থার হাতে এসেছে। সেই সূত্রেই ম্যাথুকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চায় সিবিআই। পালটা সিবিআইকে চিঠি দিয়ে ম্যাথু জানিয়েছেন, খরচ বহন না করলে তাঁর পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয়। প্রায় মাসতিনেক আগেও তাঁকে তলব করা হয়েছিল। তখনও একই কারণ দর্শিয়েছিলেন তিনি।

বিডিও'কে হুমকি হিরণের

কলকাতা, ২৭ মার্চ : দিলীপের পর এবার বিজেপির তারকা প্রার্থী হিরণ্ময় চট্টোপাধ্যায়কে শোকজ করল নির্বাচন কমিশন। হিরণের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি ডেবরার বিডিওকে কর্তব্যরত অবস্থায় হুমকি দিয়েছেন। ঘটনার সূত্রপাত মঙ্গলবার বিকালে ডেবরা বিডিও অফিসে।

একটি ভিডিও ফুটেজে দেখা যায়, (যার সত্যতা যাচাই করেনি 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ') ডেবরার বিডিওকে কার্যত হুমকি দিচ্ছেন ঘাটালের বিজেপি প্রার্থী হিরণ। বিডিওকে উদ্দেশ্য করে হিরণ বলছেন, 'ভোটের পর কী করে টাইট দিতে হয় সেটা দেখাব...।' হিরণের এই ভিডিও ফুটেজ নিয়েই তাঁর বিরুদ্ধে কমিশনে নালিশ জানায় তৃণমূল। তার পরিপ্রেক্ষিতে জেলা শাসকের থেকে রিপোর্ট চায় কমিশন। রিপোর্ট পাওয়ার পরেই হিরণকে শোকজ করার সিদ্ধান্ত নেয় কমিশন।

যদিও হিরণ বলেন, 'সোমবার সন্ধ্যায় প্রচারে বেরিয়ে গ্রামবাসীদের থেকে কিছু অভিযোগ পেয়েছিলাম। সেই ব্যাপারেই কথা বলতে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ডেবরার বিডিও অফিসে যাই। কোনও হুমকি দিইনি। শোকজের কোনও চিঠিও এখনও হাতে পাইনি। কমিশনের চিঠি পেলে দল যা সিদ্ধান্ত নেবে সেভাবেই চিঠির জবাব দেব।'

বিদায়ি সাংসদের প্রশংসায় কীর্তি

দুর্গাপুর, ২৭ মার্চ : 'এলাকায় শান্তি বজায় রাখুন তা না হলে এক মিনিট সময় লাগবে সব শান্ত করতে' - বুধবার সকালে পশ্চিম বর্ধমান জেলার পানাগড়ে নির্বাচনি প্রচারে এসে দিলীপ ঘোষের উদ্দেশে এমনই হুঁশিয়ারি দিলেন বর্ধমান-দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী কীর্তি আজাদ।

তিনি বলেন, 'বর্ধমানে তৃণমূল কর্মীকে মেরে তাঁর মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই ধরনের কাজ করলে দিলীপ ঘোষ ও তাঁর দলবলকে শান্ত করতে আমার এক মিনিট সময় লাগবে না। কারণ একসময় ক্রিকেট খেলতাম। এখন হয়তো খেলি না। কিন্তু আমার রাজনীতিতে খেলাটা বহু পুরোনো। বাবা মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। আমি নিজে তিনবারের সাংসদ ও একবারের বিধায়ক।' পাশাপাশি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর পিতৃপরিচয় নিয়ে দিলীপের মন্তব্যের প্রতিবাদে তিনি বলেন, ''এরা মা-বোনেদের সম্মান করে না। এরা তো মা দুর্গাকে তাঁর পিতৃপরিচয় জিজ্ঞাসা করতে পারেন। যে বা যারা মা-বোনদের সম্মান করে না সেইসব মানুষদের 'চুল্লু ভর পানিমে ডুবকে মর জানা চাহিয়ে'।''

এদিন এই কেন্দ্রের বিদায়ি বিজেপি সাংসদ সুরিন্দর সিং আলুওয়ালিয়ার প্রশংসা শোনা যায় তৃণমূল প্রার্থীর মুখে। তিনি বলেন, 'তাঁর সঙ্গে আমার সম্পর্ক খুব ভালো। এবার তাঁকে প্রার্থী করা হল না। এটা দুর্ভাগ্যজনক।'

ভোটবাদ্যি

জুনের বিরুদ্ধে অভিযোগ

মেদিনীপুর, ২৭ মার্চ : নির্বাচনি প্রচারে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, কন্যাশ্রী, সবুজ সাথীর মতো সরকারি প্রকল্পের ট্যাবলোয় শিশুদের ব্যবহার করে বিতর্কে জড়ালেন মেদিনীপুর কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী জুন মালিয়া।

বুধবার মেদিনীপুর শহরের বড়তলা কালী মন্দিরে পুজো দিয়ে জুন প্রচার শুরু করেন। এদিন বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের ট্যাবলো তাঁর প্রচার মিছিলে অংশ নেয়, যেখানে শিশুদের ব্যবহার করা হয়েছে। এমন নির্বাচনি বিধিভঙ্গের কারণ জানতে চাইলে জুন বলেন, 'বিষয়টি আমার জানা নেই। দলের মহিলা কর্মীদের বলব প্রচারের ট্যাবলো থেকে শিশুদের সরিয়ে নিতে।' তাঁর বিরুদ্ধে নির্বাচনি বিধিভঙ্গের অভিযোগ তুলে নির্বাচন কমিশনে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা বিজেপি।

প্রশ্নবাণ

- এই পাখি সামনে, পেছনে, ওপরে ও নীচে সবদিকেই সমান গতিতে উড়তে পারে। কী নাম এই পাখির?
- জীবজগতে হৃৎস্পন্দন সবচেয়ে বেশি এই প্রাণীর। মিনিটে ৮০০ থেকে ১০০০। কখনো-কখনো দেড় হাজার বার। এই প্রাণীর নাম কী?
- ঘোড়ার ডিম মানে অবাস্তব বস্তু, ঘোড়া রোগ মানে সাধ্যের অতিরিক্ত সাধ, ঘোড়ার কামড় মানে কী?

আগের দিনের উত্তর

মেহেরবাই টাটা, ডঃ রাজা রামান্না, পর্তুগিজ-বাংলা শব্দকোষ

ঠিক উত্তরদাতা : অনাদিরঞ্জন ভৌমিক, শুভ্রা সান্যাল চক্রবর্তী, সঞ্জীব দেব-শিলিগুড়ি, নীলরতন হালদার-মালদা, মহুয়া দত্ত ভৌমিক-কোচবিহার, অনুরাধা পাল- তুফানগঞ্জ।

উত্তর পাঠাতে হবে 8597258697 হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে, বিকেল ৫টার মধ্যে। সঠিক উত্তরদাতাদের নাম আগামীকাল।

দুই বিমানের ধাক্কা

কলকাতা, ২৭ মার্চ : বড়সড়ো বিপত্তি থেকে বাঁচল কলকাতা বিমানবন্দরের দুটি বিমান। বুধবার সকাল ১০.৪০ মিনিটে কলকাতা বিমানবন্দরে বিপজ্জনকভাবে কাছাকাছি চলে আসে এয়ার ইন্ডিয়া ও ইন্ডিগোর দু'টি বিমান। ধাক্কা লাগে দু'টি বিমানের ডানায়। ক্ষতিগ্রস্ত হয় উভয় বিমানের ডানাই। তবে হতাহতের কোনও ঘটনা ঘটেনি। বিমানবন্দর সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সকালে এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান আইএক্স ১৮৬৬ চেন্নাই যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছিল। সেইসময় ৬ জন কেবিন ক্রু ও ১৬৩ জন যাত্রী ছিলেন বিমানে। অপরদিকে সেইসময়ই ইন্ডিগোর সিক্সই ৬১৫২ বিমানটি কলকাতা থেকে দ্বারভাঙার উদ্দেশে ওড়ার জন্য তৈরি হচ্ছিল। ওই বিমানটিতে ৬ জন কেবিন ক্রু ও ১৪৯ জন যাত্রী ছিলেন। দু'টি বিমানই একসঙ্গে রানওয়ের দিকে যাওয়ার সময়ই ঘটে বিপত্তি। ধাক্কা লাগে দু'টি বিমানের ডানায়। ফলে ব্যাপক ক্ষতি হয় ডানা দুটির।

স্ত্রীকে খুন বিধাননগরে

কলকাতা, ২৭ মার্চ : বিধাননগরের জিসি ব্লকে একটি বাড়ি থেকে উদ্ধার হল বৃদ্ধার দেহ। বাড়ির ডাইনিং রুমে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়েছিলেন বৃদ্ধ যদুনাথ মিত্র। আর সত্তরোর্ধ্ব তাঁর স্ত্রী মন্দিরা মিত্রকে মৃত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছোন দমকলমন্ত্রী সুজিত বসু ও বিধাননগরের পুলিশ কমিশনার। এদিন সকালে পরিচারিকা বাড়িতে ঢুকতেই চমকে যান। বাথরুমে বৃদ্ধাকে পড়ে থাকতে দেখে প্রতিবেশীদের ডাকেন পরিচারিকা। খবর পেয়ে বিধাননগর দক্ষিণ থানার পুলিশবাহিনী ঘটনাস্থলে যায়। বৃদ্ধার দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠায় পুলিশ। বৃদ্ধকে বাইপাসের ধারে একটি বেসরকারি হাসপাতালে আশঙ্কাজনক অবস্থায় ভর্তি করানো হয়।

রাজ্যপালকে গো ব্যাক স্লোগান

রাজা বন্দ্যোপাধ্যায়

আসানসোল, ২৭ মার্চ : পশ্চিম বর্ধমান জেলার আসানসোলের কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ে বুধবার সমাবর্তন অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এসে বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য তথা রাজ্যপাল ডঃ সিভি আনন্দ বোসকে দেখতে হল কালো পতাকা। সেইসঙ্গে শুনতে হল 'গো ব্যাক' ধ্বনি।

ছ'বছর পর এদিন ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ সমাবর্তন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সেই অনুষ্ঠানের সভাপতি হিসেবে যোগ দিতে রাজ্যপাল তথা আচার্য সকাল সাড়ে ১১টা নাগাদ কাজী নজরুল ইসলাম বিমানবন্দরে নামেন। সেখান থেকে সড়কপথে ১৯ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ে আসার পথে সামান্য দূরে কাল্লা মোড়ের কাছে ওয়েবকুপার জেলা সভাপতি অধ্যাপক বীরু রজক ও তৃণমূল কংগ্রেসের পশ্চিম বর্ধমান জেলা ছাত্র সংগঠনের জেলা সভাপতি অভিনব মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে সমর্থকরা তাঁকে কালো পতাকা দেখান। 'রাজ্যপাল গো ব্যাক' স্লোগান দেন।

বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, রাজ্যের উচ্চশিক্ষা দপ্তর এই সমাবর্তন অনুষ্ঠানের অনুমতি দেয়নি। সেই অনুমতি না থাকা সত্ত্বেও রাজ্যপাল বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করছেন। তাঁর নির্দেশেই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ একতরফাভাবে সিদ্ধান্ত নিয়ে এই সমাবর্তন করাচ্ছে।

তাঁদের কথায়, 'লোকসভা নির্বাচন ঘোষণা হয়ে যাওয়ায় এখন সারাদেশে মডেল কোড অফ কনডাক্ট কার্যকর রয়েছে। তাই এই ধরনের অনুষ্ঠান করা যায় না। তাছাড়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বাদ দিয়ে এই সমাবর্তন অনুষ্ঠানের আয়োজন করায় আমরা বিরোধিতা করছি। একইসঙ্গে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা স্থায়ী উপাচার্য নিয়োগের দাবি জানাচ্ছি। তাই রাজ্যপালকে কালো পতাকা দেখালাম। তাঁর উদ্দেশে গো ব্যাক স্লোগান দিয়েছি।'

এ বিষয়ে রাজ্যপাল বলেন, 'সবসময় সব জায়গায় পড়ুয়াদের আন্দোলন করার অধিকার আছে। কিন্তু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে এই ধরনের আন্দোলন করা ঠিক নয়। সবাই যে কালো পতাকা দেখাচ্ছে এমনটা নয়। যারা এদিন এই আন্দোলন করছে তাদের 'ভুল' বোঝানো হচ্ছে। তারা যদি তাদের বক্তব্য নিয়ে সরাসরি আমার কাছে আসত তাহলে আমি নিশ্চয়ই তাদের সব বিষয় বুঝিয়ে দিয়ে সন্তুষ্ট করতে পারতাম বলে মনে হয়।'

বোস আরও বলেন, 'রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী খুবই পরিশ্রম করেন। আমিও রাজ্যপাল হিসেবে সবসময় রাজ্যের মানুষের হয়ে অনেক পরিশ্রম ও কাজ করি। দুজনে আমরা একই জায়গায় প্রয়োজনে অবশ্যই যাই। কিন্তু আমি আরও একবার মনে করিয়ে দিতে চাই যে, বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগ বা তাঁর পুনর্নিয়োগ বা তাঁকে সরিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের কোনও ভূমিকা বা ক্ষমতা নেই।'

এদিন অন্য এক প্রশ্নের উত্তরে রাজ্যপাল বলেন, 'নির্বাচন সংক্রান্ত এবং আইনশৃঙ্খলা প্রসঙ্গে ইতিমধ্যেই আমার দপ্তরে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গা থেকে বেশ কিছু অভিযোগ এসেছে। সেগুলো আমি দেখে নির্বাচন কমিশনের কাছে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য পাঠিয়ে দিয়েছি।' এদিন অনুষ্ঠান শেষে রাজ্যপাল সড়কপথে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অন্ডাল বিমানবন্দরে আসেন। সেখান থেকে তিনি কলকাতার উদ্দেশে রওনা দেন।

আজ টিভিতে

ধারাবাহিক

জি বাংলা : বিকেল ৪.৩০ ঘরে ঘরে জি বাংলা, ৫.০০ দিদি নাম্বার ১, সন্ধ্যা ৬.০০ যোগমায়া, ৬.৩০ কার কাছে কই মনের কথা, ৭.০০ জগদ্ধাত্রী, ৭.৩০ ফুলকি, রাত ৮.০০ নিমফুলের মধু, ৮.৩০ কোন গোপনে মন ভেসেছে, ৯.০০ আলোর কোলে, ৯.৩০ মিঠিঝোরা, ১০.০০ মিলি, ১০.৩০ মন দিতে চাই

স্টার জলসা : বিকেল ৫.৩০ রামপ্রসাদ, সন্ধ্যা ৬.০০ তোমাদের রাণী, ৬.৩০ গীতা এলএলবি, ৭.০০ কথা, ৭.৩০ বঁধুয়া, রাত ৮.০০ তুমি আশেপাশে থাকলে, ৮.৩০ লাভ বিয়ে আজকাল, ৯.০০ জল থইথই ভালোবাসা, ৯.৩০ অনুরাগের ছোঁয়া, ১০.০০ হরগৌরী পাইস হোটেল, ১০.৩০ চিনি

কালার্স বাংলা : সন্ধ্যা ৬.০০ ব্যারিস্টার বাবু, ৬.৩০ ফেরারি মন, ৭.০০ সোহাগ চাঁদ, ৭.৩০ টুম্পা অটোওয়ালি, রাত ৮.০০ রাম কৃষ্ণা, ৮.৩০ শিবশক্তি, ৯.০০ নীর্জা, ৯.৩০ স্বপ্নডানা, ১০.০০ ব্যোমকেশ

আকাশে সুপারস্টার সোম থেকে শনি দুপুর ২টায় আকাশ আটে।

আকাশ আট : সন্ধ্যা ৬.৩০ শ্রী শ্রী আনন্দময়ী মা, ৭.০০ স্বয়ংসিদ্ধা, ৭.৩০ সাহিত্যের সেরা সময়- অনুরাধা, রাত ৮.০০ আদালত ও একটি মেয়ে, ৮.৩০ পুলিশ ফাইলস

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ রাজমহল, দুপুর ১.০০ মানিক, বিকেল ৪.০০ দুই পৃথিবী, সন্ধ্যা ৭.০০ সাথী, রাত ১০.০০ কালী শংকর

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.০০ কাছের মানুষ, দুপুর ১২.৫৫ মন মানে না, বিকেল ৩.৫৫ লাঠি, সন্ধ্যা ৭.০০ সকাল সন্ধ্যা, রাত ১০.৪০ মজনু

জলসা মুভিজ এইচডি : সকাল ১১.৫০ টেকো, দুপুর ১.৩৫ বেশ করেছি প্রেম করেছি, বিকেল ৪.১০ দুর্গেশগড়ের গুপ্তধন, সন্ধ্যা ৬.৩৫ গোয়েন্দা জুনিয়র, রাত ৯.০০ দ্বিতীয় পুরুষ

জি বাংলা সিনেমা : দুপুর ১.০০ জানবাজ, দুপুর ২.৫৫ সৎ মা, বিকেল ৫.৩০ রক্তনদীর ধারা, রাত ৮.২০ শিমুল পারুল, রাত ১০.৫০ জানালা দিয়ে বউ পালালো

কালার্স বাংলা সিনেমায় সন্ধ্যা ৭টায় সাথী।

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ মশাল

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ প্রতিশোধ

মন মানে না জলসা মুভিজে দুপুর ১২.৫৫ মিনিটে।

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : বাবার সঙ্গে বেড়াতে যাওয়ার পরিকল্পনা। সামান্যেই সন্তুষ্ট থাকুন আজ। বৃষ : পরিবারের সবাইকে নিয়ে আজ আনন্দেই কাটবে। মেয়ের পরীক্ষার ফলে খুশি। মিথুন : কাজের চাপ বাড়বে। দূরের বন্ধুর জন্য হঠাৎ দুশ্চিন্তা। কর্কট : ব্যবসার জন্য ঋণ করতে হতে পারে। কারিগরি প্রশিক্ষণে সাফল্য মিলবে। সিংহ : প্রেমের সঙ্গীকে আজ সময় দিন। ব্যবসার কাজে বেশ দূরে যেতে হতে পারে। কন্যা : সংসারে অতিথি আসায় আনন্দ। ছোট্ট সদস্যটির জন্য আজ বাড়িতে আনন্দের পরিবেশ। তুলা : বন্ধুর সঙ্গে বিনা কারণে বাদানুবাদ। প্রেমের সঙ্গী চাকরি পাওয়ায় আনন্দ। বৃশ্চিক : আজ কোনও ব্যাপারে হতাশমুক্ত হবেন। পথে চলতে খুব সতর্ক থাকুন আজ। ধনু : অফিসে আপনার কর্মক্ষমতায় সবাই খুশি হবেন। পড়ে গিয়ে আঘাত লাগতে পারে। মকর : বন্ধুদের সঙ্গে বেড়াতে যাওয়ার পরিকল্পনা। পেটের অসুখে দুর্ভোগ। কুম্ভ : বিদেশে যাওয়ার বাধা কাটায় মানসিক শান্তি। নতুন গাড়ি কেনার চেষ্টা আজ সফল হবে। মীন : নতুন ব্যবসা আজ থেকে শুরু করতে পারেন। কোনও মহৎ মানুষের সঙ্গে দিন কাটিয়ে আনন্দ।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে আজ ১৪ চৈত্র, ১৪৩০, ভাঃ ৮ চৈত্র, ২৮ মার্চ ২০২৪, ১৪ চ'ত, সংবৎ ৩ চৈত্র বদি, ১৭ রমজান। সূঃ উঃ ৫।৩৯ অঃ ৫।৪৭। বৃহস্পতিবার, তৃতীয়া অপরাহ্ন ৪।৩৬। স্বাতীনক্ষত্র অপরাহ্ন ৪।৪৩। হর্ষণযোগ রাত্রি ৯।৩৩। বিষ্টিকরণ অপরাহ্ন ৪।৩৬ গতে ববকরণ শেষরাত্রি ৫।০ গতে বালবকরণ। জন্মে- তুলারাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে ক্ষত্রিয়বর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী রাহুর দশা, অপরাহ্ন ৪।৪৩ গতে রাক্ষসগণ বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা। মৃতে- দোষ নাই, অপরাহ্ন ৪।৪৩ গতে দ্বিপাদদোষ। যোগিনী- অগ্নিকোণে, অপরাহ্ন ৪।৩৬ গতে নৈর্ঋতে। কালবেলাদি ২।৪৫ গতে ৫। ৪৭ মধ্যে। কালরাত্রি ১১। ৪৩ গতে ১।১২ মধ্যে। যাত্রা-শুভ দক্ষিণে নিষেধ, দিবা ১।০ গতে অগ্নিকোণে ঈশানেও নিষেধ, অপরাহ্ন ৪।৩৬ গতে যাত্রা নাই, সন্ধ্যা ৫।৪৭ গতে পুনঃ যাত্রা শুভ মাত্র দক্ষিণে নিষেধ। শুভকর্ম- দিবা ২।৪৫ মধ্যে নামকরণ নববস্ত্রপরিধান নবশয্যাসনাদ্যুপভোগ দেবতাগঠন ক্রয়বাণিজ্য পুণ্যাহ শান্তিস্বস্ত্যয়ন হলপ্রবাহ বীজবপন ধান্যচ্ছেদন ধান্যস্থাপন কারখানারম্ভ কুমারীনাসিকাবেধ বাহনক্রয়বিক্রয় কম্পিউটার নির্মাণ ও চালন। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- তৃতীয়ার একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। মাহেন্দ্রযোগ-দিবা ৭।৩ মধ্যে ও ১০।২২ গতে ১২।৫২ মধ্যে। অমৃতযোগ- রাত্রি ১২। ৪৬ গতে ৩।৫ মধ্যে।

বৃহস্পতিবার, ১৪ চৈত্র ১৪৩০, ২৮ মার্চ ২০২৪
উত্তরবঙ্গ সংবাদ
■ ৪৪ বর্ষ ■ ৩০৮ সংখ্যা

রাজনীতিতে নিস্পৃহতা

আদর্শ আচরণবিধি কার্যকর হওয়ায় দেশের সমস্ত পক্ষ এখন ভোটের মুডে। প্রথম দফার ভোটের মনোনয়নপর্বও শেষ হয়েছে। দুরন্তগতিতে শাসক-বিরোধীদের প্রচারের সুর তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে। কিন্তু এত আয়োজন, জাঁকজমক সত্ত্বেও ভোটের উত্তাপ সেই অর্থে নেই। সাধারণ মানুষ প্রতিদিনের রুজিরুটির সংগ্রামে ব্যস্ত। লোকসভা ভোট নিয়ে আগের সেই উৎসাহ, উদ্দীপনা বা কৌতূহল কোনওকিছুই খুব একটা দেখা যাচ্ছে না।

চর্চা চলছে ঠিকই। কিন্তু কোথাও যেন ছন্দপতন হয়ে গিয়েছে। শাসক বিজেপি ধরেই নিয়েছে, তারা ফের ক্ষমতায় আসতে চলেছে। ৪০০ আসনের মাইলফলকও ছুঁয়ে ফেলবে বলে আত্মবিশ্বাস দেখাচ্ছে বিজেপি। অপরদিকে, 'ইন্ডিয়া' জোট এখনও দানা বাঁধতেই পারেনি। মাঝেমধ্যে এক-আধটা সভায় কংগ্রেস, ডিএমকে ও আরজেডি'র মতো শরিকদলগুলি ঐক্যবদ্ধ থাকার বার্তা দেয় বটে। কিন্তু জোট ওইভাবে হয় না, আরও বেশ কিছু কঠিন শর্ত পালন করতে হয়। সেই খামতি মেটানোর কোনও চেষ্টাই নেই।

আসনরফা নিয়ে একাধিক রাজ্যে 'ইন্ডিয়া' জোটের অন্দরে অশান্তি ক্রমশ বাড়ছে। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের গ্রেপ্তারি জোটের মরা গাঙেয়ে খানিকটা জোয়ার আনতে সক্ষম হলেও কংগ্রেস গোটা বিষয়ে স্ববিরোধিতায় ভুগছে। তার ফায়দা ইভিএমে তুলতে মরিয়া বিজেপি। যদিও মানুষের মধ্যে ভোট রাজনীতি নিয়ে অনীহাই দেখা যাচ্ছে। ভোটের ফলাফল কী হবে, তা নিয়েও আগ্রহ কম দেশবাসীর। কিছু ব্যতিক্রম থাকলেও ভোটে এমন নিস্পৃহতা দেশের গণতন্ত্রের পক্ষে শুভ লক্ষণ নয়।

১০ বছর আগেও লোকসভা ভোট ঘিরে যে তৎপরতা, রাজনৈতিক বোধের পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল, সেটা এবার প্রায় অনুপস্থিত। প্রতিবার ভোটের আগে যে চেনা ছন্দ দেখা যেত, সেটা এবার সাদা চোখে অন্তত দেখা যাচ্ছে না। এই পরিস্থিতির দায় অনেকাংশে শাসকের। খানিকটা বিরোধীদেরও। ভারতের এখন বিবদমান শিবিরগুলির মধ্যে সুস্থ রাজনীতি অতীত হয়ে গিয়েছে। স্বাধীনতার পর থেকে যে রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখতে ভারতবাসী অভ্যস্ত ছিলেন, তা এখন সেভাবে নেই।

ভারতে সংসদীয়, বহুত্ববাদী গণতন্ত্র প্রথম থেকে নিখুঁত ছিল, এমন দাবি কেউ করেন না। কিন্তু যা কিছু ছিল, যতটুকু ছিল, সেটা গর্বের বিষয় ছিল। শাসক ও বিরোধী পক্ষ পরস্পরকে যুক্তিজালে ছিন্নভিন্ন করত। সমালোচনা, পালটা সমালোচনা হত। একে অন্যের খামতি চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে সংকোচ করত না। দেশের ও দশের জন্য নিজেদের সবথেকে বেশি চিন্তাশীল এবং কর্মঠ প্রমাণে ভোটারদের সামনে প্রতিযোগিতা চলত।

এখন রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনা, যুক্তিতর্কের পরিবেশই নেই। কে বেশি চুরি করেছে, কার দলীয় তহবিল ফুলেফেঁপে কলা গাছ হয়েছে, ইডি-সিবিআই-আয়কর হানায় কারা বেশি জর্জরিত ইত্যাদি রাজনীতির মুখ্য অঙ্গে পরিণত হয়েছে। আর রয়েছে বাগাড়ম্বর। শাসক ও বিরোধী, উভয় শিবিরের নেতারা নিজেকে জনতার সেবক বলে প্রচারে ব্যস্ত। আবার কেউ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে জননেতা হয়ে উঠতে না পারলেও নিজেকে জননায়ক হিসেবে প্রচার করতে মরিয়া।

কার গ্যারান্টি কত মজবুত, তা নিয়েও হাস্যকর প্রতিযোগিতা। আমি, আমি এবং শুধু আমি- এই আমিত্বে যেন এবার ভোট রাজনীতির পেন্ডুলাম দুলছে। বিভিন্ন দল ভোটের আগে ঢালাও প্রতিশ্রুতি অতীতেও দিয়েছে। কিন্তু সংসদীয় গণতন্ত্রকে ব্যক্তিনির্ভর রাজনীতির জালে জড়িয়ে ফেলা, আগে কখনও এভাবে হয়নি। ভোটারদের রাজনীতি সম্পর্কে নিস্পৃহতার এটাই মূল কারণ। যে নির্বাচন কমিশন একদা স্বাধীন প্রতিষ্ঠান হিসেবে দেশের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক মঞ্চে সুনাম কুড়োত, তাদের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। ভোটের মুখে এই পরিস্থিতি দুর্ভাগ্যজনক তো বটেই।

অমৃতধারা

এগিয়ে যাও, কিন্তু মেপে দেখতে যেও না কতদূর এগিয়েছ, তাহলে আবার পিছিয়ে পড়বে। অনুভব কর, কিন্তু অভিভূত হয়ে পড় না, তাহলে চলতে পারবে না। যদি অভিভূত হতে হয় তো ঈশ্বরপ্রেমে। যত পার সেবা কর, কিন্তু সাবধান, সেবা নিতে যেন ইচ্ছা না হয়। অনুরোধ কর, কিন্তু হুকুম করতে যেও না। কখনও নিন্দা করো না, কিন্তু অসত্যের প্রশ্রয় দিও না। ধীর হও, তাই বলে আলসে দীর্ঘসূত্রী হয়ে পড়ো না। ক্ষিপ্র হও, কিন্তু অধীর হয়ে বিরক্তিকে ডেকে এনে সব নষ্ট করে ফেলো না। বীর হও, কিন্তু হিংস্র হয়ে বাঘ-ভালুক সেজে বস না। স্থির প্রতিজ্ঞ হও, গোঁয়ার হয়ো না। তুমি নিজে সহ্য কর, কিন্তু যে পারে না তাকে সাহায্য কর, ঘৃণা করো না সহানুভূতি দেখাও, সাহস দাও।

- শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

গেটসের চায়ে পে চর্চা ও দুই ডলির গল্প

বিল গেটস নাগপুরের চা বিক্রেতা 'ডলি চাওয়ালা'কে বিখ্যাত করেছেন। যা মনে করাচ্ছে কলকাতার ডলিকে।

অতনু বিশ্বাস

ধনকুবের মুকেশ আম্বানির ছোট ছেলে অনন্তের প্রাক বিবাহ উৎসবে যোগ দিতে আরও অনেকের মতো সম্প্রতি এদেশে এসেছিলেন মার্কিন ধনকুবের এবং মাইক্রোসফটের সহ প্রতিষ্ঠাতা বিল গেটস, সে সময় দুনিয়ার ধনীদের তালিকায় তিনি চতুর্থ স্থানাধিকারী। তবে প্রাক বিয়ের ভোজ খাবার সঙ্গে সঙ্গে ভারত সফরে বেশ কিছু 'চায়ে পে চর্চা' সারার উদ্দেশ্য তাঁর ছিল নিশ্চয়ই। এমনই একটা ঘটনা-- চায়ের পেয়ালায় তুফান- নিয়ে বিস্তর হইচই হল সম্প্রতি।

হ্যাঁ, সেটা পুরোদস্তর 'চায়ে পে চর্চা'র ঘটনাই। ঠ্যালাগাড়িতে চলমান নাগপুরের রবীন্দ্রনাথ টেগোর মার্গের এক চা বিক্রেতার কাছ থেকে এক কাপ চা খান দুনিয়ার সেরা ধনীদের অন্যতম বিল গেটস। আর সেই চা খেয়ে তিনি একেবারে অভিভূত। সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছেন সেই চা বিক্রেতার চা তৈরির ভিডিও। সে নিয়ে শোরগোল পড়েছে অনেক। চা বিক্রেতার সঙ্গে বিল গেটসের ছবি ছড়িয়েছে মিডিয়ায়। এমনকি আমূল গার্লের চমৎকার সব কার্টুনের মধ্য দিয়ে ভারত এবং বিশ্বের প্রবহমানতাকে ধরে রাখায় সুপ্রসিদ্ধ আমূল এ নিয়ে তাদের এক কার্টুনও প্রকাশ করেছে, যার নাম দিয়েছে 'চায়ক্রোসফট'। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যা 'চায়' আর 'মাইক্রোসফট'-এর হাঁসজারু। এর ট্যাগলাইন তারা দিয়েছে, 'গেটসওয়ে টু টেস্ট'। চমৎকার।

এই চা বিক্রেতার আসল নাম সুনীল পাতিল। তবে 'ডলি চাওয়ালা' নামেই সবিশেষ পরিচিত তিনি। এমনিতে অবশ্য তাঁর চা আর পাঁচজন চাওয়ালার মতোই-- চা পাতা, দুধ, এলাচ, থেঁতো করা আদা, এসবের মিশ্রণ। আলাদা করে চায়ের মধ্যে বিশেষত্ব কিছু নেই। বিশেষত্ব যেটুকু আছে তা তাঁর চা তৈরির পদ্ধতির মধ্যে এবং সেই চা পরিবেশনার মধ্যে এবং ডলি চাওয়ালার পোশাক, চুলের স্টাইল, রংচঙে চশমা, গলায় চেন এবং অবশ্যই তার প্রাণশক্তির মধ্যে। তাঁর ফ্যাশন সেন্স এবং তাঁর প্রকাশভঙ্গি দেখে অনেকেরই মনে হতে পারে যে তা সুপারস্টার রজনীকান্তকে দেখে অনুপ্রাণিত। বিল গেটস তাঁর দোকানে চা খেতে আসার আগেই সোশ্যাল মিডিয়ায় তার প্রচুর ফলোয়ার। বিল গেটস সেই সংখ্যাটাকে আরও কিছুটা বাড়িয়ে দিয়েছেন নিশ্চয়ই।

বিল গেটস 'ডলি কি টাপরি'তে চা খেতে গিয়ে এবং তা সোশ্যাল মিডিয়ায় দিয়ে ডলির 'টাপরি চা'-কে আরও খানিকটা পরিচিতি দিয়েছেন বটে, ডলি চাওয়ালা কিন্তু প্রথমে বুঝতেই পারেননি, যে বিদেশি ব্যক্তিটিকে তিনি চা খাওয়াচ্ছেন তিনি আসলে কে। ঘটনার পরের দিন অন্যদের কথা শুনে তিনি নাকি বুঝতে পেরেছেন কে ছিলেন সেই চা খেতে আসা বিদেশিটি। কিংবা, সত্যিই কি তিনি পুরোটা বুঝতে পেরেছেন? খানিকটা হয়তো পেরেছেন পরে সংবাদমাধ্যমের আগ্রহ দেখে। যাই হোক, বিল গেটস কিন্তু অভিভূত। তিনি ভারতের সবকিছুর মধ্যেই দেখেছেন 'ইনোভেশন'। এমনকি এক কাপ 'টি' তৈরির মধ্যেও দেখেছেন এক 'ইনোভেশন' বা 'সৃষ্টি'কে। অন্তত তেমনটাই বলেছেন তিনি। অবশ্য আর কী-ই বা বলতে পারতেন তিনি!

কিন্তু 'টি'? 'চায়' আর 'টি' কি এক হল? না, অবশ্যই নয়। তা যে আলাদা সেটা অবশ্য আমি প্রথম বুঝি চব্বিশ-পঁচিশ বছর আগে। কানাডার মন্ট্রিয়লে এক ভারতীয় রেস্তোরাঁয় ডিনার খাবার পরে অভ্যাসবশে অর্ডার করি এক কাপ 'টি'। যদ্দুর মনে পড়ছে সেই ওয়েটার ছিলেন বাংলাদেশি। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করেন আমি 'টি' চাইছি, না 'চায়'। আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করি, পার্থক্যটা কী। তখনই জানলাম যে, গরম জল, টি ব্যাগ, প্রয়োজনে আলাদা করে চিনি, দুধ মিশিয়ে তৈরি হয় 'টি'। একেবারে ব্রিটিশ স্টাইলে। আর চা, দুধ, চিনি, এলাচ, আদা, মশলা, ইত্যাদি মিশিয়ে আচ্ছা করে ফুটিয়ে তৈরি হয় 'চায়'।

যাই হোক, ঘটনাচক্রে 'ডলি', 'টি' আর 'ইনোভেশন' বা 'উদ্ভাবনা' একযোগে কিন্তু আমাকে মনে করিয়ে দেয় সময় সারণি বেয়ে এক ভিন্ন প্রেক্ষিতকে, এক ভিন্ন ভৌগোলিক পরিমণ্ডলে। দক্ষিণ কলকাতার ঢাকুরিয়াতে দক্ষিণাপণ শপিং কমপ্লেক্সে অবস্থিত 'ডলি'স টি শপ'-এর কথা। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় এবং দক্ষিণ কলকাতার প্রাণকেন্দ্র গড়িয়াহাটের মাঝখানে, দু'জায়গা থেকেই ঢিল ছোড়া দূরত্বে। ডলি'স টি শপ কিন্তু তৈরি করেছে বহু চা রসিককে, তাদের করে তুলেছে চা-স্নব। বিশেষ করে আমাদের প্রজন্মের মানুষজন যারা দক্ষিণ কলকাতায় বড় হয়ে উঠেছে এবং যখন রাস্তার দু'পাশে ব্যাঙের ছাতার মতো অজস্র ক্যাফে গজিয়ে ওঠেনি, তাদের কাছে ডলি'র টি শপের গুরুত্বই ছিল অন্য রকম। ভিজে সিদ্ধার্থর 'কাফে কফি ডে' যেমন এক প্রজন্মের ভারতবাসীকে শিখিয়েছে 'আমেরিকানো'টা কী, ঠিক তেমনি ডলি'স আমাদের শিখিয়েছে 'ফার্স্ট ফ্লাশ'টা ঠিক কী বস্তু।

ডলি'স তৈরি হয় ১৯৮৮'তে, আর শিগগিরই তা হয়ে ওঠে দক্ষিণ কলকাতার এক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। ডলি রায় ছিলেন এ দেশের প্রথম 'টি টেস্টার' এবং চা নিলামকারী। তাঁর দার্জিলিংয়ে বেড়ে ওঠা, টি বোর্ডে চাকরি সূত্রে চা-সম্পর্কিত দক্ষতা এবং অভিজ্ঞতার সঙ্গে চা নিয়ে তাঁর আবেগ এবং ভালোবাসাকে একসঙ্গে মিশিয়ে শুরু হয় তাঁর এই ব্যবসা।

কলকাতায় এক ভিন্ন ধারার স্রষ্টা তিনি, একথা বলা যায় নির্দ্বিধায়। তিনি এই ধারা শুরু করেন, আর অন্য অনেকে দ্রুত সেই পথ অনুসরণ করেন। অসাধারণ চা-র সঙ্গে বাঙালির চিরাচরিত আড্ডার মিশেল ঘটে ডলি'স যেন দ্রুতই হয়ে ওঠে কলকাতার এক ক্ষুদ্র প্রতিরূপ। এমনকি তা মনে করাতে পারে নিউ ইয়র্কের 'ক্যাফে হোয়া'র কথাও, অবশ্যই বব ডিলন, জিমি হেনড্রিকস বা অ্যানেন গিনসবার্গের মতো প্রবাদপ্রতিম ব্যক্তিদের সেখান থেকে বাদ দিয়ে। মার্চের দার্জিলিং-এর হালকা, উজ্জ্বল, সুগন্ধযুক্ত 'ফার্স্ট ফ্লাশ' চা হোক বা হোক মে মাসের দ্বিতীয় পাতা থেকে পাওয়া কোমল, মিষ্টি 'সেকেন্ড ফ্লাশ', ডলি'স-এ সেসবের সঙ্গে যুক্ত থাকত আরও একটা কিছু। তা হল 'পার্সোনাল টাচ' এবং সেটা চায়ের স্বাদকে বাড়িয়ে দিতে পারে বহুগুণ।

এ প্রসঙ্গে মনে করা যেতে পারে বিশ্ববিখ্যাত কফি চেন স্টারবাকসের প্রবাদপ্রতিম প্রাক্তন সিইও হাওয়ার্ড শুলজের কথা। শুলজ তাঁর কর্মীদের সর্বদা মনে করাতেন যে তাঁরা কফি ব্যবসায় মানুষজনকে পরিষেবা দিচ্ছেন না, বরং তাঁরা পরিষেবা দেবার ব্যবসায় কফির জোগান দিয়ে চলেছেন। যাই হোক, ২০২৩'এর এপ্রিলে তাঁর মৃত্যুর সময় ডলি রায় কলকাতায় শুধুমাত্র এক ব্যতিক্রমী টি শপ-ই রেখে যাননি, তিনি রেখে গিয়েছেন এক উজ্জ্বল লেগ্যাসিকেও। আজ যে শহরাঞ্চলে বাড়ি এবং কর্মক্ষেত্রের বাইরে তৃতীয় স্থান হিসেবে ক্যাফের জনপ্রিয়তার রমরমা, কলকাতার ক্ষেত্রে ডলি'স বোধকরি চার দশক আগেই সেই ধরনের সামাজিক পরীক্ষানিরীক্ষার এক সফল নিদর্শন।

চা-কফির বিপণির ব্যবসার ক্ষেত্রেও ব্র্যান্ড একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সেই ব্র্যান্ডও তৈরি করতে হয় যত্নে। যদিও তার প্রেক্ষিতটা বদলে যায়। বদলে যায় পদ্ধতিও। বদলায় কলকাতা থেকে নাগপুরে। পালটা যায় ১৯৯০'এর দশক থেকে ২০২৪-এ। আমূল পরিবর্তিত হয় ল্যান্ডলাইনের যুগ থেকে মোবাইল ফোন আর ফেসবুক, ইনস্টাগ্রামের যুগে। এই ক্রমশ বদলাতে থাকা স্থান, কাল ও সামাজিক, অর্থনৈতিক পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে 'ডলি' নামটা যেন ঘটনাচক্রে তাই একটা প্রতীক হয়ে দেখা দেয়।

শুধু বিল গেটস কলকাতার দক্ষিণাপণে ডলি'স টি শপে এসে কোনওদিন বলেননি 'ওয়ান চায় প্লিজ', এটাই যা আফসোস।

(লেখক ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট, কলকাতার অধ্যাপক)

'চায়' আর 'টি' কি এক হল? না, অবশ্যই নয়। কানাডার মন্ট্রিয়লে এক ভারতীয় রেস্তোরাঁয় ডিনার খাবার পরে অভ্যাসবশে অর্ডার করি এক কাপ 'টি'। ওয়েটার আমাকে জিজ্ঞেস করেন আমি 'টি' চাইছি, না 'চায়'। আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করি, পার্থক্যটা কী। তখনই জানলাম যে, গরম জল, টি ব্যাগ, প্রয়োজনে আলাদা করে চিনি, দুধ মিশিয়ে তৈরি হয় 'টি'। একেবারে ব্রিটিশ স্টাইলে। আর চা, দুধ, চিনি, এলাচ, আদা, মশলা, ইত্যাদি মিশিয়ে আচ্ছা করে ফুটিয়ে তৈরি হয় 'চায়'।

আজ

১৯৩৭

১৯৩৭ সালে আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ পবিত্র সরকার।

১৮৬৮

নোবেলজয়ী সাহিত্যিক ম্যাক্সিম গোর্কির জন্ম ১৮৬৮ সালে আজকের দিনে।

আলোচিত

নির্বাচনি বন্ড কেলেঙ্কারি শুধু ভারতের বৃহত্তম কেলেঙ্কারি নয়, বিশ্বেরও বৃহত্তম কেলেঙ্কারি। এই ইস্যুতে বিজেপি যথেষ্ট বিপদে পড়বে। জনগণ ভোটে কেন্দ্রীয় সরকারকে শাস্তি দিতে পারেন।

- পরাকলা প্রভাকর

(বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনের স্বামী)

ভাইরাল/১

বেঞ্জামিন বসুমাতারি। অসমের ইউপিপিএল দলের এক নেতা। টাকার বিছানায় শোয়ার তাঁর একটি ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ঝড় তুলেছে। বিছানার ওপরে ৫০০ টাকার নোট ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, তার ওপর শুয়ে আছেন তিনি। তাঁর শরীরের ওপরও কিছু নোট ছড়িয়ে থাকতে দেখা যায়।

ভাইরাল/২

ছত্তিশগড়ের এক প্রাথমিক স্কুল শিক্ষক মদ খেয়ে ক্লাসে এসেছিলেন। পড়ানো দূরে থাক, পড়ুয়াদের অনবরত কুকথা বলতে থাকেন তিনি। ছাত্রছাত্রীরা জুতো হাতে মাতাল শিক্ষককে তাড়া করে। ভয়ে স্কুল ছেড়ে পালিয়ে যান তিনি। সেই ভিডিও ভাইরাল।

জনমন জনমত

সরকারি গাড়ি নিয়ে প্রশ্ন

রাজ্যের প্রতিটি জেলার জেলা শাসক থেকে অতিরিক্ত জেলা শাসক, মহকুমা শাসক, সদর মহকুমা শাসক এবং অন্য ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ব্লক আধিকারিকদের প্রত্যেকের জন্য একটি ভাড়া করা গাড়ি বরাদ্দ রয়েছে। রাজ্যের আর্থিক দিকের কথা চিন্তা করলে অপচয় বন্ধ করা সম্ভব। শুধুমাত্র জেলা প্রশাসক, অতিরিক্ত জেলা শাসক এবং মহকুমা শাসক আলাদাভাবে গাড়ি পেতে পারেন। কিন্তু অন্য উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা চার-পাঁচজন মিলে একটি সরকারি গাড়ি ব্যবহার করলে তাতে আর্থিক সাশ্রয় হবে এবং রাজ্যের ঋণের বোঝাও কমবে।

কান পাতলেই শোনা যায় চারদিকে শুধু নেই নেই রব। চাকরি নেই, যোগ্যরা রাস্তায়, কর্মচারীদের ডিএ বকেয়া, চুক্তিভিত্তিক কর্মী নিয়োগ ছাড়া স্থায়ী নিয়োগ হচ্ছে না, শিক্ষিত তরুণ ও তরুণীরা টিউশন বা দোকানে মাসে পাঁচ-ছয় হাজারে পেটেভাতে কোনও রকমে দিন গুজরান করছেন।

চাকরি নেই, ডিএ নেই, সরকারি স্কুলে ছাত্রছাত্রী নেই, শিক্ষক-শিক্ষিকার অভাব। সরকারি অফিসে ভাড়া গাড়ি ও জ্বালানি খরচের

বহর দেখলে তো চক্ষু চড়কগাছ। সরকারি গাড়ির জ্বালানি পুড়িয়ে এঁরা ছুটির দিনে পরিবার নিয়ে জঙ্গল সাফারি, শপিং, বাজার করে থাকেন। এক্ষেত্রে এগুলি একপ্রকার অপচয়। এখন ভাড়া করা যেসব গাড়ি দেওয়া হয় তাতে পাঁচ থেকে ছয়জনের সিট ক্যাপাসিটি থাকা সত্ত্বেও সকলেই আলাদা গাড়ি পেয়ে থাকেন। রাজ্যের অর্থনৈতিক হাল ফেরাতে হলে রাশ টানতে হবে বৈকি! এ ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

শুভ্র চক্রবর্তী, কোচবিহার।

উসকানিমূলক ভাষণ বন্ধ হোক

ভোট মানেই গণতন্ত্রের উৎসব। কিন্তু বিগত দিনে আমরা দেখেছি, পশ্চিমবঙ্গে ভোট মানেই যেন অশান্তি, বিশৃঙ্খলা, হানাহানি-খুনোখুনি। নির্বাচনকে কেন্দ্র করে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে অশান্তির শেষ থাকে না। প্রায় প্রত্যেক নির্বাচনে মায়ের কোল খালি হওয়া কিংবা স্ত্রীর সিঁথির সিঁদুর মুছে যাওয়া আমরা দেখেছি। আমি মনে করি, এই অশান্তির পিছনে টনিকের মতো কাজ করে রাজনৈতিক ব্যক্তিদের উসকানিমূলক কথাবার্তা ও দেখে নেওয়ার হুমকি।

বিভিন্নরকম উসকানিমূলক ভাষণের দ্বারা প্ররোচিত হয়ে গ্রামাঞ্চলের সাধারণ রাজনৈতিক কর্মীরা একে অপরের বিরুদ্ধে বিশৃঙ্খলায় জড়িয়ে পড়েন। তাই আসন্ন নির্বাচনের প্রাক্কালে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাদের কাছে আমার আবেদন, তাঁরা যেন সাধারণ মানুষের কথা ভেবে উসকানিমূলক কথাবার্তা ও হুমকি-ধমকি থেকে নিজেদের বিরত রাখেন।

মণীন্দ্র প্রামাণিক, বড় মধুসূদন, শীতলকুচি।

বাসে ডাস্টবিনের প্রয়োজন

সড়কপথে যাতায়াতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম বাস। অধিকাংশ মানুষই বাসে চলাফেরা করেন। বাসযাত্রীদের অনেকেই বাসে যাওয়ার সময় চিপসের প্যাকেট, বাদাম, পানীয় জলের বোতল প্রভৃতি বিভিন্ন বাসস্ট্যান্ড থেকে বা হকারদের থেকে কেনেন। তারপর সেইসব খাবারের প্যাকেট বাসস্ট্যান্ডে বা রাস্তার ধারে ফেলে চলে যান। এভাবেই ধীরে ধীরে আবর্জনা জমে ওঠে। আমার মতে, প্রতিটি বাসেই ডাস্টবিনের ব্যবস্থা হলে পরিচ্ছন্নতা বজায় থাকবে।

দেবাশিস কর্মকার
জলপাইগুড়ি।

ফেসবুকে 'ফোমো' নষ্ট করছে স্বাভাবিকত্ব

আমি কি কোনও গুরুত্বপূর্ণ পোস্ট মিস করলাম! এই ভেবে বারবার মোবাইল চেক করতে থাকা অনেক সমস্যার।

ঋতব্রত গুহ

আপনি সকালে মোবাইলটা নিয়ে স্ক্রোল করা শুরু করলেন। ভাবলেন পাঁচ-দশ মিনিট একটু রিলস দেখলে কি আর এমন মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে? কিন্তু একটা-দুটো করে রিল দেখতে দেখতে হঠাৎ আবিষ্কার করলেন, আপনি ইতিমধ্যে নষ্ট করে ফেলেছেন এক ঘণ্টা বা তারও বেশি সময়। এই অভিজ্ঞতা আমাদের সবারই কমবেশি হয়। সোশ্যাল মিডিয়া আমাদের জীবনকে পুরোপুরি গ্রাস করে ফেলেছে বললে অত্যুক্তি করা হবে না। একটু সময় পেলেই আমাদের চোখ আটকে যায় সেই মোবাইলের স্ক্রিনে। এই প্রবণতার ফলে জীবন থেকে হারিয়ে যাচ্ছে অনেক কিছু। কিছু অর্থহীন কারণে মহামূল্যবান সময় ক্রমাগত অপচয় করে চলেছি আমরা।

ফোমো অথবা ফিয়ার অফ মিসিং আউট সোশ্যাল মিডিয়ার একটি ক্ষতিকারক দিক। আমার জীবন থেকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ কি হারিয়ে গেল? অথবা আমি কি কোনও গুরুত্বপূর্ণ পোস্ট অথবা তথ্য মিস করে গেলাম! এই বোধ দ্বারা তাড়িত হয়ে আমরা বারবার মোবাইল চেক করতে থাকি। অনেক সময়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজের মাঝেই আমরা অন্যমনস্ক হয়ে যাই। আর যদি আমরা নিজেরা কোনও পোস্ট বা রিলস শেয়ার করি তবে তো কোনও কথাই নেই। দশ মিনিট বাদে বাদে আমরা দেখতে থাকি কতগুলো লাইক পড়ল অথবা কতজন কমেন্ট করল। সেই পরিসংখ্যানের ওপর ভিত্তি করে আমরা নিজেদের প্রাসঙ্গিকতা নির্ধারণ করি। সোশ্যাল মিডিয়া আমাদের কি পরিমাণ মানসিক ক্ষতিসাধন করছে তা এই প্রবণতা থেকেই

অনুমেয়। এই ভার্চুয়াল অ্যাপ্রিসিয়েশন পাওয়ার তাগিদ আমাদের স্বাভাবিকতা নষ্ট করছে ক্রমাগত।

আরেকটা প্রবণতাও খুব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আমরা এখন ভাবছি আমাদের সোশ্যাল মিডিয়া বন্ধুরা আমাদের থেকে ভালো জীবন কাটাচ্ছে। ধরা যাক, আমার কোনও বন্ধু প্রবাসে একটি সুন্দর লেকের ধারে তার একটা অসাধারণ ছবি পোস্ট করেছে। আমার তখন মনে হবে যে তার জীবন কত ভালো। সে কী সুন্দর জীবনযাপন করছে। ভালো হোটেল বা ভালো জায়গায় ঘুরতে গিয়ে আজকাল সবাই ছবি পোস্ট করে।

এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে লাইফস্টাইল ব্লগ। আমরা অনেকেই মানতে চাই না সেগুলো স্ক্রিপ্টেড। প্রত্যেক মানুষের জীবন সুখ-দুঃখের মিশেল। সোশ্যাল মিডিয়ার লেন্সে অথবা একটি মাত্র মুহূর্তের অভিব্যক্তিতে একজনের মানসিক অবস্থা বোঝা সম্ভব কি? এই অর্থহীন তুলনা আমাদের ঠেলে দেয় অবসাদের গহ্বরের দিকে।

ফোকাস বা মনঃসংযোগের ওপরও অত্যধিক সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারের একটা কুপ্রভাব রয়েছে। আমরা যদি কাজের মাঝে বারবার মোবাইল দেখতে থাকি তবে তো এটা খুব স্বাভাবিক যে আমরা মন দিয়ে কাজটা করতে পারব না। কাজে ভুল হবে। আশানুরূপ ফল পাব না। যারা এখন ছাত্র, তাদের মধ্যে মনঃসংযোগের যে অভাব দেখা যাচ্ছে তার কিন্তু একটা বড় কারণ এই সোশ্যাল মিডিয়া।

এই প্রযুক্তির সুফলগুলো নিয়ে কোনও প্রশ্ন নেই। অনেক ক্ষেত্রেই বিপ্লব এনেছে এই প্রযুক্তি। কিন্তু এর কুপ্রভাব সম্পর্কে সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। নইলে বিপদ এড়ানো যাবে না।

(লেখক সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার, শিলিগুড়ির বাসিন্দা)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। রাজনীতির বাইরে সবরকম বিষয়ে। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com এবং uttarbangaedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৩৭৯৩

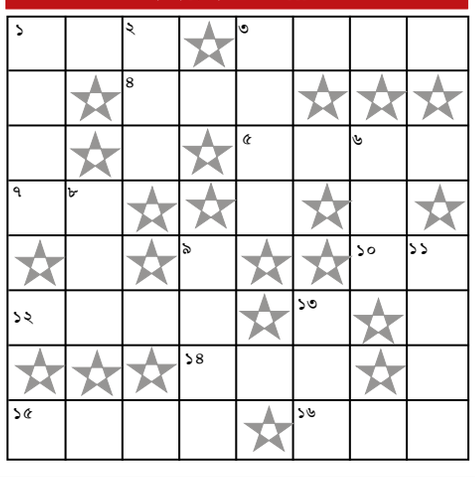

পাশাপাশি : ১। পালকি ৩। খেলার তাসের রং বা চিহ্নবিশেষ ৪। তরল পদার্থের পরিমাপবিশেষ ৫। দাঁড়কাক ৭। আওয়াজ, ধ্বনি, গুজব ১০। নতুন, নবীন ১২। বিরক্তিকর বাচালতা ১৪। মোটা লাঠি, ডান্ডা ১৫। জিনিসের দাম ও বেচাকেনার নিষ্পত্তি ১৬। বাদক, দক্ষ বাদক।

উপর-নীচ : ১। শুশুক ২। যমুনা নদী ৩। সর্বদা, অনবরত ৬। আইন, বিধান, বিধিব্যবস্থা ৮। দীন দরিদ্র, অনুকম্পার পাত্র ৯। প্রধানত লিখতে অক্ষম এমন কোনও ব্যক্তির পরিবর্তে যে সই করে ১১। বিরাট, দেহবিশিষ্ট, প্রকাণ্ডকায় ১৩। পুরাণে বর্ণিত অগ্নিমুখী সিন্ধুঘোটক।

সমাধান ■ ৩৭৯২

পাশাপাশি : ২। হস্তদন্ত ৫। হরেক ৬। দানসাগর ৮। কার ৯। সার ১১। করকমল ১৩। হারেম ১৪। মলমল।

উপর-নীচ : ১। দহরম ২। হক ৩। দহন ৪। বাহার ৬। দার ৭। সাদর ৮। কার্তিক ৯। সাল ১০। টলমল ১১। কয়েক ১২। মহল ১৩। হাল।

বিন্দুবিসর্গ

আইএলও'র রিপোর্টে কেন্দ্রকে আক্রমণ বিরোধীদের

ভারতীয় বেকারদের ৮৩% তরুণ

নয়াদিল্লি, ২৭ মার্চ : লোকসভা ভোটের আগে কেন্দ্রের অস্বস্তি বাড়াল ভারতে বেকারত্ব নিয়ে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) নয়া রিপোর্ট। আইএলও ও ইনস্টিটিউট ফর হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (আইএইচডি)-এর যৌথ উদ্যোগে তৈরি ওই রিপোর্ট অনুযায়ী, ভারতে কর্মহীনদের বড় অংশই তরুণ প্রজন্মের। ঘটনাচক্রে রিপোর্টটি প্রকাশ করেছেন কেন্দ্রের প্রধান আর্থিক উপদেষ্টা ভি অনন্ত নাগেশ্বরন।

বেকারত্ব প্রসঙ্গে তাঁর যুক্তি, 'সরকার সবক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করতে পারে না। প্রতিটি অর্থনৈতিক বা সামাজিক সমস্যায় সরকারি হস্তক্ষেপ ঠিক নয়। আমাদের এই মানসিকতা ছেড়ে বেরিয়ে আসতে হবে।' লোকসভা ভোটের প্রচারে যখন উন্নয়নকে প্রধান ইস্যু করতে চাইছে বিজেপি তখন আইএলও'র রিপোর্টকে কেন্দ্র করে বিতর্ক দানা বাঁধছে। কেন্দ্রকে নিশানা করেছে বিরোধীরা। নাগেশ্বরনের মন্তব্যের সমালোচনা করেছেন খোদ কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। এক্স হ্যান্ডেলে খাড়গে লিখেছেন, 'ক্রমবর্ধমান বেকারত্বে জর্জরিত আমাদের তরুণ সম্প্রদায় মোদি সরকারের উদাসীনতার শিকার। তাঁদের ভবিষ্যৎ ধ্বংস হচ্ছে। আইএলও'র রিপোর্ট বলছে, ভারতে বেকারত্বের সমস্যা ভয়াবহ। আমরা বেকারত্ব নামক একটি বিস্ফোরকের ওপর বসে রয়েছি। কিন্তু মোদি সরকারের প্রধান আর্থিক উপদেষ্টা তাঁর প্রিয় নেতাকে রক্ষা করছেন এই বলে যে, বেকারত্বের মতো সব আর্থ-সামাজিক সমস্যার সমাধান সরকারের কাছে নেই।'

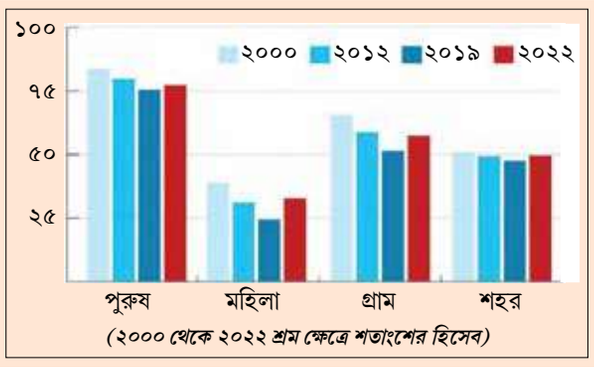

(২০০০ থেকে ২০২২ শ্রম ক্ষেত্রে শতাংশের হিসেব)

> সরকার সবক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করতে পারে না। প্রতিটি অর্থনৈতিক বা সামাজিক সমস্যায় সরকারি হস্তক্ষেপ ঠিক নয়। আমাদের এই মানসিকতা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে।
>
> **ভি অনন্ত নাগেশ্বরন**
> *কেন্দ্রের মুখ্য আর্থিক উপদেষ্টা*

> মোদি সরকারের প্রধান আর্থিক উপদেষ্টা তাঁর প্রিয় নেতাকে রক্ষা করছেন এই বলে যে, বেকারত্বের মতো সব আর্থসামাজিক সমস্যার সমাধান সরকারের কাছে নেই।
>
> **মল্লিকার্জুন খাড়গে**
> *কংগ্রেস সভাপতি*

প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী তথা প্রবীণ কংগ্রেস নেতা পি চিদম্বরমের কটাক্ষ, 'সবচেয়ে চমকপ্রদ স্বীকারোক্তি মুখ্য আর্থিক উপদেষ্টা করেছেন। তিনি বলেছেন, সরকার বেকার সমস্যার সমাধান করতে পারবে না। অবাক হলাম।' তৃণমূল নেত্রী সাগরিকা ঘোষ বলেন, 'ভারতে বেকারত্বের পরিস্থিতি ভয়াবহ। ৮৩ শতাংশ বেকার তরুণ সম্প্রদায়ের। প্রধানমন্ত্রীর আর্থিক উপদেষ্টা বলছেন, সরকার বেকার সমস্যার সমাধান করতে পারবে না। এটাই মোদি কি গ্যারান্টি।'

রিপোর্ট অনুযায়ী, ভারতীয় বেকারদের ৮৩ শতাংশ তরুণ সম্প্রদায়ের। ২০০০ সালে এই হার ছিল ৫৪.২ শতাংশ। শিক্ষিত বেকারদের মধ্যে পুরুষদের (৬২.২ শতাংশ) চেয়ে মহিলাদের (৭৬.৭ শতাংশ) সংখ্যা বেশি। উচ্চশিক্ষিতদের মধ্যে বেকারত্বের হার ২৪ বছর আগে যেখানে ৩৫.২ শতাংশ ছিল সেখানে ২০২২-এ তা প্রায় দ্বিগুণ হয়ে ৬৫.৭ শতাংশের গণ্ডি ছুঁয়েছে। রিপোর্টে লেখা, 'এটা ইঙ্গিত করে যে ভারতে বেকারত্বের সমস্যা তরুণদের বিশেষত শহুরে শিক্ষিতদের মধ্যে ক্রমশ ঘনীভূত হচ্ছে।' গবেষণায় দেখা গিয়েছে, ২০০০ থেকে '১৯ পর্যন্ত নতুন কাজের সুযোগ ও বেকারের সংখ্যা দুই সমান্তরালে বেড়েছিল। কিন্তু করোনার বছরগুলিতে কাজের সুযোগ অনেকটাই কমে যায়। ২০০০-এ কর্মরত তরুণদের অর্ধেক স্ব-নিযুক্তি প্রকল্পে যুক্ত ছিলেন। মাত্র ১৩ শতাংশের ছিল স্থায়ী চাকরি। বাকি ৩৭ শতাংশ অস্থায়ী কর্মী হিসাবে কাজ করতেন। ২০২২-এ এই হার ছিল যথাক্রমে ৪৭ শতাংশ, ২৮ শতাংশ এবং ২৫ শতাংশ।

ভারতে বেকারত্বের মোকাবিলায় রিপোর্টে ৫টি পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এগুলি হল- কর্মসংস্থানের বিষয়ে ধারাবাহিক প্রচার, কাজের মানোন্নয়ন, শ্রমবাজারে বৈষম্য মোকাবিলা, সক্রিয় শ্রমবাজারে দক্ষতা এবং নীতিকে শক্তিশালী করা, তরুণদের কর্মসংস্থানের বিষয়ে জ্ঞানের ঘাটতি পূরণ।

হাইকোর্টে স্বস্তি পেলেন না কেজরি

হেপাজতে চায় সিবিআই-ও

নয়াদিল্লি, ২৭ মার্চ : দিল্লি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেও স্বস্তি মিলল না কেজরিওয়ালের। ইডি'র বিরুদ্ধে তিনি যে অভিযোগ তুলেছেন তাতে কেন্দ্রীয় এজেন্সির জবাব তলব করে বুধবার একটি নোটিশ জারি করেছেন হাইকোর্টের বিচারপতি স্বরানাকান্ত শর্মা। ২ এপ্রিলের মধ্যে ইডি'কে জবাব দিতে বলা হয়েছে। ৩ এপ্রিল ফের শুনানি হবে। অর্থাৎ অন্তত এক সপ্তাহের জন্য ইডির হেপাজতে আটকেই রইলেন আপ সুপ্রিমো। দিল্লি হাইকোর্ট বলেছে, কেজরিওয়ালের গ্রেপ্তারি এবং হেপাজতে রাখা নিয়ে একাধিক আইনি প্রশ্ন জড়িয়ে রয়েছে। এই ধরনের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের শুনানি একতরফা হতে পারে না। তাই যেখানে ইডি'কে ২৬ তারিখ আবেদনের কপি দেওয়া হয়েছে তখন তাদের জবাব দেওয়ার সুযোগ দিতে হবে। কেজরির আইনজীবী অভিষেক মনু সিংভি জানান, দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীকে যেভাবে গ্রেপ্তার এবং ইডি হেপাজতে রাখা হয়েছে তা সংবিধানের মূল কাঠামোর পরিপন্থী। একজন মুখ্যমন্ত্রী আদর্শ আচরণবিধি কার্যকর থাকাকালীন গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ইডি'র উচিত, কেন তাঁকে গ্রেপ্তার করা জরুরি হয়ে পড়ল সেটা আদালতকে দেখানো।

একা ইডিতে রক্ষে নেই, সিবিআই দোসর।

লোকসভা ভোটের মুখে আপ সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়ালের বিরুদ্ধে ইডি'র পাশাপাশি সিবিআই-ও সক্রিয় হচ্ছে। আবগারি দুর্নীতিতে বর্তমানে ইডি হেপাজতে রয়েছেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। বৃহস্পতিবার তাঁকে ফের রাউজ অ্যাভিনিউ আদালতে পেশ করা হবে। ইডি'র গ্রেপ্তারি এবং তাঁকে নিজেদের হেপাজতে রাখার বিরুদ্ধে কেজরিওয়াল যখন দিল্লি হাইকোর্টে আইনি লড়াই চালাচ্ছেন তখন একই অভিযোগে তাঁকে নিজেদের হেপাজতে নিতে চাইছে সিবিআই-ও। একটি সূত্র জানিয়েছে, শীঘ্রই এমন দাবি জানিয়ে আদালতের দ্বারস্থ হবে সিবিআই। ইডি হেপাজতের মেয়াদ পূর্ণ হলেই কেজরিওয়ালকে নিজেদের হেপাজতে নেওয়ার আর্জি জানাবে অপর কেন্দ্রীয় এজেন্সি।

এদিকে কেজরিওয়ালের সঙ্গে দেখা করার পর তাঁর স্ত্রী সুনীতা এদিনও তাঁর স্বামীর মঞ্চ ব্যবহার করে ইডিকে নিশানা করেন। মুখ্যমন্ত্রী-পত্নী বলেন, আবগারি দুর্নীতিতে যাবতীয় সত্যি আদালতে জানিয়ে দেবেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল। এক সাংবাদিক বৈঠকে তিনি বলেন, 'দিল্লির সিভিল লাইন্স এলাকায় আমাদের বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে ইডি মাত্র ৭৩ হাজার টাকা পেয়েছে। তথাকথিত ওই আবগারি কেলেঙ্কারিতে ইডি ২৫০টিরও বেশি তল্লাশি চালিয়েছে। তারা আরও টাকা বের করতে চাইছে। যদিও সেই টাকা এখনও খুঁজে পায়নি তারা। অরবিন্দ কেজরিওয়াল ২৮ তারিখ আদালতে আবগারি দুর্নীতির টাকা কোথায় রয়েছে সেই কথা জানাবেন। আমার স্বামী একজন সত্যিকারের দেশপ্রেমিক, অকুতোভয় এবং সাহসী মানুষ।'

গান্ধিমূর্তির সামনে কেজরিওয়ালের সমর্থনে আপ সমর্থকরা। বুধবার নয়াদিল্লিতে।

মহারাষ্ট্রে জোটে অস্বস্তি

মুম্বই, ২৭ মার্চ : মহারাষ্ট্রে আসনরফা নিয়ে অস্বস্তি কিছুতেই কাটছে না এমভিএ তথা ইন্ডিয়া জোটে। বুধবার উদ্ধব ঠাকরের শিবসেনা (ইউবিটি) রাজ্যের ১৭টি আসনে নিজেদের প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেছে। তার মধ্যে মুম্বইয়ের চারটি আসনও রয়েছে। যা দেখে প্রকাশ্যে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন প্রদেশ কংগ্রেস নেতারা। তাঁদের অভিযোগ, যে আসনগুলি নিয়ে এমভিএ-র মধ্যে দর কষাকষি চলছে সেই আসনগুলিতে নিজেদের প্রার্থী দেওয়া ঠিক হয়নি শিবসেনা (ইউবিটি)-র। এদিকে আসনরফা নিয়ে টানাপোড়েনের মধ্যেই জোট ছেড়ে একলা চলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রকাশ আম্বেদকরের বঞ্চিত বহুজন আঘাড়ি। সম্প্রতি মুম্বইয়ের শিবাজি পার্কে রাহুল গান্ধির ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রার সমাপ্তি অনুষ্ঠানে উদ্ধব এবং প্রকাশ আম্বেদকর উপস্থিত ছিলেন। দুজনে বিজেপিকে হারানোর বার্তা দিয়েছিলেন। কিন্তু আসনরফা নিয়ে এমভিএ-তে অস্বস্তি যেভাবে বেলাগাম হচ্ছে তাতে ভোটে ধাক্কা খাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল।

খোঁজ মিলল মেয়র-কন্যার

পানাজি, ২৭ মার্চ : সোমবার থেকে নিখোঁজ ছিলেন। ৪৮ ঘণ্টা পরে বুধবার খোঁজ মিলল নেপালের ধানগড়ি উপ-মহানগরীর মেয়রের নিখোঁজ কন্যা আরতি হামালের। ৩৬ বছর বয়সি আরতিকে পাওয়া গিয়েছে মান্দ্রেম হোটেলে। মেয়েকে পাওয়ার খবরে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন বাবা গোপাল হামাল। আরতিকে শেষ দেখা গিয়েছিল গোয়ার সৈকতে। আরতির বন্ধুদের মারফত মেয়ের নিখোঁজ হওয়ার খবর পেয়েছিলেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট দেন। নিখোঁজ ডায়ারি হয়। শুরু হয় ব্যাপক তল্লাশি। দিদির সন্ধান পাওয়ায় সাহায্যকারীদের সোশ্যাল মিডিয়ায় ধন্যবাদ জানিয়েছে বোন আরজু।

বিজেপিতে আপ সাংসদ

নয়াদিল্লি, ২৭ মার্চ : লোকসভা নির্বাচনের মুখে আপের একমাত্র লোকসভা সাংসদ সুশীল কুমার রিঙ্কু বিজেপিতে যোগ দিলেন। এছাড়াও বুধবার বিধায়ক শীতল আঙ্গুরাল পদ্মশিবিরে যোগ দেন। ২০২৩ সালের জলন্ধর উপনির্বাচনে আপের টিকিটে জিতে সাংসদ হয়েছিলেন সুশীল কুমার রিঙ্কু। তার আগে কংগ্রেসে ছিলেন। পঞ্জাব বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের ভরাডুবির পর আপ দলে নাম লেখান। এক বছরের মধ্যে ফের দল বদল। বিজেপি থেকে হয়ত লোকসভার প্রার্থী হবেন তিনি।

তীব্র গরমের মধ্যে ছাতা হাতে তাজমহলের সামনে ফোটোশুট বিদেশিনীদের। বুধবার আগ্রায়।

দাবি সীতারামনের স্বামীর

নির্বাচনি বন্ড বিশ্বের বৃহত্তম দুর্নীতি

নয়াদিল্লি, ২৭ মার্চ : নির্বাচনি বন্ড শুধু ভারতের নয়, বিশ্বের সবচেয়ে বড় কেলেঙ্কারি। এমনটাই মত বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ পরাকলা প্রভাকরের। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে বাতিল হলেও, নির্বাচনে কালো টাকার রমরমা ঠেকাতেই নির্বাচনি বন্ডের মাধ্যমে রাজনৈতিক দলগুলিকে অনুদান দেওয়ার ব্যবস্থা চালু করা হয়েছিল বলে দাবি করছেন বিজেপি নেতারা। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। পরাকলা প্রভাকর হলেন সীতারামনের স্বামী। তাঁর অবস্থান বিজেপির পক্ষে অস্বস্তিকর বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

এক সাক্ষাৎকারে প্রভাকর দাবি করেন, নির্বাচনি বন্ড ইস্যুতে তৈরি হওয়া বিতর্ক ভোটের ময়দানে বিজেপির ক্ষতি করবে। তিনি বলেন, 'আগামীদিনে নির্বাচনি বন্ড ইস্যুটি আজকের চেয়ে অনেক বেশি গতি পাবে। সবাই বুঝতে পারছেন নির্বাচনি বন্ড শুধু ভারতের সবচেয়ে বড় কেলেঙ্কারি নয়। পৃথিবীর বৃহত্তম কেলেঙ্কারি। এর জন্য বর্তমান সরকারকে ভোটাররা কঠোর শাস্তি দেবেন।' নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, নির্বাচনি বন্ডের মাধ্যমে ২০১৯-এর ১২ এপ্রিল থেকে গত ১৫ ফেব্রুয়ারির মধ্যে সবচেয়ে বেশি অনুদান পেয়েছে বিজেপি। কেন্দ্রের শাসকদলের তহবিলে এই বাবদ ৬,৯৮৬.৫ কোটি টাকা জমা পড়েছে। তৃণমূল কংগ্রেস পেয়েছে ১,৩৯৭ কোটি টাকা। প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেসের ঝুলিতে গিয়েছে ১,৩৩৪ কোটি টাকা।

> নির্বাচনি বন্ড শুধু ভারতের সবচেয়ে বড় কেলেঙ্কারি নয়। পৃথিবীর বৃহত্তম কেলেঙ্কারি। এর জন্য বর্তমান সরকারকে ভোটাররা কঠোর শাস্তি দেবেন।
>
> **পরাকলা প্রভাকর**

মহুয়াকে ফের সমন ইডি'র

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২৭ মার্চ : হেমন্ত সোরেন, অরবিন্দ কেজরিওয়ালের পর এবার ইডি নিশানা করল কৃষ্ণনগর লোকসভা আসনের তৃণমূল প্রার্থী তথা বহিষ্কৃত সাংসদ মহুয়া মৈত্রকে। বুধবার বিদেশি মুদ্রা ম্যানেজমেন্ট আইন বা ফেমা লঙ্ঘনের একটি মামলায় তাঁকে সমন পাঠিয়েছে ইডি। কৃষ্ণনগরে ভোটের প্রচারে ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও মহুয়াকে ইডি'র সদরদপ্তরে বৃহস্পতিবার ডেকে পাঠিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। এর আগে দু-বার সমন পাঠানো হয়েছিল মহুয়াকে। কিন্তু দু-বারই অন্য কাজে ব্যস্ত রয়েছেন ইডি দপ্তরে হাজিরা এড়িয়ে গিয়েছিলেন তৃণমূলের এই দাপুটে নেত্রী। যদিও এখনও পর্যন্ত মহুয়া মৈত্রর তরফে এই প্রসঙ্গে কোনও মন্তব্য করা হয়নি। তবে তিনি আগেই জানিয়েছিলেন, তিনি কোনও অন্যায় কাজ করেননি এবং দাবি করেছেন যে তিনি আদানি গ্রুপের চুক্তি নিয়ে প্রশ্ন করায় তাকে টার্গেট করা হচ্ছে।

মহুয়ার পাশাপাশি ফেমা মামলায় তলব করা হয়েছে দুবাইয়ের ব্যবসায়ী দর্শন হিরানান্দানিকেও। তাঁকেও বৃহস্পতিবার জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। দর্শনকে এর আগেও পৃথক একটি ফেমা মামলায় সমন পাঠানো হয়েছিল। ইডি'র মুম্বই দপ্তরে দর্শনের বাবা নিরঞ্জন হীরানান্দানি সাক্ষ্য দিয়ে এসেছেন। সংসদে বিজেপি এবং মোদি সরকারের বিরুদ্ধে সরব মহুয়াকে গত বছর ডিসেম্বর মাসে অনৈতিক কার্যকলাপের দায়ে লোকসভা থেকে বহিষ্কৃত করা হয়েছিল। টাকার বিনিময়ে প্রশ্নের অভিযোগ উঠেছে তাঁর বিরুদ্ধে। টাকার বিনিময়ে প্রশ্ন কাণ্ডে গত শনিবার কলকাতায় মহুয়ার বাবার ফ্ল্যাট, করিমপুরে মহুয়ার বাড়ি ও তাঁর কার্যালয়ে তল্লাশি চালায় সিবিআই। গত ১৯ মার্চ মহুয়া মৈত্রের বিরুদ্ধে টাকার বিনিময়ে প্রশ্ন মামলায় সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দেয় লোকপাল। তারপরই এই মর্মে তল্লাশি চালাতে মহুয়া মৈত্রের একাধিক ঠিকানায় তল্লাশি চালায় সিবিআই।

মার্কিন কূটনীতিককে কড়া বার্তা দিল্লির

নয়াদিল্লি, ২৭ মার্চ : কেজরিওয়ালের গ্রেপ্তারি নিয়ে মার্কিন বিদেশ দপ্তর মন্তব্য করার পরেই সেদেশের এক শীর্ষ কূটনীতিককে তলব করল নয়াদিল্লি। বুধবারই ওই কূটনীতিককে নয়াদিল্লিতে প্রতিরক্ষামন্ত্রকের সাউথ ব্লকের দপ্তরে ডেকে পাঠানো হয়। প্রায় ৪০ মিনিট ধরে বৈঠক চলে দুই তরফের। কেন ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে মন্তব্য করেছে আমেরিকা, সেই বিষয়ে মার্কিন দূতাবাসের ব্যাখ্যা চাওয়া হয়।

আমেরিকার বিদেশ দপ্তরের মুখপাত্র ম্যাথু মিলার বলেন, দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী কেজরিওয়ালের গ্রেপ্তারিতে তাঁরা উদ্বিগ্ন এবং এ বিষয়ে নজর রাখা হচ্ছে। একই সঙ্গে কেজরিওয়ালের ক্ষেত্রে 'স্বচ্ছ, অবাধ আইনি প্রক্রিয়া'র জন্য নয়াদিল্লির কাছে আর্জি জানায় ওয়াশিংটন। বুধবার ভারতে আমেরিকার দূতাবাসের কার্যনির্বাহী সহকারী প্রধান গ্লোরিয়া বারবেনাকে তলব করা হয়।

বুধবারের বৈঠকের পর বিদেশমন্ত্রকের তরফে একটি বিবৃতি দিয়ে ভারতের আইনি প্রক্রিয়া নিয়ে আমেরিকার বিদেশ দপ্তরের মুখপাত্রের করা মন্তব্যের নিন্দা করা হয়। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'কূটনীতিতে আশা করা হয় যে, দেশগুলি অন্য দেশের সার্বভৌমত্ব এবং অভ্যন্তরীণ অখণ্ডতার বিষয়ে শ্রদ্ধাশীল হবে। অন্যথায় খারাপ ও অবাঞ্ছিত দৃষ্টান্ত তৈরি হবে।' বিবৃতিতে আরও বলা হয়, ভারতে আইন-আদালতের পাশাপাশি একটি স্বাধীন বিচার ব্যবস্থা রয়েছে, যার দ্বারা ন্যায়বিচারের প্রক্রিয়াটি সুসম্পন্ন হয়। এ নিয়ে বাইরে থেকে উদ্বেগ প্রকাশ করার অর্থ, দেশের সার্বভৌম ব্যবস্থাকে অস্বীকার করা।

এর আগে কেজরিওয়ালের গ্রেপ্তারি নিয়ে মন্তব্য করার জন্য ভারতের জার্মান দূতাবাসের উচ্চপদস্থ কূটনীতিক জর্জ এনজোয়েলারকে তলব করেছিল বিদেশমন্ত্রক।

ভারতীয় নাবিকদের প্রশংসায় বাইডেন

বাল্টিমোর, ২৭ মার্চ : আমেরিকার বাল্টিমোর শহরের সেতু বিপর্যয়ের ঘটনায় এখনও পর্যন্ত ৬ জন নিখোঁজ। এই ছয়জনই রাতে প্যাটাপসকো নদীর ওপরে ফ্রান্সিস স্কট কি সেতুতে মেরামতির কাজে ব্যস্ত ছিলেন। সে সময়ই নিয়ন্ত্রণ হারানো জাহাজের সঙ্গে সেতুর সংঘর্ষ হয়। নদীর জলে পড়ে যান নির্মাণ শ্রমিকরা। স্থানীয় প্রশাসনের আশঙ্কা, নিখোঁজ ওই ছয়জনের মধ্যে কেউই বেঁচে নেই।

দুর্ঘটনায় পড়া পণ্যবাহী জাহাজটিতে মোট ২২ জন নাবিক ছিলেন। তাঁরা সকলেই ভারতীয়। তাঁরা নিরাপদ ও সুস্থ আছেন। দুর্ঘটনার পরই ভারতীয় নাবিকরা জলে নেমে উদ্ধারকাজে হাত লাগান। দুর্ঘটনার কিছু আগে তাঁরা মে ডে কল (জরুরি সাহায্যের আন্তর্জাতিক সংকেত) দিয়ে সতর্ক করে দেন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে। ওই সংকেত পাওয়ার পরেই সেতুতে যান চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়। ফলে বহুজন বেঁচে যান। ভারতীয় নাবিকদের এহেন ভূমিকার প্রশংসা করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। তিনি বলেন, 'ভারতীয় নাবিকদের তৎপরতায় বহু প্রাণহানি আটকানো সম্ভব হয়েছে।' মেরিল্যান্ডের গভর্নর ওয়েস মুর ভারতীয় নাবিকদের অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, 'ওঁরাই প্রকৃত বীর।' তাঁর দাবি, 'সেতুতে কোনও ত্রুটি ছিল না। আকস্মিক বিদ্যুৎ বিপর্যয়ের জেরেই জাহাজের কলকবজা বিকল হয়ে দুর্ঘটনা ঘটে।'

মঙ্গলবার স্থানীয় সময় রাত দেড়টা নাগাদ জাহাজের ধাক্কায় সেতুটি ভেঙে পড়ে। অন্তত ২০ জন নদীর জলে তলিয়ে যান। তাঁদের মধ্যে ছয়জনকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি বলে জানান আমেরিকার কোস্টগার্ড কমান্ডের রিয়ার অ্যাডমিরাল শ্যানন গিলরথ। নিখোঁজ ছয় শ্রমিক মেক্সিকো, গুয়াতেমালা, হন্ডুরাস এবং এল সালভাদরের নাগরিক। তিনি আরও জানান, প্রতিকূল পরিস্থিতির জন্য উদ্ধারকাজ বন্ধ রাখতে হয়েছে। জলের স্রোত এবং তাপমাত্রার জন্য নদীতে ডুবুরি নামিয়ে তল্লাশি চালানো কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

> ভারতীয় নাবিকদের তৎপরতায় বহু প্রাণহানি আটকানো সম্ভব হয়েছে।
>
> **জো বাইডেন**

উত্তরপ্রদেশে প্রচারে সপা চায় মমতাকে

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ২৭ মার্চ : উত্তরপ্রদেশে লোকসভা ভোটের প্রচারে যাওয়ার জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে অনুরোধ সমাজবাদী পার্টির। উত্তরপ্রদেশের ভাদোহি লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী, প্রয়াত প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কমলাপতি ত্রিপাঠীর পৌত্র ললিতেশপতি ত্রিপাঠীর ভোটের প্রচারে আসতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সূত্রের খবর, ইতিমধ্যেই সমাজবাদী পার্টির পক্ষ থেকে অখিলেশ যাদব মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে অনুরোধ করেছেন উত্তরপ্রদেশের তৃণমূলের একমাত্র প্রার্থী ললিতেশপতি ত্রিপাঠীর হয়ে ভোটের প্রচারে আসার জন্য। যদিও মুখ্যমন্ত্রীর তরফে এখনও পর্যন্ত কোনও আশ্বাস দেওয়া হয়নি, তবে তৃণমূল সূত্রে জানা গিয়েছে, দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বা শারীরিকভাবে সুস্থ থাকলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে দলীয় প্রার্থীর হয়ে ভোট প্রচারে আসবেন উত্তরপ্রদেশে।

পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের সঙ্গে আসন সমঝোতা না হলেও, উত্তরপ্রদেশে ইন্ডিয়া জোটের অপর এক শরিক সমাজবাদী পার্টির সঙ্গে একটি আসনে সমঝোতা হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসের। উত্তরপ্রদেশের ভাদোহি লোকসভা কেন্দ্র থেকে লড়বেন তৃণমূল প্রার্থী উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কমলাপতি ত্রিপাঠীর পৌত্র ললিতেশপতি ত্রিপাঠী। ২০২১ সালে তৃণমূলে যোগ দিয়েছিলেন তিনি। এই প্রসঙ্গে সমাজবাদী পার্টির নেতা কিরণময় নন্দ জানিয়েছেন, 'যেহেতু তৃণমূল প্রার্থী লড়ছেন তাই তৃণমূলের কোনও শীর্ষস্থানীয় নেতার অবশ্যই সেখানে প্রচারে আসা উচিত। ইতিমধ্যেই আমরা সেখানে প্রচার শুরু করে দিয়েছি তৃণমূলের হয়ে। আমাদের কয়েকজন বিধায়ক সেখানে প্রচার চালাচ্ছেন। আমরা আশা করব তৃণমূলও নিজেদের কেন্দ্রে প্রচারে আসবে।'

মোদিকে সমর্থন হেনস্তার শিকার ভারতীয় ছাত্র

লন্ডন, ২৭ মার্চ : তিনি এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, মোদির নেতৃত্ব ভারতের উন্নতি সমর্থন করেন। তিনি বিজেপি সরকারের সমর্থক। তিনি লন্ডন স্কুল অফ ইকনমিক্সে আইনে স্নাতকোত্তরের ছাত্র পুনের সত্যম সুরানা গত বছর এখানকার ভারতীয় হাইকমিশনে খালিস্তানি হামলার সময় মাটিতে লুটোনো তেরঙা হাতে তুলে নিয়েছিলেন। সত্যম এবার ছাত্র সংসদের নির্বাচনে সাধারণ সম্পাদকের পদে প্রার্থী হয়েছেন। তাঁর অভিযোগ, মোদিকে সমর্থন করায় তাঁকে ফ্যাসিবাদী তকমা দিয়ে নির্বাচনের মুখে সুপরিকল্পিতভাবে প্রচার চালানো হচ্ছে। চলতি বছরের শেষদিকে সত্যম সুরানার কোর্স শেষ হয়ে যাওয়ার কথা।

'স্ত্রীদের ভারতীয় শাড়ি পোড়াবেন?'

ঢাকা, ২৭ মার্চ : বহুদিন থেকে ভারতীয় পণ্য বর্জনের ডাক দিয়েছে বিএনপি। খালেদার দলের পড়শি দেশের পণ্য বর্জনের বিষয়টি বিশ্বাসযোগ্য হবে, যদি বিএনপি নেতারা তাঁদের স্ত্রী'দের ভারত থেকে আনা শাড়ি পুড়িয়ে ফেলেন। বুধবার এই মন্তব্য করে বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট পার্টি(বিএনপি)-র সমালোচনা করলেন প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামি লিগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা। তিনি বলেছেন, ভারতীয় পণ্য বিএনপি নিজে বর্জন করছে কিনা সেটা দেখাক। ভারতীয় মশলা ছাড়া তাঁরা খাবার খেতে পারবেন কিনা তাও জানাক।

> বিএনপিকে প্রশ্ন হাসিনার

বুধবার তেজগাঁওয়ে আওয়ামি লিগের কার্যালয়ে আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন হাসিনা। তিনি বলেন, বেশ কিছুদিন ধরেই ভারতীয় পণ্য বর্জনের আহ্বান জানিয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচার চলছে। বিএনপির একাংশ তাতে সমর্থন জানিয়েছে। হাসিনা এও বলেন, 'আমি দেখেছি, ইদের আগে বিএনপি মন্ত্রীদের স্ত্রী'রা ভারত থেকে শাড়ি এনে বিক্রি করতেন।'

বিএনপির এক শীর্ষ নেতার দাবি, এই বিষয়ে তাঁদের দলে কোনও আলোচনা বা সিদ্ধান্ত হয়নি। সোমবার নয়া পল্টনে বিএনপির সমাবেশে কিন্তু ভারতীয় পণ্য বর্জনের ব্যানার দেখা যায়।

‘অভিষেক’: একটি সহজ আলোচনা

পলাশপ্রিয়া মণ্ডল, *শিক্ষিকা*
শ্রী নরসিংহ বিদ্যাপীঠ
শিবমন্দির, শিলিগুড়ি

মাইকেল মধুসূদন দত্তের লেখা ‘মেঘনাদবধ কাব্য’-এর ‘অভিষেক’- দশম শ্রেণির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পাঠ্যাংশ। বেশিরভাগ ছাত্রছাত্রী এই কাব্যাংশটি পড়তে অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। তাই একটু সহজ আলোচনার মাধ্যমে ‘অভিষেক’ এর সামগ্রিক ধারণা তৈরির চেষ্টা রইল।

আমরা জানি ভারতীয় মহাকাব্য রামায়ণের কাহিনীকে ভিত্তি করেই ‘মেঘনাদবধ কাব্য’ রচিত। যদিও মধুসূদনের যুক্তিবাদী,আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি রাবণ গোধন উদ্ধারের জন্য সেভাবেই বীর মেঘনাদ তাড়াতাড়ি যুদ্ধসাজে সজ্জিত হন। স্বামীর এই আকস্মিক যুদ্ধযাত্রা স্ত্রী প্রমীলার কাছে যন্ত্রণার। তিনি স্বামীকে অনুরোধ করেন তাকেও সঙ্গে নিয়ে যেতে। কিন্তু মেঘনাদ স্ত্রীকে যথাযোগ্য সম্মান দেন ও ফিরে আসার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিদায় নেন। লঙ্কার হৃত গৌরব পুনরুদ্ধার এবং ভ্রাতৃহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের সংকল্প নিয়ে রথে আরোহণ করেন ইন্দ্রজিৎ।

বায়ুপথে বিশাল রথে মেঘনাদ এসে অবতরণ করেন যুদ্ধক্ষেত্রে। রাক্ষস সৈন্যকুল মেঘনাদকে দেখে মহানন্দে গর্জন করে ওঠে। বীর পুত্র পিতা রাবণের চরণে প্রণাম করেন এবং রাঘব বধের আদেশ প্রার্থনা করেন। যুদ্ধের পূর্বে রাবণ মেঘনাদকে নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে ইষ্টদেবের পুজো করতে বলেন এবং বিধিপূর্বক গঙ্গাজল নিয়ে মেঘনাদকে সেনাপতির পদে অভিষিক্ত করেন।

ও রক্ষকুল সম্পর্কে আবহমান ভারতীয় ধারণার মূলে আঘাত করেছে এবং অত্যন্ত আকর্ষণীয় করে তুলেছে। তবুও মূলত দুটো কারণে ‘মেঘনাদবধ কাব্য’ তথা ‘অভিষেক’ ছাত্রদের কাছে ভীতিপ্রদ -

1.ভাষা নির্মাণ, শব্দার্থ।
2. অমিত্রাক্ষর ছন্দ।

এবার ধাপে ধাপে আমরা সেই আলোচনা করব।

কবি পরিচিতি স্বল্পকথায়- মধুসূদনের জন্ম ১৮২৪-এর ২৫ জানুয়ারি বাংলাদেশের যশোহর জেলার সাগরদাঁড়ি গ্রামে। বাংলা সাহিত্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দ, সনেট, পত্রকাব্যের প্রবর্তক। ‘মেঘনাদবধ কাব্য’ তাঁর লেখা বাংলা ভাষার প্রথম সার্থক সাহিত্যিক মহাকাব্য।

‘অভিষেক’ মেঘনাদবধ কাব্যের নয়টি সর্গের একেবারে প্রথম সর্গ।

বিষয় সংক্ষেপ:

লক্ষ্মী মেঘনাদের ধাত্রী প্রভাষার রূপ ধরে প্রমোদ উদ্যানে এসে ইন্দ্রজিৎকে বীরবাহুর মৃত্যুসংবাদ দিয়ে রাবণের রণসজ্জার কথা জানান। মায়াবী মানব রাম বেঁচে আছেন- একথা জানতে পেরে মেঘনাদ বিস্মিত হন এবং নিজেকে ধিক্কার জানান। যখন স্বর্ণলঙ্কা শত্রুর আক্রমণে বিপর্যস্ত তখন প্রমোদ উদ্যানে তিনি বিলাস যাপন করছেন? এ যে অশোভনীয়। তিনি রথ আনার আদেশ দেন।

যেভাবে কার্তিকেয় সেজেছিলেন তারকাসুরকে বধ করতে কিংবা বৃহন্নলারূপী অর্জুন যোদ্ধাবেশ ধারণ করেছিলেন বিষয়বস্তু এবং শব্দার্থ মনে রাখার উপায় কিন্তু একটাই- তা হল কাব্যটি বারবার পড়া। পেন্সিল দিয়ে বইয়ের পাতায় পাঠ্য শব্দগুলির পাশে অর্থগুলি লিখে রাখলে পড়তে গিয়ে তা বারবার চোখে পড়বে-যা মনে রাখার জন্য সহজ। আবার পাশে একটি অর্থের তালিকাও রাখা যেতে পারে। (অম্বুরাশিসুতা- সমুদ্র কন্যা লক্ষ্মী, বৈরিদল- শত্রুদল, কুসুমদাম- ফুলগুচ্ছ ইত্যাদি।)

ক্লাসে শিক্ষক-শিক্ষিকা যখন কাব্যাংশটি পাঠ করবেন তখন মনোযোগ সহকারে শুনবে। অমিত্রাক্ষর ছন্দপাঠে যতির ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ- কোথায় কতটা থামতে হবে এবং সেই অংশটুকুর অর্থ জানা- এই দুইয়ের সমন্বয় সাধন জরুরি।

মেঘনাদ, রাবণ, রাম- এই চরিত্রগুলির জন্য যে বিশেষণগুলি ব্যবহার করা হয়েছে তা লক্ষণীয়। আলাদাভাবে মনে রাখতে সেগুলির একটি তালিকা বানানো যেতে পারে। (যেমন- মেঘনাদকে ‘বীরেন্দ্রকেশরী’, ‘মহাবাহু’, ‘তরুকুলেশ্বর’ ইত্যাদি উপমায় ভূষিত করেছেন কবি।

প্রচুর সন্ধি এবং সমাস যুক্ত শব্দ রয়েছে। সেগুলিও জেনে নিতে হবে। যেমন-দশাননাত্মজ= দশ+আনন+আত্মজ [সন্ধি],

ইন্দ্রজিৎ- ইন্দ্রকে জয় করেছেন যিনি [উপপদ তৎপুরুষ সমাস] ইত্যাদি।

পরিশেষে বলব, বাংলা ভাষার এই সুমধুর কাব্যাংশটি পড়তে গিয়ে ভয় পেও না, ভালোবেসে ধৈর্য নিয়ে পড়ো-আত্মস্থ হবেই। শুভকামনা রইল।

জনমন জনমত

জনমন জনমতে চিঠি

বিকাশ সাহা, *শিক্ষক*
জোড়াই উচ্চবিদ্যালয়
জোড়াই, কোচবিহার

আমাদের প্রথমেই জানতে হবে Editorial letter কী এবং কী উদ্দেশ্যে লেখা হয়। Editorial letter হল যে কোনও একটি নিউজপেপারের সম্পাদকের (Editor) উদ্দেশে তোমার এলাকা বা রাজ্য বা দেশের কোনও একটি সমস্যার কথা জানিয়ে লেখা চিঠি। Editor-এর উদ্দেশে কোনও সমস্যার কথা জানিয়ে চিঠি লেখার উদ্দেশ্য হল তিনি যেন সেই সমস্যার বিষয়ে তার পত্রিকার সম্পাদকীয় কলামে লেখেন যাতে করে সেই সমস্যার কথা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের গোচরে আসে ও তাঁরা সেই সমস্যা সমাধানে উদ্যোগী হন।

Writing skills-এর প্রতিটি item লেখার ক্ষেত্রে তোমাদের অবশ্যই কিছু structure মেনে লিখতে হয়। যথাযথভাবে structure মেনে না লিখলে নম্বর কাটা যায়। একটি Editorial letter-এর বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ রয়েছে। এগুলি নির্দিষ্ট স্থানে যথাযথভাবে লিখতে হবে। এই অংশগুলি হল :

1. Heading (Name and Designation of the addressee)
2. Subject
3. Salutation/Greeting
4. Body of the letter
5. Subscription
6. Signature of the writer of the letter
7. Place
8. Date

এসো দেখে নেওয়া যাক উপরোক্ত অংশগুলি খাতার কোথায় কোনটি লিখতে হয়।

খাতার একদম ওপরে বাঁ দিকে To লিখে নীচে The Editor লিখতে হয়। (মনে রাখবে To-এর পর কমা বসবে না)। এরপর যে Newspaper-এর Editor-এর উদ্দেশে লেখা হচ্ছে সেই Newspaper এর নাম ও ঠিকানা লিখতে হবে।

Newspaper-এর নাম, ঠিকানার নীচেই একটু ডান দিকে (খাতার মাঝবরাবর) letter-এর subject লিখবে। Editorial letter-এর যে প্রশ্নটি থাকবে সেখানেই তোমরা letter-এর subject-টি পেয়ে যাবে। সাধারণত প্রশ্নে about বা against-এর পর যে অংশটি থাকে সেটিই subject হয়। তোমরা প্রশ্নটি ভালো করে পড়ে বুঝে নিয়ে একটি suitable subject লিখবে এবং subject-টি অবশ্যই underline করবে।

এরপর subject-এর নীচে বাঁ দিকে Sir লিখে একটা কমা দিয়ে নীচের লাইনে একটু ডানদিক থেকে letter-এর মূল বিষয়বস্তু লিখতে হয়। অর্থাৎ Body of the letter। এই অংশে letter-এর বিষয়বস্তুর বিস্তারিত ব্যাখা দিতে হয়। অর্থাৎ যে সমস্যা নিয়ে তুমি Newspaper-এর Editor-কে লিখতে চাইছ সেই সমস্যার কারণ, ফলাফল ইত্যাদি বিশদে লিখতে হবে।

দশম শ্রেণি
ইংরেজি

মাধ্যমিকের Writing Skill-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল Letter Writing। তোমরা জানো letter মূলত দু’রকমের হয়ে থাকে। Formal letter ও Informal letter। আজ আমি মাধ্যমিকের জন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ Formal letter নিয়ে আলোচনা করব। সেটি হল Editorial letter।

Body of the letter অংশটি তিনটি paragraph-এ লিখবে। এক্ষেত্রে প্রথম ও তৃতীয় paragraph-টি তোমরা চাইলে সব editorial letter-এর ক্ষেত্রে মোটামুটিভাবে একই রকম লিখতে পারো। আমি তোমাদের জন্য প্রথম ও তৃতীয় paragraph-এর একটি করে নমুনা দিচ্ছি।

1st Paragraph :

Through the column of your esteemed daily I would like to raise my voice against the problem/ matter of taking selfie at risky zones by youths and students.

এখানে underlined অংশটুকু Subject of the letter। যে কোনও editorial letter-এর ক্ষেত্রে Body of the letter-এর 1st Paragraph-এ শুধুমাত্র underlined অংশটুকু replace করে (এখানে subject of the letter লিখতে হবে) তোমরা এই paragraph-টি লিখতে পারো।

3rd Paragraph :

Therefore, I would like to request you to write a strong editorial highlighting the above issue so that the concerned authority feels the need of taking necessary steps to solve the problem as early as possible.

এই paragraph-টি তোমরা যে কোনও editorial letter-এ অপরিবর্তিত রেখে লিখে দিতে পারো।

মাঝের paragraph অর্থাৎ 2nd paragraph-এ তোমার যে সমস্যা নিয়ে লিখেছ তার বিস্তারিত বর্ণনা দেবে।

Body of the letter শেষ করে নীচে ডানদিকে Subscription-এ Yours faithfully বা Yours truly লিখতে হয়। মনে রাখবে faithfully/truly এর পর একটি কমা দিতে হয় এবং faithfully বা truly শব্দের প্রথম letter-টি ('f' / 't') small letter-এ লিখতে হয়।

এরপর subscription-এর নীচে তোমার full signature করবে।

Signature-এর same level-এ খাতার বাঁদিকে তোমার এলাকার নাম (Place) এবং তার ঠিক নীচে Date লিখবে।

তোমরা চেষ্টা করবে letter-টি খাতার একটি পৃষ্ঠায় লেখার। মনে রাখবে, your letter should always be brief and to the point.

নীচে তোমাদের জন্য Editorial Letter-এর একটি specimen দেওয়া হল।

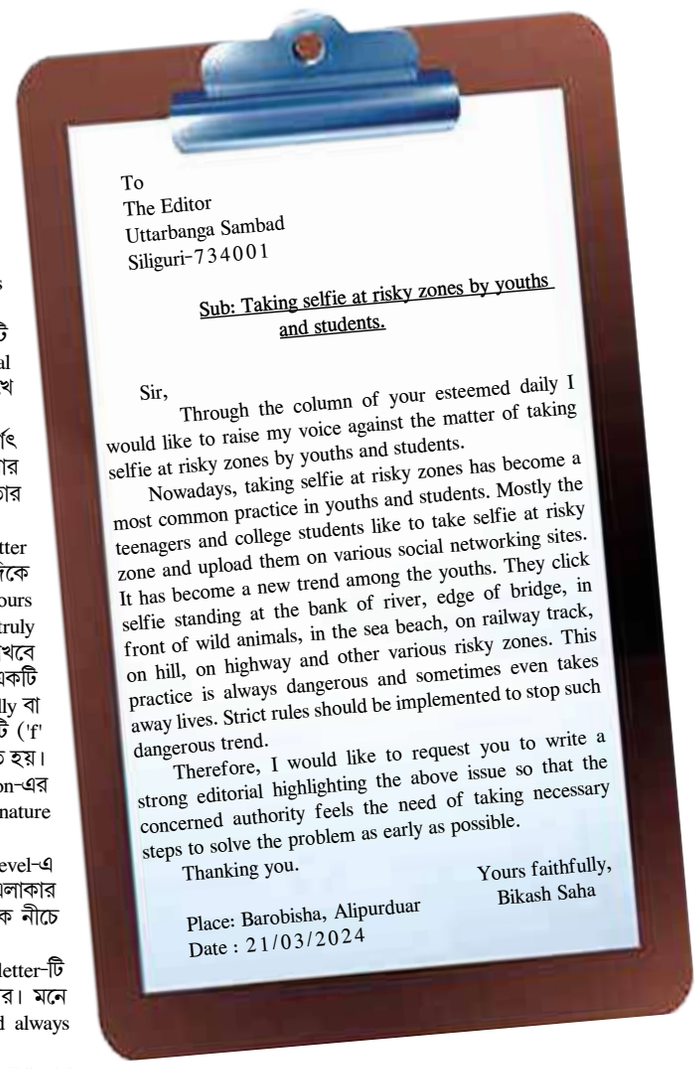

To
The Editor
Uttarbanga Sambad
Siliguri-734001

Sub: Taking selfie at risky zones by youths and students.

Sir,

Through the column of your esteemed daily I would like to raise my voice against the matter of taking selfie at risky zones by youths and students.

Nowadays, taking selfie at risky zones has become a most common practice in youths and students. Mostly the teenagers and college students like to take selfie at risky zone and upload them on various social networking sites. It has become a new trend among the youths. They click selfie standing at the bank of river, edge of bridge, in front of wild animals, in the sea beach, on railway track, on hill, on highway and other various risky zones. This practice is always dangerous and sometimes even takes away lives. Strict rules should be implemented to stop such dangerous trend.

Therefore, I would like to request you to write a strong editorial highlighting the above issue so that the concerned authority feels the need of taking necessary steps to solve the problem as early as possible.

Thanking you.

Yours faithfully,
Bikash Saha

Place: Barobisha, Alipurduar
Date : 21/03/2024

মোবাইলে আসক্তি কমাতে বই হোক বন্ধু

মোহনা চন্দ, *শিক্ষিকা*
বিলাসপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়,
রায়গঞ্জ, উত্তর দিনাজপুর

ঠাকুমা এখন গল্পের ঝুলি খুলে বসেন না আর। ইঁদুর দৌড়ে ছুটতে গিয়ে চটজলদি রেসিপি যেমন এসেছে তেমনি তা গলাধঃকরণের প্রধান উপকরণ হিসেবে জনপ্রিয় হয়েছে মোবাইল। পুরোনো দিনের মায়েদের মতো গল্প বলে, পশুপাখি বা পুতুল দেখিয়ে খাওয়ানোর পরিবর্তে ব্যস্ত মায়েরা সন্তানকে দায়িত্ব দিয়ে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নিজেরাই শিখিয়ে দিচ্ছেন সহজ পদ্ধতি। এক্ষেত্রে মোবাইলের চেয়ে ভালো অপশন আর কী হতে পারে? মায়েরা ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপে ব্যস্ত থাকায় ছোট শিশুটির আগ্রহের সামগ্রী হয়ে উঠেছে মোবাইলকেন্দ্রিক। YouTube, Internet-এর যুগে এগোতে হলে লাইব্রেরি গিয়ে বই পড়ার সময় কোথায়?

ধীরেন বলের তুতু-ভূতু, ঈশপের গল্প, জাতকের গল্প, সুকুমার রায়, ভবানীপ্রসাদ মজুমদারের বিখ্যাত ছড়াগুলোকে অতি সহজেই গ্রাস করেছে ই-বুক, পিডিএফ-এ পাওয়া সহজলভ্য গল্প, কবিতা, ছড়া। ছোট শিশুটি শিখছে না কীভাবে বই থেকে রিডিং পড়তে হয়, নতুন শব্দ দেখে অভিভাবকদের কাছ থেকে তার অর্থ জেনে নেওয়ার আগ্রহ তাই হয়েছে বাক্সবন্দি। হাইপাওয়ারের চশমা চোখে নিয়েও মোবাইলের সহজলভ্য বিষয়বস্তুর প্রতি আকর্ষণ বেড়েই চলেছে, আসক্ত হয়েছে শিশু থেকে বৃদ্ধ সকলেই।

ধীরেন বলের তুতু-ভূতু, ঈশপের গল্প, জাতকের গল্প, সুকুমার রায়, ভবানীপ্রসাদ মজুমদারের বিখ্যাত ছড়াগুলোকে অতি সহজেই গ্রাস করেছে ই-বুক, পিডিএফ-এ পাওয়া সহজলভ্য গল্প, কবিতা, ছড়া। ছোট শিশুটি শিখছে না কীভাবে বই থেকে রিডিং পড়তে হয়, নতুন শব্দ দেখে অভিভাবকদের কাছ থেকে তার অর্থ জেনে নেওয়ার আগ্রহ তাই হয়েছে বাক্সবন্দি।

প্রতি ভালোবাসা, বইপ্রেমী হিসেবে নিজের মনকে সমৃদ্ধ করার পরিবর্তে আমরা সুখ খুঁজে নিচ্ছি স্ক্রলিং-এ।

স্মার্ট ফোন ব্যবহার করে আমরা smart হয়েছি কতটুকু? মাতৃভাষায় কথা বলতে গিয়ে হোঁচট খাচ্ছি, ফুরিয়ে এসেছে শব্দভাণ্ডার। শব্দ চয়নের ক্ষেত্রে আগাম ধন্যবাদের বদলে আমরা বলতে শিখেছি TIA (Thanks in advance), Make-up Artist বোঝাতে ব্যবহার করছি MUA শব্দটি। বর্ণবিপর্যয়, ধ্বনিবিপর্যয়-এর পাশাপাশি অতিরিক্ত মোবাইল আসক্তিতে আমাদের মানসিকতা, বুদ্ধিমত্তাও বিপর্যয়ের মুখে। মোবাইলে মুখ গুঁজে থেকে ভুলতে বসেছি অপর পাশের ব্যক্তিটির সঙ্গে বাক্যালাপে কী করে সময় কাটিয়ে দেওয়া যায়। সেল্ফ লাভ-এর যুগে আত্মকেন্দ্রিকতার চক্রব্যূহে আবদ্ধ হয়ে চলেছি অজান্তেই। ঘুম না এলে গল্প পড়ার পরিবর্তে মোবাইল স্ক্রল করে নিয়ে মানসিক অস্থিরতা বাড়িয়ে চলেছি ক্রমাগত। তাই বলে কি মোবাইল বিসর্জন দেব?

তা কখনোই নয়, তবে আসক্তির পরিবর্তে বইকে বন্ধু করে এগিয়ে যেতে পারলে মোবাইল ব্যবহারের ঋণাত্মক দিক থেকে মুক্তি পেতে পারি সহজেই। বই পড়ায় সুখ খুঁজে নিক ভবিষ্যৎ প্রজন্ম। বইমেলায় গিয়ে বই কিনে দেওয়ার বায়না করুক বারংবার। অস্তিত্বের ভিত্তি হিসেবে বই-এ মাকড়সাকে জাল বুনতে দেওয়ার বদলে ফিনিক্স পাখি এসে চুপটি করে বসুক- এই অপেক্ষায় বাঁচুক বর্তমানের ছোট্ট চারাগাছেরা।

জানার বিষয়

বিভিন্ন প্রকার বিপ্লব ও সম্পর্কিত বিষয়

- বাদামি বিপ্লব- কফির উৎপাদন বৃদ্ধি।
- ধূসর বিপ্লব- সারের উৎপাদন বৃদ্ধি।
- সবুজ বিপ্লব - ধান ও গমের উৎপাদন বৃদ্ধি।
- শ্বেত বিপ্লব - দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধি।
- লাল বিপ্লব - মাংস / টমেটোর উৎপাদন বৃদ্ধি।
- গোলাপি বিপ্লব - চিংড়ির উৎপাদন বৃদ্ধি।
- সোনালি তন্তু বিপ্লব – পাটের উৎপাদন বৃদ্ধি।
- হলুদ বিপ্লব – তৈলবীজের উৎপাদন বৃদ্ধি।
- কালো বিপ্লব – বায়োডিজেলের উৎপাদন বৃদ্ধি।
- রজত বিপ্লব – ডিমের উৎপাদন বৃদ্ধি।
- গোল বিপ্লব- আলুর উৎপাদন বৃদ্ধি।
- নীল বিপ্লব- মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি।

ভারতের জলবায়ু ও মৃত্তিকা

সজল মজুমদার, *শিক্ষক*
বালাপুর উচ্চবিদ্যালয়, তপন
দক্ষিণ দিনাজপুর

পূর্ব প্রকাশিতর পর

১৫) হিউমাস কী?

উত্তর: বিভিন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহাবশেষ মৃত্তিকা মধ্যস্থিত সূক্ষ্ম জীবাণু দ্বারা বিয়োজিত হয় এবং মাটির ওপরের স্তরে কালো রংয়ের জটিল জৈব পদার্থের স্তরের সৃষ্টি হয়। একে হিউমাস বলে।

১৬) শারীরবৃত্তীয় শুষ্ক মৃত্তিকা কাকে বলে?

উত্তর: যে মৃত্তিকায় যথেষ্ট পরিমাণে জল থাকা সত্ত্বেও অতিরিক্ত লবণাক্ততার জন্য উদ্ভিদ গ্রহণ করতে পারে না, সেই মৃত্তিকাকে শারীরবৃত্তীয় শুষ্ক মৃত্তিকা বলে। যেমন - সুন্দরবনের লবণাক্ত মৃত্তিকা।

১৭) সমোন্নতি রেখা চাষ বলতে কী বোঝো?

উত্তর: পার্বত্য বা মালভূমি অঞ্চলের ঢালু জমিতে সমোন্নতি রেখা বরাবর নালা কাটা হয়। শুষ্ক অঞ্চলে বৃষ্টির জল নালীয় বাধা পেয়ে মৃত্তিকায় প্রবেশ করে এবং আর্দ্র অঞ্চলে বৃষ্টির জল নালা টপকে বাইরে বেরিয়ে যায়, এভাবে নালার মাধ্যমে সমোন্নতি রেখা বরাবর চাষকে সমোন্নতি রেখা চাষ বলে।

১৮) ঝুম চাষ কাকে বলে?

উত্তর: ঘন অরণ্য অঞ্চলের কোনও একটি নির্দিষ্ট স্থানের গাছপালা কেটে পুড়িয়ে পরিষ্কার করে কৃষিকাজ করা হয়। জমির

দশম শ্রেণি
ভূগোল

উর্বরতা হ্রাস পেলে সেই স্থান থেকে অন্যত্র গিয়ে একই পদ্ধতিতে গাছপালা পুড়িয়ে চাষ করা হয়। এই প্রকার স্থানান্তর আদিম কৃষি পদ্ধতি উত্তর-পূর্ব ভারতে ঝুম চাষ নামে পরিচিত।

১৯) শস্যাবর্তন কী?

উত্তর: একই জমিতে সারা বছর ধরে বিভিন্ন ফসল বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় চাষ করলে মৃত্তিকার উর্বরতা বজায় থাকে ও মাটি ক্ষয়ের হাত থেকেও রক্ষা পায়। এটি শস্যাবর্তন নামে পরিচিত।

২০) ভুর কাকে বলে?

উত্তর: উচ্চ গাঙ্গেয় সমভূমির নিম্ন অঞ্চলে বালি মিশ্রিত অতি সূক্ষ্ম মৃত্তিকা গঠিত তরঙ্গায়িত উচ্চভূমি দেখা যায় যা ভুর নামে পরিচিত। অনুর্বর মাটি বলে এই মাটিতে চাষ ভালো হয় না।

জেনে রেখো

- মরু মৃত্তিকা সিরোজেম নামে পরিচিত।
- কর্ণাটকে আম্রবৃষ্টির নাম ‘চেরি ব্লসম’ ।
- থর মরুভূমি ও লাদাখ ভারতের শুষ্কতম অঞ্চল।
- ভারতের মরুভূমি গবেষণা কেন্দ্র রয়েছে রাজস্থানের যোধপুরে।
- ভারতের মৃত্তিকা গবেষণা কেন্দ্র রয়েছে মধ্যপ্রদেশের ভুপালে।
- পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে কম বৃষ্টিপাতযুক্ত জেলা হল পুরুলিয়া।
- কাশ্মীর উপত্যকায় পলিমাটিকে কারেওয়া বলে।
- খুব শক্ত খোলার মতো ভূমিরূপকে ডিউরি ক্রস্ট বলে।
- রেগুর শব্দের উৎপত্তি হয়েছে তেলুগু শব্দ ‘রেগাডা’ থেকে।

কিছুদিন পরেই বিভিন্ন বিদ্যালয়ে প্রথম পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন শুরু হতে চলেছে। এই মূল্যায়নে ভারতের প্রাকৃতিক পরিবেশ অধ্যায়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই অধ্যায়ের দুটি ইউনিট থেকে বাছাই করা কয়েকটি প্রশ্ন দেওয়া হল।

ভাবতে শেখো
প্রকাশ করো

দেশ এবং সমাজের নানাবিধ সমস্যা তোমাকে যন্ত্রণা বা পীড়া দেয়? সমস্যার সমাধানে নতুন ভাবনা এলেও প্রকাশের উপযুক্ত মঞ্চ না থাকায় সেগুলি হারিয়ে যায়? তোমার প্রিয় গ্রাম বা শহরের পরিবেশ ও অন্যান্য সমস্যা তোমাকে দগ্ধ করছে? তোমাদের যুক্তিবাদী ও সৃজনশীল ভাবনা আমাদের লিখে পাঠাও। বিষয় আমরা জানাব। লেখা মনোনীত হলে প্রকাশিত হবে পড়াশোনা বিভাগে।

আজকের বিষয় বিশ্বায়নের বিভিন্ন নেতিবাচক প্রভাবকে পরাস্ত করতে তুমি কী কী পরামর্শ দিতে চাও?

লেখা পাঠাও হোয়াটসঅ্যাপে, বাংলা টাইপ করে। ৮১১৬৪১৭৫৬৫ নম্বরে।
১০ এপ্রিল, ২০২৪ তারিখের মধ্যে।
অনধিক ২৫০ শব্দের মধ্যে লিখবে।
সঙ্গে নাম, কলেজ/ইউনিভার্সিটির নাম, ঠিকানা অবশ্যই লিখবে এবং তোমার ফোটো পাঠাবে।

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

ছোট তারা

ইসলামপুর স্টেট ফার্ম কলোনি জুনিয়ার বেসিক স্কুলের তৃতীয় শ্রেণির ছাত্রী সায়ন্তী দাস ছবি আঁকতে ভালোবাসে। নৃত্য পরিবেশন করে সে বহু পুরস্কার পেয়েছে।

আবর্জনা জমছে মেডিকেলে

অর্থের বোঝা বাড়তে থাকায় হাত তুলেছে এসজেডিএ, পুরনিগম

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ২৭ মার্চ : জঞ্জালের স্তূপে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল। কোথাও ভ্যাট উপচে ছড়াচ্ছে নোংরা। আবার কোথাও প্রকাশ্যেই ফেলা হচ্ছে আবর্জনা। সেখান থেকে ছড়াচ্ছে গোটা ক্যাম্পাসে। গত কয়েকদিন ধরে মেডিকেল কলেজের আবর্জনা সাফাই বন্ধ। সূত্রের খবর, শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এসজেডিএ) হাত তুলে দিতেই মেডিকেলের নিত্যদিনের বর্জ্য সফাই থমকে গিয়েছে। পুরনিগমকে সপ্তাহে চারদিন ট্রিপার পাঠিয়ে আবর্জনা তোলার আবেদন জানায় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। পুরনিগমের পক্ষে এই পরিষেবা দেওয়া সম্ভব নয় বলে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে চিঠি দিয়ে জানানো হচ্ছে। একই সঙ্গে তাদের কাছে নিগমের বকেয়া টাকা মেটানোর দাবি জানানো হয়েছে। মেয়র গৌতম দেব বলেছেন, 'পুরনিগমের এখন যে পরিকাঠামো এবং ব্যবস্থাপনা রয়েছে তা দিয়ে মেডিকেলে পরিষেবা দেওয়া সম্ভব নয়। তবে কিছু একটা পথ তো বের করতেই হবে। এখন আমি দার্জিলিঙে আছি। ফিরে এসে এনিয়ে আলোচনা করবো।'

সূত্রের খবর, মেডিকেলের ভ্যাট খালি করতে প্রতি ট্রিপে ৫০০ টাকা করে নেয় পুরনিগম। গত ১০ মাস ধরে সেই টাকা বকেয়া। যার পরিমাণ ছ'লক্ষ ছাড়িয়ে গিয়েছে। এপ্রসঙ্গে পুরনিগমের জঞ্জাল অপসারণ বিভাগের মেয়র পারিষদ মানিক দে বলেন, 'শহরের একটা ওয়ার্ডের থেকেও মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের ক্যাম্পাস বড়। সেখানে সপ্তাহে চারদিন পরিষেবা দেওয়া সম্ভব না।' এব্যাপারে মেডিকেলের সুপার সঞ্জয় মল্লিকের বক্তব্য, 'কেউ দায়িত্ব না নিলে ওভাবেই আবর্জনা পড়ে থাকবে। অনাথের যেমন অবস্থা হয় তেমনই হবে। রাজ্যে এটাই এমন একটি মেডিকেল কলেজ যেটি পঞ্চায়েত এলাকায়। আর পঞ্চায়েতে সেই মেকানিজমই নেই।'

কোথায় সমস্যা

- এসজেডিএ ও পুরনিগম যৌথভাবে মেডিকেলের আবর্জনা সাফাই করত, এসজেডিএ আবর্জনা ভ্যাটে রাখত। পুরনিগম সেটি সাফাই করত
- এসজেডিএ'র প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকা খরচ হত বলে তারা সরে যায়
- ভ্যাট খালি করতে প্রতি ট্রিপে ৫০০ টাকা করে নিত পুরনিগম
- গত ১০ মাস ধরে ছ'লক্ষ টাকা বকেয়া থাকায় তারাও আর আগ্রহী নয়

উল্লেখ্য, উত্তরবঙ্গ মেডিকেল পঞ্চায়েত এলাকায় হওয়ায় এসজেডিএ ও শিলিগুড়ি পুরনিগম যৌথভাবে আবর্জনা সাফাই করত। এসজেডিএ সমস্ত আবর্জনা একটি ভ্যাটে রাখত। পুরনিগম সেটি সাফাই করত। এজন্য এসজেডিএ'র প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকা খরচ হত বলে সূত্রের দাবি। কয়েকদিন আগে তারা জানায়, তাদের পক্ষে আর আবর্জনা পরিষ্কার সম্ভব হচ্ছে না। এত বিপুল খরচ তাদের পক্ষে বহন করা দুঃসাধ্য। স্বাস্থ্য দপ্তর থেকেও তারা কোনও সহযোগিতা পাচ্ছে না। পুরনিগমের মেয়র গৌতম দেব এই হাসপাতালের রোগীকল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান। তাই হাসপাতালের আবর্জনা সাফাইয়ে কর্তৃপক্ষ পুরনিগমকে চিঠি দেয়। চিঠির

> কেউ দায়িত্ব না নিলে ওভাবেই আবর্জনা পড়ে থাকবে। অনাথের যেমন অবস্থা হয় তেমনই হবে। রাজ্যে এটাই এমন একটি মেডিকেল কলেজ যেটি পঞ্চায়েত এলাকায়।
>
> **সঞ্জয় মল্লিক** *সুপার*

> পুরনিগমের এখন যে পরিকাঠামো এবং ব্যবস্থাপনা রয়েছে তা দিয়ে মেডিকেলে পরিষেবা দেওয়া সম্ভব নয়। তবে কিছু একটা পথ তো বের করতেই হবে।
>
> **গৌতম দেব** *মেয়র*

বক্তব্য মাফিক, সপ্তাহে চারদিন করে হাসপাতালের আবর্জনা তুলতে ট্রিপার ও কর্মী পাঠাতে হবে। কিন্তু বর্তমান পরিকাঠামোয় মেডিকেলে চারদিন পৃথক করে পরিষেবা দেওয়া সম্ভব নয় বলে সাফ জানায় পুরনিগম। এমন চললে মেডিকেল ক্যাম্পাসে আবর্জনার পাশাপাশি রোগ ছড়ানোর আশঙ্কা করেছেন চিকিৎসকদের একাংশ।

সাফাই না হওয়ায় ভ্যাট উপচে নোংরা ছড়াচ্ছে মেডিকেল চত্বরে। বুধবার। ছবি : শান্তনু ভট্টাচার্য

বাসস্ট্যান্ড কেন সরানো যাচ্ছে না?

আমাদের ছোটবেলায় মিলনপল্লি থেকে মহাবীরস্থান বাজারে আসতে খরচ হত চার আনা। এখন হয় দশ টাকা। তখন বাহন ছিল রিকশা, এখন টোটো। এই পরিবর্তন সময়ের দান। হাজার চেষ্টা করেও এই বদল ঠেকানো সম্ভব নয়। স্থান, কাল নির্বিশেষে এ ঘটনা ঘটতেই থাকবে। কখনও তার ফল ভালো হবে, কখনও মন্দ। পরিবর্তনই একমাত্র চিরন্তন সত্য, একথা স্বীকার না করে উপায় নেই, আলোকপাত করলেন পার্থ চৌধুরী

আজ শিলিগুড়ি শহর আড়েবহরে অনেক বেড়েছে। জনসংখ্যার চাপ বাড়তে বাড়তে ধারণক্ষমতার শীর্ষবিন্দু প্রায় ছুঁয়ে ফেলেছে। তবু চাপ কমার লক্ষণ নেই। স্বাভাবিকভাবেই নাগরিক পরিষেবার চাহিদা ও জোগানের দ্বৈরথ তুঙ্গে এখন। সেসব নিয়ে প্রায়শই অসন্তোষের প্রকাশ ঘটছে বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে। সমস্যা সমাধানে পুরনিগমের মহানাগরিককে 'টক টু মেয়র' পরিষেবার মাধ্যমে সরাসরি নাগরিকের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে হচ্ছে বছরখানেক ধরে। যতদূর জানি, এই ব্যবস্থায় সুফল পাওয়া যাচ্ছে।

শিলিগুড়ির সমস্যা অন্তহীন। তার সাতকাহন পাঠক মহলের কাছে সুবিদিত। তার অধিকাংশের দায় সরকারের হলেও নাগরিকের কর্তব্য সম্বন্ধে আমরা কি সচেতন? পালন করছি কী আমরা সভ্যতার ন্যূনতম শর্ত? যত্রতত্র আবর্জনা ফেলা, রাস্তার ওপর নির্মাণসামগ্রী রাখা, মর্জিমাফিক গাড়ি-বাইক পার্ক করা, প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগের ব্যবহার এসব ঘটেই চলেছে প্রতিনিয়ত। কোনও সরকারের সাধ্য নেই এসব বন্ধ করার যদি না আমরা নাগরিকেরা সচেতন হয়ে এসব পরিহার করি। রাস্তায় চলতে চলতে খক করে পথিকের কফ-থুতু ফেলা কীভাবে আটকানো যাবে?

জানি না কীভাবে এসবের নিরসন করা যায়। আদৌ সম্ভব কি? এ সংক্রান্ত মনস্তাপ তাই বুকে চেপে অন্য প্রসঙ্গে ঢোকা যাক।

সময়ের শর্ত মেনে আমার ছোটবেলার শিলিগুড়ির সঙ্গে আজকের শিলিগুড়ির বহিরঙ্গের বদল ঘটেছে অনেকটাই। তবে তা নিয়ম মেনে ধাপে ধাপে হয়েছে এমনটা নয়। হঠাৎ বড়লোকের মতো বিগত কুড়ি-পঁচিশ বছরেই এ শহরের বাড়বাড়ন্ত। রাস্তা চওড়া হয়ে বাইফার্কেশন, নিয়ন আলোর পথবাতি, স্টেডিয়াম, উড়ালপুল, নব্য ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, কর্পোরেশন, পুলিশ কমিশনারেট, দীনবন্ধু মঞ্চ, প্রচুর ব্র্যান্ডেড দোকানপাট, মল, মাল্টিপ্লেক্স, এসব দিয়ে ভোল পালটে গেল শিলিগুড়ির। কলকাতার পরই শিলিগুড়ি, এই খেতাব জুটল আমাদের। এটা ভালো হল না মন্দ সে বিতর্ক সরিয়ে রেখে বলা যেতে পারে সময়ের দাবি মেনে এমনটা ঘটাই ভবিতব্য।

আচ্ছা, আমাদের শিলিগুড়ি কি এই ব্যবস্থার মধ্যেও আর একটু অন্যরকম হতে পারে না? সেটা কি একেবারেই অসম্ভব ভাবনা? এই যে রাস্তাঘাট ক্রমেই টোটোর দখলে চলে যাচ্ছে, এর থেকে মুক্তি পাবার কি কোনও পথ নেই? প্রশ্ন জাগে, কেন পুরোনো বাসস্ট্যান্ডকে তিনবাত্তি এলাকায় সরানো যাচ্ছে না? বিধান মার্কেট বাসস্ট্যান্ডকে তো পিসি মিত্তাল বাস টার্মিনাসে স্থানান্তরিত করা গিয়েছিল। তাহলে? নতুন কোর্ট বিল্ডিং স্থানান্তরকরণ নিয়েও নাকি নানা আপত্তি। কেন তা মানতে হচ্ছে? শহরের বৃহত্তর স্বার্থ দেখা কি জরুরি নয়? যতদূর জানি আমরা, শহরে পার্কিং-এর জায়গা নেই। বেশ, তাহলে বর্তমান পার্কিং ব্যবস্থাই আরও কড়া হাতে নিয়ন্ত্রণ কি করা যায় না? ফুটপাথ সমস্যার সত্যিই কি সমাধান নেই? এসবের উত্তর 'না' হলে এই জনপদের নাভিশ্বাস উঠতে দেরি নেই।

এরমধ্যে হঠাৎই আশার ফুলকি দেখা গেল। ট্রাফিক থেকে কয়েকদিন আগে কোর্ট থেকে যাঁরা ফ্লাইওভার ধরবে তাঁদের জন্য রাস্তার বাঁদিকে ব্যারিকেড করে 'লেন' করে দিল। এতে সহজেই যাত্রীরা এখন বাঁদিকের টার্ন নিতে পারছে। যানজট এড়াতে এমন ব্যবস্থার আরও সন্ধান করাই যেতে পারে। এমনকি টোটো এবং ফুটপাথ নিয়েও।

এই ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজনে যেখানে প্রশাসনকে কড়া হাতে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে, সেখানে ঢিলেমি বরদাস্ত না করলে জনগণ প্রশাসনকে সাধুবাদই দেবে। আমরা জানি, সর্বদাই ভালো কাজে কিছু স্বার্থান্বেষী

বিধান মার্কেট বাসস্ট্যান্ডকে তো পিসি মিত্তাল বাস টার্মিনাসে স্থানান্তরিত করা গিয়েছিল। নতুন কোর্ট বিল্ডিং স্থানান্তরণ নিয়েও নাকি নানা আপত্তি। কেন তা মানতে হচ্ছে? শহরের বৃহত্তর স্বার্থ দেখা কি জরুরি নয়?

বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এদের তাই আমল না দেওয়াই শ্রেয়।

নিরাপত্তার প্রশ্নে শিলিগুড়ির বর্তমান ব্যবস্থা কিন্তু প্রশ্নাধীন। রাতের শহর মাতাল আর দুর্বৃত্তদের হাতে চলে যাচ্ছে। চুরি-ছিনতাই বাড়ছে। পুলিশ কমিশনারেটের কাছে এসব সমাধানের দাবি শিলিগুড়ির আপামর জনসাধারণের।

আর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। শহরের সৌন্দর্যায়ন। প্রথমেই শিলিগুড়িতে ঢোকার একটি নান্দনিক তোরণ থাকা দরকার। বর্তমান শিলিগুড়ি গেট কোনওভাবেই চোখ টানে না। বদল দরকার। অবশ্য প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞ দিয়ে বর্তমান গেটকে মডিফাই করা যেতে পারে।

পর্যটন অথবা পরিবহণ দপ্তর পর্যটকদের জন্য একটি কন্ডাক্টেড ট্যুরের ব্যবস্থা রাখতে পারে। যে ট্যুর গজলডোবা-ইসকন-বেঙ্গল সাফারি-বৌদ্ধ গুম্ফা-সুকনা মিউজিয়াম - সেবক করোনেশন ব্রিজ কভার করবে। এতে সরকারের ভালো আয়ও হবে।

শহরের সাংস্কৃতিক পরিকাঠামো বাড়ানোও আজ অত্যন্ত জরুরি। এই প্রশ্নে, বর্তমান কোর্ট বিল্ডিং স্থানান্তরিত হলে ওই জায়গায় একটি আর্ট কমপ্লেক্স করা যেতে পারে। যেখানে তিনশো সিটের থিয়েটার হল, একশো সিটের সেমিনার হল, আর্ট এগজিবিশন গ্যালারি, কাফেটারিয়া ইত্যাদি সমৃদ্ধ একটি নান্দনিক পরিসর তৈরি হয়ে এই শহরকে বাড়তি মর্যাদা দেবে।

বিধান মার্কেট থেকে স্থানান্তরিত পিসি মিত্তাল বাসস্ট্যান্ড। -সংবাদচিত্র

রিলের জন্য শিশু নির্যাতনে জড়িত মহিলা

শিলিগুড়ি, ২৭ মার্চ : ফেসবুক পেজে ফলোয়ার বাড়ানোর চেষ্টায় এক শিশুর ওপর শারীরিক নির্যাতনের অভিযোগ উঠল এক মহিলা কনটেন্ট ক্রিয়েটারের বিরুদ্ধে। ওই ভিডিও আপলোড হয়েছে, 'এসএলজি সংগীতা' নামের একটি ফেসবুক পেজে। ভিডিওতে শিশুটিকে নির্যাতন করতে থাকা মহিলাই ওই ফেসবুক পেজে নিয়মিত রিল দিয়ে থাকেন। পুলিশ শিলিগুড়ির বাসিন্দা ওই মহিলা ও এক পুরুষের বিরুদ্ধেও পকসো মামলায় স্বতঃপ্রণোদিত মামলা করে তদন্ত শুরু করেছে। তবে এখনও ওই পেজ বন্ধ করা হয়নি।

বারো মিনিটের ওই ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, ওই পেজ পরিচালনাকারী মহিলা একজন পুরুষের সঙ্গে বসে রয়েছেন। মাঝখানে বসানো হয়েছে শিশুটিকে। এরপর শিশুটিকে দুই তরফে চুম্বন দেওয়ার প্রতিযোগিতা শুরু হয়। প্রতিযোগিতা এমন পর্যায় চলে যায় যে একসময় ওই শিশু অসুস্থ বোধ করতে থাকে। কিন্তু তাতেও প্রতিযোগিতা থামেনি।

বিষয়টি আশঙ্কার বলে মনে করছে বিভিন্ন মহল। রিলের নামে অপসংস্কৃতিও যে ক্রমেই বেড়ে চলেছে, সেটাই সামনে আসছে। গল্পকার বিপুল দাসের কথায় হতাশা, 'আসলে সোশ্যাল মিডিয়ায় তাৎক্ষণিক সময়ের জন্য জনপ্রিয় হতে একশ্রেণির মানুষ নিজেদের বিবেক, বুদ্ধি সবকিছু হারিয়ে ফেলছে। এটা আপাতদৃষ্টিতে সামাজিক অবক্ষয়।' শিলিগুড়ি সাইবার ক্রাইম থানা এধরনের আরও ভিডিও'র ব্যাপারে ব্যবস্থা নিক, চাইছে শহরের সমস্ত মহল।

ধৃতের কাছ থেকে উদ্ধার পিস্তল

নেশার জন্য হাতসাফাই

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২৭ মার্চ : নেশার জন্য দিনে খরচ ৫০০০ টাকা। সেই টাকা জোগাড় করতে কোমরে পিস্তল গুঁজে একাধিক বাড়িতে চুরি। মূল টার্গেট, সোনার অলংকার। গত কয়েকদিন ধরে প্রধাননগর থানা এলাকায় রাতে একের পর এক ফাঁকা বাড়িতে চুরির ঘটনায় ঘুম উড়ে গিয়েছিল সংশ্লিষ্ট থানার পুলিশের। তদন্তে নেমে মঙ্গলবার রাতে মূল অভিযুক্ত মহম্মদ সাগরকে গ্রেপ্তার করে তারা।

তাকে জেরা করতেই বেরিয়ে আসে সব চাঞ্চল্যকর তথ্য। যা শুনে তদন্তকারী পুলিশকর্তাদের চক্ষু চড়কগাছ। ধৃতের কাছ থেকে মিলেছে কার্তুজ সহ পিস্তল। প্রধাননগর থানার তদন্তকারী পুলিশকর্তাদের জিজ্ঞাসাবাদে মহম্মদ সাগরের অবশ্য দাবি, অপরাধমূলক কাজের সময় আত্মরক্ষার্থেই পিস্তল রাখা। তবে এখনও সে ওই আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করেনি।

জিজ্ঞাসাবাদপর্বে উঠে এসেছে সাগর সম্পর্কিত একাধিক তথ্য। মালদার বাসিন্দা ওই তরুণ বিগত পাঁচ বছর ধরে শিলিগুড়িতেই থাকে। মাটিগাড়ার বিশ্বাস কলোনিতে সে বাড়িভাড়া নিয়েছে। নেশার টাকা জোগাড় করাই যেন জীবনের মূল লক্ষ্য। সেজন্য চুরি করা শুরু।

পুলিশের জালে ধৃত তরুণ। বুধবার। -সংবাদচিত্র

সাগর দিনে দশবার যে নেশাদ্রব্য সেবন করে, তার প্রত্যেকটির দাম ৫০০ টাকা করে। চুরির অভিযোগে মাটিগাড়া থানার পুলিশ কয়েকবছর আগে তাকে গ্রেপ্তার করেছিল। যদিও জেল থেকে বেরিয়ে সে ফের দুষ্কর্মের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সাগরের চুরির নির্দিষ্ট ধরন রয়েছে। প্রথমে সে কয়েকদিন ধরে ফাঁকা বাড়ি চিহ্নিত করে রেইকি চালায়। এরপর রাতের অন্ধকারে চলে 'অভিযান'।

তবে শুধু তালাবন্ধ নয়, কোনও বৃদ্ধ-বৃদ্ধা থাকলে সাগর ওই বাড়িকে টার্গেটে করে নিত। সেক্ষেত্রে ভয় দেখানোর জন্য কাজে লাগানো হত পিস্তলটিকে।

প্রধাননগর থানা এলাকায় এভাবে গত দুই সপ্তাহে পাঁচটি চুরির ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে সাগর। সংশ্লিষ্ট অভিযোগগুলোর তদন্তে নেমে মঙ্গলবার রাতে জংশন এলাকা থেকে সাগরকে গ্রেপ্তার করা হয়। বুধবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তুলে সাগরকে হেপাজতে নিয়েছে প্রধাননগর থানার পুলিশ।

এখন তদন্তকারীরা একাধিক প্রশ্নের উত্তর খুঁজছেন, সাগরের হাতে পিস্তল এল কোথা থেকে? শহরে আর কোনও চুরির ঘটনা সে ঘটিয়েছে কি না? চুরির সামগ্রী সে কোন ড্রাগ পেডলারকে দিত? আর কেউ সাগরের সঙ্গে এই অপরাধের সঙ্গে জড়িত কি না?

ড্রাগ পেডলারদের সঙ্গেও সাগরের সখ্য যে অনেকটাই, সেটা প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে বুঝতে পেরেছে পুলিশ। জিজ্ঞাসাবাদে জানা গিয়েছে, সম্প্রতি তিন লক্ষ টাকার ড্রাগ সাগরকে দিয়েছিল ড্রাগ পেডলাররা। তাদের বিশ্বাস, সাগর যেভাবেই হোক চুরি করে সোনার অলংকার নিয়ে আসবে। একজন নেশাগ্রস্তের হাতে পিস্তল চলে আসাটা আশঙ্কার বলে মনে করছে বিভিন্ন মহল। যদিও সর্বত্র নজর রাখা হচ্ছে বলে আশ্বাস দেওয়া হচ্ছে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের তরফে।

ড্রাগের নেশা

- মালদার বাসিন্দা ধৃত তরুণ শিলিগুড়িতে ভাড়া থাকে
- প্রথমে ফাঁকা বাড়ি চিহ্নিত করে রেইকি চালাত সে
- বৃদ্ধ-বৃদ্ধা থাকলে সেই বাড়িও তরুণের টার্গেট হত
- এরপর রাতের অন্ধকারে চুরির জন্য হানা দিত
- ড্রাগ পেডলারদের সঙ্গে তরুণের সখ্য নিয়ে উদ্বেগ

চোরাই সোনা কিনে জেলে ব্যবসায়ী

শিলিগুড়ি, ২৭ মার্চ : চুরির সোনা কিনে ফের পুলিশের জালে সোনা ব্যবসায়ী। এবারে গ্রেপ্তার হল এক সোনার দোকানের মালকিন। ধৃতের নাম তারামণি দেবী। মঙ্গলবার রাতে ওই মহিলাকে গ্রেপ্তার করেছে প্রধাননগর থানার পুলিশ।

চলতি মাসের ২৪ তারিখ বাঘা যতীন কলোনির একটি বাড়িতে চুরি হয়। ওই বাড়িতে একাই থাকতেন মহিলা। অনুষ্ঠানবাড়িতে যাওয়ায় বাড়ি ফাঁকা পড়ে ছিল। সেই সুযোগে বাড়ির দরজা ভেঙে চুরি করে দুষ্কৃতীরা। বাড়িতে থাকা লক্ষাধিক টাকার সোনার সামগ্রী চুরি হয়। তদন্তে নেমে প্রধাননগর থানার পুলিশ মঙ্গলবার রাতে শিবা বর্মন নামে একজনকে গ্রেপ্তার করে।

জিজ্ঞাসাবাদে শিবা জানায়, তারামণিদের কাছে চুরি করা সোনার সামগ্রী বিক্রি করে দিয়েছে। এরপর তারামণির দার্জিলিং মোড়ের সোনার দোকানে হানা দিয়ে পুলিশ সেই সোনা বাজেয়াপ্ত করে।

ধৃত সোনার দোকানের মালকিন ও তার স্বামী, একসঙ্গে ওই সোনার দোকান চালাত। দম্পতি বিহারের বৈশালীর বাসিন্দা। তারামণির স্বামীর খোঁজ শুরু করেছে পুলিশ। বুধবার শিবা ও তারামণিকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তুলে পুলিশ হেপাজতে নেওয়া হয়েছে।

এদিকে, গত তিন মাসে এই নিয়ে চারজন সোনা ব্যবসায়ী চুরি করা সোনার সামগ্রী কেনার অভিযোগে গ্রেপ্তার হল।

ছিনতাইয়ের চেষ্টায় ধৃত ২

শিলিগুড়ি, ২৭ মার্চ : গাড়ি দাঁড় করিয়ে দুঃসাহসিক ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটাতে গিয়ে পুলিশের জালে ধরা পড়ল দুই ব্যক্তি। ধৃত প্রশান্ত রায় ও সাজু বর্মন মহামায়া কলোনির বাসিন্দা। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়ায় মাটিগাড়ার মহামায়া কলোনিতে। ধৃতদের এদিন শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

মঙ্গলবার রাতে একটি গাড়ি মহামায়া কলোনি দিয়ে যাওয়ার সময় সাজু ও প্রশান্ত ওই গাড়ি দাঁড় করিয়ে কাচ ভেঙে গাড়ির ভেতরে থাকা সামগ্রী ছিনতাইয়ের চেষ্টা করে। যদিও গাড়িচালক প্রণব পাল তৎপরতার সঙ্গে গাড়িটি কোনওভাবে সেখান থেকে বের করে মাটিগাড়া থানায় নিয়ে চলে আসেন। এরপর মহামায়া কলোনি এলাকা থেকেই অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

উন্নয়নের ছোঁয়ায় দেবীডাঙ্গাও এখন শহর

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ২৭ মার্চ : শহর থেকে খানিকটা বের হয়ে চম্পাসারি পেরিয়ে কিছুটা গেলেই চলে আসবে দেবীডাঙ্গা। চম্পাসারি গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত এলাকাটি বেশ বৈচিত্র্যময়। দেবীডাঙ্গা এলাকাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত হলেও এলাকাটি দেখলে মনে হবে পুরনিগমের মধ্যে রয়েছে। কারণ এখানে পানীয় জলের সুবন্দোবস্ত থেকে শুরু করে পথবাতি ও মসৃণ রাস্তা সবই রয়েছে। যা থেকে শহর সংলগ্ন অন্যান্য গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা থেকে দেবীডাঙ্গাকে আলাদা করে চেনা যায়।

বিগত ২৫ বছর ধরে দেবীডাঙ্গাতেই থাকেন অজিত লামা। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই এলাকার বিপুল পরিবর্তনকে তিনি নিজের চোখে দেখেছেন। একটা সময় কাঁচা রাস্তা, নিকাশির সমস্যায় জর্জরিত এই এলাকার বিরাট পরিবর্তন নিয়ে তিনি বলছিলেন, 'একটা সময় ছিল যখন শিলিগুড়ি থেকে তেমন কোনও গাড়ি, রিকশা আমাদের এলাকায় আসতেই চাইত না। যাতায়াতের প্রবল সমস্যা ছিল। এখন তো যান চলাচল থেকে শুরু করে এলাকার পরিস্থিতি সব কিছুর পরিবর্তন হয়েছে।'

চেহারায় বদল চম্পাসারি গ্রাম পঞ্চায়েতের দেবীডাঙ্গা বাজারের। -সংবাদচিত্র

নিজের এলাকার সুনাম গেয়ে এলাকার বাসিন্দা প্রশান্ত দত্ত বলছিলেন, 'আমাদের এলাকা যে গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার অন্তর্গত তা কিন্তু দেখে বুঝতে পারবেন না। এখানে বড় বড় দোকান, রেস্তোরাঁ, ক্যাফে সব কিছু আছে। রাস্তাঘাটে চলাফেরা করতে সমস্যা নেই।'

শহরের গঙ্গানগর, সন্তোষীনগর তো বটেই মাটিগাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের বেশ কিছু এলাকার মানুষের প্রবল জলকষ্টের মধ্যে দিন কাটাতে হয়। তবে এই সমস্যা থেকে অনেকটাই রেহাই পেয়েছেন দেবীডাঙ্গার বাসিন্দারা। এই এলাকায় ১৫টিরও বেশি গভীর টিউবওয়েল রয়েছে, এছাড়া এলাকায় পর্যাপ্ত পথবাতি থাকায় রাতে যাতায়াতে কোনও সমস্যা হয় না। এলাকার বাসিন্দা পূজা শর্মার চম্পাসারি বাজারে দোকান রয়েছে। প্রতিদিন রাত করে তিনি বাড়ি ফেরেন। এলাকার নিরাপত্তার বিষয়টিও যে বেশ ভালো সেই কথাই বলছিলেন তিনি। তাঁর কথায়, 'রাত করে যাতাযাতেও কোনও সমস্যা হয় না। আর এখন দেবীডাঙ্গা থেকে গুলমা পর্যন্ত এলাকার অনেক বদল ঘটেছে।' এলাকায় থাকা বেশিরভাগ রাস্তাই ভালো অবস্থায় রয়েছে। বর্তমানে এই এলাকায় প্রবেশ করলে সাজানো গোছানো এক শহরের চিত্র চোখে পড়বে। ছোট-বড় নানা ক্যাফে, রেস্তোরাঁয় সেজে উঠেছে গোটা এলাকা। শহর শিলিগুড়ি থেকে অনেকেই লোভনীয় মোমো, ওয়াই ওয়াই সহ থুকপার খোঁজে চলে আসেন দেবীডাঙ্গায়। চম্পাসারি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান জনক সাহার কথায়, 'এলাকার সাধারণ মানুষের ট্যাক্সের টাকাতেই আমরা সব কাজ করতে পারছি। আমরা সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টের কাজও শুরু করেছি। আশা করছি সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের এলাকার আরও উন্নতি হবে।' শহর থেকে একটু দূরে দেবীডাঙ্গাই হয়ে উঠেছে এক টুকরো শহর।

চঞ্চলা কালীপুজোয় চামুণ্ডা নাচ।। বুধবার বালুরঘাটে মাজিদুর সরদারের তোলা ছবি।

গোপালকে তাচ্ছিল্য নীরজের, পালটা বিষ্ণুপ্রসাদের

আর্জেন্টিনা বনাম কেএফসির তুলনা

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২৭ মার্চ : বিজেপি প্রার্থী রাজু বিস্টের সঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী গোপাল লামার ভোটযুদ্ধকে আর্জেন্টিনার সঙ্গে কাঞ্চনজঙ্ঘা ফুটবল ক্লাবের (কেএফসি) লড়াই বলে কটাক্ষ করলেন দার্জিলিংয়ের বিধায়ক নীরজ জিম্বা। তাঁর মতে, 'এটা কোনও বড় ফুটবল ম্যাচ হবে না। রাজু বিস্ট পাঁচ লক্ষাধিক ভোটের ব্যবধানে জয়ী হবেন।' নীরজকে পালটা দিয়েছেন কার্সিয়াংয়ের বিদ্রোহী বিধায়ক বিজেপির বিষ্ণুপ্রসাদ শর্মা।

তাঁর বক্তব্য, 'যে আলাদা রাজ্যের ইস্যুকে গুরুত্ব না দিয়ে একটা প্রার্থী পাওয়ার জন্য নাচে, সেই নীরজ জিম্বাকে নিয়ে কিছু বলার নেই। এবারের লড়াইটা রাজু বিস্টের সঙ্গে বিষ্ণুপ্রসাদ শর্মার। অন্য কেউ এই লড়াইয়ে নেই।'

ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণার পর থেকেই দার্জিলিং লোকসভা কেন্দ্র নিয়ে জোর চর্চা শুরু হয়েছে। তৃণমূল এবং বিজেপি ইতিমধ্যে প্রার্থী দিয়েছে। প্রার্থী পছন্দ না হওয়ায় কার্সিয়াংয়ের বিজেপি বিধায়ক দলের বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ করে নির্দল লড়ার কথা ঘোষণা করেছেন। ৩০ মার্চ তিনি মনোনয়নপত্র জমা দেবেন। অন্যদিকে, রাজু বিস্টকে প্রার্থী না করা হলে তিনি নির্দল হিসাবে প্রার্থী হবেন বলে দার্জিলিংয়ের বিধায়ক আগেই হুমকি দিয়েছিলেন। রাজু বিস্টের নাম ঘোষণার পরেই আনন্দে নেচেছেন নীরজ। তাঁর সেই নাচ সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হয়ে গিয়েছে।

নীরজ বুধবার দাবি করেছেন, বিজেপি প্রার্থী রাজু বিস্ট গতবারের রেকর্ড টপকে পাঁচ লক্ষাধিক ভোটের ব্যবধানে জয়ী হবেন। তিনি বলেছেন, 'তৃণমূল গোপাল লামাকে প্রার্থী করেছে। ফলে রাজু বিস্টের লড়াইটা অনেকটাই সহজ হয়ে গিয়েছে।' এরপরই তাঁর মন্তব্য, 'আমাদের প্রার্থী হচ্ছেন আর্জেন্টিনা আর তৃণমূল প্রার্থী মোহনবাগান বললেও বেশি বলা হবে। উনি হচ্ছেন কাঞ্চনজঙ্ঘা ফুটবল ক্লাব। ফলে ময়দানে কোনও লড়াই-ই হবে না।'

নীরজকে তীব্র ভাষায় কটাক্ষ করেছেন দলেরই বিধায়ক কার্সিয়াংয়ের বিষ্ণুপ্রসাদ। তাঁর দাবি, 'ভোটে কার সঙ্গে কার লড়াই হবে এটা মানুষই ঠিক করবেন। নীরজ জাতিসত্তা ভুলে গিয়েছেন। গোর্খাল্যান্ডের দাবি থেকে সরে এসে এখন রাজু বিস্টকে নিয়ে মেতে রয়েছেন। তাঁর কোনও মন্তব্যের জবাব দিতে চাই না।' বিজেপির দুই বিধায়কের বাগযুদ্ধে পাহাড়ের রাজনীতিতে শোরগোল পড়েছে। তৃণমূল প্রার্থী গোপাল লামা এসবকে পাত্তা দিতে নারাজ। তাঁর কথায়, 'দুই বিধায়কের মন্তব্যের মধ্যে আমি ঢুকতে চাই না। মানুষের উপরে আস্থা আছে। মানুষই শেষ বিচার করবেন।'

কথার লড়াই

"আমাদের প্রার্থী হচ্ছেন আর্জেন্টিনা আর তৃণমূল প্রার্থী মোহনবাগান বললেও বেশি বলা হবে। উনি হচ্ছেন কাঞ্চনজঙ্ঘা ফুটবল ক্লাব। ফলে ময়দানে কোনও লড়াই-ই হবে না।"
নীরজ জিম্বা
দার্জিলিংয়ের বিধায়ক

"যে আলাদা রাজ্যের ইস্যুকে গুরুত্ব না দিয়ে একটা প্রার্থী পাওয়ার জন্য নাচে, সেই নীরজ জিম্বাকে নিয়ে কিছু বলার নেই। এবারের লড়াইটা রাজু বিস্টের সঙ্গে বিষ্ণুপ্রসাদ শর্মার।"
বিষ্ণুপ্রসাদ শর্মা
কার্সিয়াংয়ের বিদ্রোহী বিধায়ক

২৪টি নির্বাচনে কাজের রেকর্ড

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ২৭ মার্চ : লোকসভা, বিধানসভা, বিধানসভার উপনির্বাচন, গ্রাম পঞ্চায়েত, পুরসভার নির্বাচন নিয়ে এবার ২৪টি নির্বাচনে ভোটকর্মী হিসেবে কাজ করতে চলেছেন পিনাকী সরকার। আতঙ্ক তো দূরের কথা, প্রতিবার উৎসাহের সঙ্গে ভোটের ডিউটি করতে যান নাগরাকাটা হাইস্কুলের ওই প্রধান শিক্ষক। বরং ভোটের ডিউটি না এলেই মন খারাপ হয় তাঁর। এবারও ভোটগ্রহণ নিয়ে খুব উৎসাহিত তিনি। ইতিমধ্যে জলপাইগুড়ির সোনাউল্লা হাইস্কুলে গিয়ে প্রিসাইডিং অফিসারের প্রথম দফার প্রশিক্ষণ নিয়ে এসেছেন। পিনাকীর কাছে এটা গর্বের বিষয়। তিনি বলেন, 'এই কাজ তো দেশের স্বার্থেই। গণতন্ত্রের শ্রেষ্ঠ উৎসবে ভোটকর্মী হওয়ার সৌভাগ্যই বা ১৪০ কোটির মধ্যে আর কত শতাংশ নাগরিক পান। এটা ভেবেই পুলকিত হই। আমার কাছে বিষয়টি এক ধরনের ভালোলাগা।'

নিয়োগপত্র এলেই ভোটকর্মীদের আতঙ্ক তাড়া করে বেড়ানোর কথা নতুন কিছু নয়। অনেকে আবার কর্মী তালিকা থেকে নাম কাটাতে দলে দলে প্রশাসনের কাছে হত্যে দেন। তবে এসবের মাঝে ব্যতিক্রম ওই শিক্ষক। ১৯৯১ সালে শিক্ষকতায় যোগ দেওয়ার পর এবার লোকসভা ভোট নিয়ে ২৫টি ভোটে কাজ করবেন তিনি।

তবু আক্ষেপের যেন শেষ নেই ধূপগুড়ির বাসিন্দা ওই প্রধান শিক্ষকের। ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে তিনি কর্মজীবন থেকে অবসর নেবেন। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের পর ওই সময়ের ফাঁকে আর কোনও নির্বাচন নেই। একমাত্র যদি পুরসভার ভোট হয় তাহলে সুযোগ মিলতে পারে। নাহলে আর ভোটকর্মীর কাজ নয়। পিনাকীর কথায়, 'অনেকেই ভোটগ্রহণকে কেন্দ্র করে আতঙ্কে থাকেন। নানা ধরনের ভয়ভীতি কাজও করে তাঁদের মধ্যে। নির্বাচন কমিশনের গাইডলাইন মেনে কাজ করলেই কোনও সমস্যা হওয়ার কথা নয়।'

আইআইটি জ্যাম-এ সাফল্য বর্ষদীপের

জ্যোতি সরকার

জলপাইগুড়ি, ২৭ মার্চ : আইআইটি জ্যাম-এ অভাবনীয় সাফল্য পেলেন জলপাইগুড়ির মোহন্তপাড়ার বাসিন্দা তথা বর্তমানে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যা বিভাগে পাঠরত বর্ষদীপ দেব। ভবিষ্যতে একজন বিজ্ঞানী হওয়া তাঁর জীবনের প্রধান লক্ষ্য। আইআইটি জ্যাম-এ পদার্থবিদ্যা বিভাগে ৯৮তম স্থান অর্জন করেছেন তিনি। স্কুলে পড়াকালীনই মেধার স্বাক্ষর রেখেছিলেন বর্ষদীপ। শহরের ঐতিহ্যশালী হোলি চাইল্ড স্কুলের প্রাক্তনী তিনি।

২০১৮ সালে আইসিএসই পরীক্ষায় ৯৭ শতাংশ নম্বর পেয়ে উত্তীর্ণ হন বর্ষদীপ। ২০২০ সালে আইএসসি'র পরীক্ষায় সারা দেশের মধ্যে পঞ্চম স্থান অধিকার করেছিলেন জলপাইগুড়ির এই কৃতী ছাত্রটি। তাঁর প্রাপ্ত নম্বর ছিল ৯৮.৭ শতাংশ। ২০২৩ সালে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টারে ভর্তি হবার ছাড়পত্র পান প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার ভিত্তিতেই। ২০২৪ সালে টাটা ইনস্টিটিউট অফ ফান্ডামেন্টাল রিসার্চ সেন্টার মুম্বইতে ভর্তির সুযোগও পান। কিন্তু বর্ষদীপ আইআইটি জ্যাম-এ বসার ব্যাপারে অনড় ছিলেন। লক্ষ্য পূরণ হওয়ায় তিনি ভীষণ খুশি। এই অসাধারণ ফলের খবরে তাঁর প্রতিবেশীরা এখন উৎসবের মেজাজেই।

স্থানীয় বাসিন্দা তথা অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী নির্মল ঘোষ বলেন, 'বর্ষদীপ আমাদের অহংকার। অধ্যবসায় এবং নিষ্ঠা থাকলে লক্ষ্য পূরণের ক্ষেত্রে কোনও প্রতিবন্ধকতাই থাকে না, তার প্রমাণ বর্ষদীপই।'

বর্ষদীপের বাবা সত্যজিৎ দেব জলপাইগুড়ি সোনাউল্লা উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষাকর্মী এবং মা দীপিকা দেব গৃহবধূ। ছোট বোন দীপসন্ধ্যা হোলি চাইল্ড স্কুলে পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রী। হোলির দিনে এই সুসংবাদ পেয়ে খুব খুশি দেব পরিবারের সকলেই। সংবাদ জানার পর হোলি উৎসবের মাত্রা নতুন রূপ নেয়।

সত্যজিৎ বলেন,' বর্ষদীপের ইচ্ছে দিল্লিতে আইআইটি জ্যামে পড়াশোনা করার। দিল্লি থেকেই পিএইচডি করতে ইচ্ছুক ও। ভর্তির জন্য ও দ্রুত দিল্লি যাচ্ছে। ওর লক্ষ্য আইআইটি জ্যাম-এ সাফল্যের শীর্ষে পৌঁছানো। তাই শুরু থেকেই ও সিরিয়াস।'

জলপাইগুড়ির বর্ষদীপ দেব।

আরসিএমবির রেকর্ড প্লেসমেন্ট

নিউজ ব্যুরো

২৭ মার্চ : রিজিওনাল কলেজ অফ ম্যানেজমেন্ট ব্যাঙ্গালোর (আরসিএমবি) কর্মসংস্থানে তাদের উল্লেখযোগ্য সাফল্য অব্যাহত রেখেছে। তারা ২০২৩ সালের এমবিএ এবং পিজিডিএম ব্যাচের জন্য ১০০ শতাংশ কর্মসংস্থান সুনিশ্চিত করেছে। পাশাপাশি সর্বোচ্চ ৪৪ লক্ষের প্যাকেজ সহ রেকর্ড ব্রেকিং প্লেসমেন্ট ঘোষণা করেছে।

এটি একটি অসাধারণ প্লেসমেন্ট সিজন ছিল, যেখানে ১৬৩টিরও বেশি কোম্পানি অংশ নিয়েছিল। অনেক পড়ুয়া একাধিক চাকরির অফার পেয়েছেন। সর্বোচ্চ প্যাকেজের পাশাপাশি গড় বেতনও বেড়েছে। প্রতিষ্ঠানটি তার পড়ুয়াদের জন্য সেরা কর্মসংস্থানের পাশাপাশি শিক্ষাক্ষেত্রে তাদের গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড ধরে রেখেছে এবং সমাজেও তারা অবদান রেখেছে।

জীবন চলছে

প্রথম পাতার পর

আলিপুরদুয়ারের সেই কাঠমিস্ত্রি পরিবারের কথা ধরা যাক। দুর্ঘটনায় মারাত্মক জখম নার্সিংহোমে চিকিৎসাধীন ছেলেকে বাঁচাতে নিজেদের ঘটিবাটি পর্যন্ত বিক্রি করে দিয়েছে পরিবারটি।

জীবন কখনও ইতিবাচক বার্তা দিচ্ছিল, কখনও নেতিবাচক। মারাত্মক ভেঙে পড়া সেই বাবা-মা কিন্তু হাল ছাড়েননি। এখনও লড়ে যাচ্ছেন। ইংল্যান্ডের রাজপরিবারের বড় পুত্রবধূ কেট মিডলটন ক্যানসারে আক্রান্ত। অর্থ আর প্রতিপত্তিতে দারুণ জীবন। তবে জীবনের কখনও হ্যাঁ, কখনও না পর্ব তাঁকেও রেয়াত করেনি। কিন্তু হাল না ছেড়ে কেটও লড়ে চলেছেন। সবাইকে লড়ার বার্তা জোগাচ্ছেন।

আসলে জীবনে কখনও 'কভি হাঁ, কভি না' পর্ব বোধহয় আমাদের কারওই এড়ানোর জো নেই। নইলে কর্ণাটকে ভালো সরকারি চাকুরে এক ইঞ্জিনিয়ারের স্ত্রীকে আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে হয়? তাঁর জীবনের খারাপ পর্ব বলতে, অনলাইন বেটিংয়ের পাল্লায় পড়ে স্বামীর প্রায় দেড় কোটি টাকা দেনা হয়ে গিয়েছিল। পাওনাদারদের হরদম পিছনে পড়া থাকা, খোঁটা দেওয়া। জীবন অবধারিতভাবে কখনো-কখনো আমাদের 'কভি না' বলবেই। তবে এটা ধরে নিয়ে উত্তরণের স্বপ্ন দেখাটা প্রয়োজন।

যদিও সেটা বলা যত সহজ, করে দেখানো ততটাই কঠিন। এটা জানা আছে বলেই রাস্তা দেখানোটা বাড়ছে। নিঃস্বার্থভাবে অনেকে রোগমুক্তির উপায় দেখাচ্ছেন। ইন্টারনেট ঘাঁটলে এমন অনেক উপায় বেরিয়ে আসে। বা সংবাদমাধ্যম নিরন্তর অনুপ্রেরণা জোগায়। দুর্ঘটনায় পা খোয়ানো এক তরুণ সবাইকে এক টাকার চা খাইয়ে জীবন বদলাচ্ছেন বা কোনও রাজনৈতিক নেতা মাছ বিক্রি করতে করতে সবার সমস্যা মেটাচ্ছেন বা সিনেমার পর্দায় বিধু বিনোদ চোপড়ার 'টুয়েলফথ ফেল', লাইন দিয়ে সমস্ত অনুপ্রেরণা হাজির হচ্ছে।

সাধে কী আর পাঠান, জওয়ান-এর মতো ধুমধাড়াক্কা অ্যাকশন সিনেমা করা শাহরুখ বলেন, 'কভি হাঁ কভি না'র সুনীলই আমার করা সেরা চরিত্র!'

ট্রাকে আগুন

কিশনগঞ্জ, ২৭ মার্চ : বিহারের ফরবেশগঞ্জের ৫৭ নম্বর জাতীয় সড়কে ঢোলবজ্জা গ্রামের কাছে বুধবার দুপুরে একটি কাঁচালংকাবোঝাই ট্রাকে হঠাৎই আগুন লাগে।

ট্রাকচালক বীরেন্দ্র কুমার জানান, এদিন রামগঞ্জ থেকে ১০ টন কাঁচালংকা নিয়ে উত্তরপ্রদেশের ফৈজাবাদ যাচ্ছিলেন তিনি। তাঁর ধারণা, শর্টসার্কিট হয়ে ট্রাকে আগুন ধরে যায়। কিছুক্ষণ পরে ফরবেশগঞ্জ থেকে দমকলের একটি ইঞ্জিন এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। ট্রাকটি প্রায় ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে। হতাহতের কোনও খবর নেই।

জানেন কি

পৃথিবীর সবথেকে ছোট এসকালেটার রয়েছে জাপানের কাওয়াসাকিতে। মাত্র পাঁচ ধাপের এই এসকালেটার পিউচিকালেটার নামে পরিচিত।

চিতাবাঘের দেহ মিলল

বেলাকোবা, ২৭ মার্চ : বুধবার চা বাগান থেকে চিতাবাঘের মৃতদেহ উদ্ধার হল। এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে জলপাইগুড়ির সদর ব্লকের বারোপাটিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের মন্থনির প্রধানপাড়া গ্রামে। স্থানীয় ললিত রায় বলেন, 'বুধবার সকাল এগারোটার সময় মন্থনির প্রধানপাড়া চা বাগানে কাজ করার সময় এক চা শ্রমিক প্রথমে মৃত অবস্থায় চিতাবাঘটিকে দেখতে পান। এরপরই অন্য শ্রমিকদের বিষয়টি জানান।'

এরপর তাঁরা মৃত চিতাবাঘটিকে বাগান সংলগ্ন একটি মাঠে আনেন এবং বন দপ্তরে খবর দেন। বেলাকোবা রেঞ্জের কর্মীরা ঘটনাস্থল থেকে চিতাবাঘের মৃতদেহ উদ্ধার করে পিকআপ ভ্যানে করে নিয়ে যান।

পদ্মের ১৪ 'স্টার'

প্রথম পাতার পর

নিখিলরঞ্জন দে, মিহির গোস্বামী, মালতী রাভা রায়ও।

রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার বালুরঘাটের সাংসদ। উত্তরবঙ্গ থেকে তালিকায় থাকা নেতাদের মধ্যে তিনি অন্যতম। তালিকায় রয়েছেন শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ, ফালাকাটার বিধায়ক দীপক বর্মন, আলিপুরদুয়ারের দশরথ তিরকি, দক্ষিণ দিনাজপুরের নেত্রী দেবশ্রী চৌধুরী, মালদার জুয়েল মুর্মু এবং গোপাল মণ্ডলের নাম।

বিজেপি উত্তরবঙ্গ থেকে এতজনকে তালিকায় রাখলেও তৃণমূলের তালিকায় এখানকার কোনও মুখ না থাকায় ক্ষোভ ছড়িয়েছে। দলের নেতা-কর্মীদের অনেকেই বলছেন, 'উত্তরবঙ্গে গৌতম দেব, উদয়ন গুহ, রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, বিপ্লব মিত্র, বুলু চিকবড়াইক, কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরী, মৌসম বেনজির নুর, সাবিনা ইয়াসমিনের মতো নেতা-নেত্রীরা রয়েছেন। তাঁদের কেউই তালিকায় নেই, এটা মেনে নেওয়া যায় না।'

তৃণমূল নেতা গৌতম দেব অবশ্য বিতর্কে জড়াতে নারাজ। তাঁর ব্যাখ্যা, 'আমাকে এখনও প্রচারের কোনও নির্ঘণ্ট দেয়নি। ২ এপ্রিল অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আসবেন, এইটুকুই জানি। স্টার ক্যাম্পেনারের তালিকা নিয়ে আমি কিছু বলতে পারব না। যেখানে প্রচারে যেতে বলবে, সেখানেই যাব।'

খুলল ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক

সিকিমগামী পথে ছাড় যাত্রীবাহী গাড়িতে

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ২৭ মার্চ : প্রত্যাশামতোই বুধবার খুলে দেওয়া হল ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক। তবে যান চলাচলের ক্ষেত্রে কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করেছে কালিম্পং জেলা প্রশাসন। সড়কটি দিয়ে যান চলাচল শুরু হওয়ায় স্বস্তি ফিরেছে পর্যটন মহলে। গত বৃহস্পতিবারের পর শনিবারও লিকুভিরে ধস নামায় এবং পাহাড় থেকে বিরামহীনভাবে পাথর পড়তে থাকায় শনিবার রাত থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য রাস্তাটি বন্ধ করে দেয় প্রশাসন।

পর্যটন মরশুমে রাস্তাটি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় দুর্ভোগে পড়তে হয় পর্যটক ও সাধারণ মানুষকে। ফলে রাস্তাটি চালু করে দেওয়ার দাবি ওঠে বিভিন্ন মহল থেকে। রাস্তাটি চালু করতে কিছু পদক্ষেপও করে কালিম্পং জেলা প্রশাসন। এদিকে, গুরুত্বের কথা মাথায় রেখে রাস্তাটি রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব ন্যাশনাল হাইওয়ে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেডকে দেওয়ার দাবি তুলেছেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট। বুধবার এই সংক্রান্ত একটি চিঠি পাঠান কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণমন্ত্রী নীতিন গড়করিকে।

যান চলাচল শুরু জাতীয় সড়কে। তবে বিধিনিষেধ থাকছে।

১০ নম্বর জাতীয় সড়ক খুলে দেওয়ার ভাবনাচিন্তা যে করছে কালিম্পং জেলা প্রশাসন, তা মঙ্গলবারই জানা গিয়েছিল। বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকদের নিয়ে গঠিত একটি সমীক্ষক দল বুধবার দুপুরে নতুন করে লিকুভির এবং রবিখোলা পরিদর্শন করে যে রিপোর্ট দেয়, তার প্রেক্ষিতে জেলা প্রশাসন বিকেল থেকে রাস্তাটি খুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। তবে জেলা শাসক বালাসুব্রহ্মণিয়ান টি এক নির্দেশিকা জারি করে কিছু বিধিনিষেধের কথা জানান। ওই নির্দেশিকা অনুসারে ছোট গাড়ির ক্ষেত্রে কোনও বিধিনিষেধ রাখা না হলেও যাত্রীবাহী বাস চলাচল করবে শুধু সকাল ৬টা থেকে সন্ধে ৬টা পর্যন্ত। পণ্যবাহী গাড়িগুলির ক্ষেত্রে অবশ্য ছাড় মিলছে না। এ ধরনের গাড়িগুলিকে লাভা-গরুবাথান হয়ে চলাচল করতে হবে।

এদিকে, রাস্তা খুলে যাওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করেছে পর্যটন ও পরিবহণ ব্যবসায়ীদের সংগঠনগুলি। হিমালয়ান হসপিটালিটি অ্যান্ড ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্কের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য জয়ন্ত মজুমদার বলছেন, 'রাস্তাটি বন্ধ থাকায় সিকিম এবং কালিম্পংয়ের পর্যটনে ব্যাপক প্রভাব পড়ছিল। যেহেতু প্যাকেজের মাধ্যমে পর্যটকরা আসেন, ফলে ঘুরপথে তাঁদের গন্তব্যে পৌঁছে দিতে গিয়ে আর্থিকভাবে ক্ষতির মুখে পড়তে হচ্ছিল। সাধারণ পর্যটকরাও সমস্যায় পড়ছিলেন। এই সমস্যা কাটল।'

বাগডোগরা ট্যাক্সি ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক মিলন সরকারের বক্তব্য, 'অত্যন্ত ভালো খবর। ঘুরপথে যাত্রী নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে আমাদেরও সমস্যা হচ্ছিল। আশা করছি আর সমস্যা হবে না।' আর যাতে কোনও সমস্যা না দেখা দেয়, তার জন্য জরুরিভিত্তিতে কিছু কাজ করা হবে বলে জানান ১০ নম্বর জাতীয় সড়কের দায়িত্বপ্রাপ্ত পূর্ত দপ্তরের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার রমেন মণ্ডল। এদিকে, রাস্তাটি বন্ধ থাকায় কী ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে, কেমন ভোগান্তিতে পড়তে হচ্ছে সমস্ত মানুষকে, তা উল্লেখ করে এদিন গড়করিকে চিঠি পাঠান বিস্ট। তাঁর অভিযোগ, 'রাজ্যের পূর্ত দপ্তরের অধীনে থাকায় রাস্তাটি বেহাল অবস্থায় রয়েছে। তাই এনএইচআইডিসিএল-কে রাস্তাটির দায়িত্ব দেওয়া উচিত।'

জলপাইগুড়ি শহরে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার মিছিলে প্রার্থী জয়ন্ত।

দিলীপকে শোকজ

প্রথম পাতার পর

আমার দলের নেতারা সেই কাজটিই করেছেন। তবে, মানুষ জানতে চায় তৃণমূলের ছোট, বড়, মাঝারি নেতারা যখন কথায় কথায় প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে নানা কুকথা বলেন, তখন কি তৃণমূল তাঁদের ক্ষমা চাইতে বলে?'

মেদিনীপুরের সাংসদের যুক্তি, 'রাজনীতিতে নারী-পুরুষের ভেদাভেদ করা ঠিক নয়। মহিলাদের বললেই দোষ আর পুরুষদের বললে কিছু নয়, এমনটা হওয়া উচিত নয়। সব ব্যাপারে মহিলা কার্ড খেলা সঠিক নয়।' বাংলা মহিলাদের সুরক্ষা, অসম্মান ও নির্যাতনের অভিযোগে তৃণমূলকে নিশানা করছেন খোদ নরেন্দ্র মোদি। সন্দেশখালি আন্দোলনের মুখ বসিরহাটের মহিলা প্রার্থীকে 'শক্তিস্বরূপা' বলে কুর্নিশ জানিয়েছেন। সেই সময় দিলীপের মন্তব্য, মোদির সেই অভীষ্টের পথে চোনা ফেলে দিয়েছে বলে বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কোপে পড়েছেন তিনি।

বর্ধমান-দুর্গাপুরে প্রচারে বেরিয়েও সাফাই গাইতে হচ্ছে তাঁকে। বুধবার প্রাতর্ভ্রমণের সময় দিলীপকে বলতে শোনা যায়, 'মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত ঝগড়া নেই। ওঁর রাজনৈতিক বক্তব্য মানুষকে বিভ্রান্ত করে। আমি তার প্রতিবাদ করেছি মাত্র। আমার ভাষা, শব্দ প্রয়োগ নিয়ে বহুলোকের আপত্তি আছে। আমার পার্টিও বলেছে। অন্যরাও বলেছে, আমার কথা অসংসদীয়। সেজন্য আমি দুঃখপ্রকাশ করছি।' তাঁর প্রধান প্রতিপক্ষ তৃণমূল প্রার্থী কীর্তি আজাদ অবশ্য বিষয়টিকে অত সহজে ছাড়ছেন না।

তাঁর কথায়, 'শুয়ে থাকা বাঘকে বিরক্ত করা ঠিক নয়। আমরা চাইছি, সব শান্তিতে হোক, ভালোভাবে ভোট হোক। দিলীপ ঘোষ উলটোপালটা বলছেন। এসব সহ্য করব না।' ঘাটালের বিজেপি প্রার্থী হিরণের কাছেও জবাবদিহি চেয়েছে নির্বাচন কমিশন। ডেবরা বিডিওকে তিনি জেতার পর টাইট করার হুমকি দেওয়ায় কমিশনের এই পদক্ষেপ।

(তথ্য সহায়তা : প্রদীপ চট্টোপাধ্যায় ও চিত্ত মাহাতো)

মনোনয়নে অবরুদ্ধ শহর

জলপাইগুড়ি, ২৭ মার্চ : শেষবেলায় ঝড় তোলার চেষ্টা। কয়েক হাজার কর্মী-সমর্থককে নিয়ে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করলেন জলপাইগুড়ি লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী জয়ন্ত রায়। আর ভোটবাজারে এই কর্মসূচিকে ঘিরে অবরুদ্ধ রইল জলপাইগুড়ি শহর।

এদিন দিশারি মোড় থেকে মিছিল করে পুলিশ সুপারের কার্যালয়ের সামনে যান বিজেপি নেতা-কর্মী-সমর্থকরা। সেখান থেকে জয়ন্ত রায় সহ মোট চারজন জেলা শাসকের কার্যালয়ে গিয়ে মনোনয়নের অংশ হিসেবে হলফনামা জমা দেন। মিছিলজুড়ে চরম উন্মাদনা লক্ষ করা গিয়েছে কর্মীদের। যাঁরা একসময় দলে সক্রিয় ভূমিকায় ছিলেন, কিন্তু দীর্ঘদিন নানা কারণে পার্টি অফিসমুখো হননি তাঁদেরও মিছিলে হাঁটতে দেখা গিয়েছে। জয়ন্ত বলছেন, 'মানুষের ভালোবাসা এবং আশীর্বাদ আমার সঙ্গে রয়েছে। আমি ২ লক্ষের বেশি ভোটে জিতব।'

মঙ্গলবার মনোনয়নপত্র জমা করেছিলেন জয়ন্ত রায়। কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে মিছিল করার উদ্দেশ্যেই মনোনয়নের কিছু কাজ বাকি রাখা হয়েছিল দলের তরফে। জমায়েত শুরু হতে থাকে মিলন সংঘ ময়দানে। মিছিলের শুরুটা যখন ছিল বেগুনটারি মোড়ে, তখন দিশারি মোড়ে তার শেষটা। তাতেই ঘাম ছোটার জোগাড় ট্রাফিক পুলিশের। অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে গোটা শহর।

গাঁজা সহ ধৃত ৩

শিলিগুড়ি, ২৭ মার্চ : প্রচুর গাঁজা সহ তিনজনকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। বুধবার রাত আটটা নাগাদ নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ এক অভিযান চালিয়ে এই সাফল্য পায়। গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে পুলিশ পোড়াঝাড় মোড় থেকে তিনজনকে গ্রেপ্তার করে। তাদের হেপাজত থেকে ৬২ কেজি গাঁজা উদ্ধার হয়। এর বর্তমান বাজারমূল্য প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা বলে অসমর্থিত সূত্রের দাবি।

পুলিশ জানায়, জলপাইগুড়ির দিক থেকে বাসে গাঁজার প্যাকেটগুলি আনা হচ্ছিল। সেগুলি বিহারের দিকে পাচারের উদ্দেশ্য ছিল বলে পুলিশের সন্দেহ। ধৃতরা ওই এলাকায় বাসের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে ছিল বলে খবর। ধৃতদের মধ্যে দুজন শিলিগুড়ি প্রধাননগর থানা এলাকার বাসিন্দা। তাদের নাম অমিত বাল্মীকি ও মহম্মদ আখতার। তৃতীয় জন ইসলামপুরের দাড়িভিটের বাসিন্দা বাপি সিং বলে পুলিশ জানতে পারে। ধৃতদের বৃহস্পতিবার জলপাইগুড়ির আদালতে পাঠানো হবে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

জেলার খেলা

৩ যুবরাজের

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৭ মার্চ : সিএবি'র আন্তঃমহকুমা অনূর্ধ্ব-১৫ ক্রিকেটে বুধবার শিলিগুড়ি ৫ উইকেটে দার্জিলিংকে হারিয়েছে। চাঁদমণি মাঠে টসে হেরে দার্জিলিং ৩৩.৩ ওভারে ৯৭ রানে অল আউট হয়। সুশান্ত গুরুং ৩১ রান করে। যুবরাজ সিং ২৪ রানে পেয়েছে ৩ উইকেট। ভালো বোলিং করে আকাশ তরফদার (১৪/২)। জবাবে শিলিগুড়ি ১৯.১ ওভারে ৫ উইকেটে ৯৮ রান তুলে নেয়। অরিত্র চট্টোপাধ্যায় ৩০ রানে অপরাজিত থাকে। ইদ্রিশ আলতাফ ২৬ রানে নেয় ৩ উইকেট।

ভলিবল শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৭ মার্চ : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের ছয় দলীয় ভলিবল লিগ বৃহস্পতিবার শুরু হবে। পরিষদের ভলিবল সচিব রাজেশ দেবনাথ জানিয়েছেন, কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে উদ্বোধনী ম্যাচে খেলবে স্বস্তিকা যুবক সংঘ ও ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাব। পরে তরুণ তীর্থ মুখোমুখি হবে নবোদয় সংঘের। ফাইনাল ৩১ মার্চ।

গরুমারায় পিগমি হগ ফেরাতে উদ্যোগ

শুভদীপ শর্মা

লাটাগুড়ি, ২৭ মার্চ : গরুমারা থেকে হারিয়ে যাওয়া 'পিগমি হগ'-কে পুনরায় ফিরিয়ে আনতে উদ্যোগী হয়েছে বন দপ্তর। কয়েক দশক আগে গরুমারাতে এই প্রাণীটির দেখা মিললেও বর্তমানে এই জঙ্গলে আর অস্তিত্ব নেই এই প্রাণীটির। গরুমারা থেকে হারিয়ে যাওয়া এই প্রাণীটিকে ফের ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে বন দপ্তর সূত্রে খবর।

সাধারণত ৫৫ থেকে ৭১ সেন্টিমিটার লম্বা এই প্রাণীটির ওজন হয় ৬ থেকে ১১ কেজির মধ্যে। শেষবার আটের দশকে গরুমারায় এই স্তন্যপায়ী প্রাণীটির দেখা মিলেছিল। কোনও এক সময় নেপাল এবং উত্তরবঙ্গ হয়ে উত্তরপ্রদেশ থেকে অসম পর্যন্ত বিভিন্ন বনাঞ্চলে দেখা মিলত এই পিগমি হগের। মূলত ছোট ঘাসবনে মাটিতে গর্ত করে এরা বসবাস করে। বিভিন্ন উপজাতি মানুষের শিকার ও জনবসতি বেড়ে যাওয়ায় ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হতে থাকে এই প্রাণীটি।

বর্তমানে অসমের মানস জাতীয় উদ্যানে এই পিগমি হগের অস্তিত্ব রয়েছে। সেখান থেকেই পুনরায় গরুমারায় এই প্রাণীটিকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা চলছে বলে বন দপ্তর সূত্রে খবর।

তৎপর বন দপ্তর

- শেষবার আটের দশকে গরুমারায় এই স্তন্যপায়ী প্রাণীটির দেখা মিলেছিল
- ছোট ঘাসবনে মাটিতে গর্ত করে এরা বসবাস করে
- বর্তমানে অসমের মানস জাতীয় উদ্যানে পিগমি হগ রয়েছে
- সেখান থেকেই গরুমারায় প্রাণীটিকে আনার চেষ্টা চলছে

পিগমি হগ।

গরুমারায় বর্তমানে এর বাসস্থানের জন্য কী ধরনের পরিকাঠামো প্রয়োজন তার প্রাথমিক মূল্যায়ন করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন উত্তরবঙ্গের বন্যপ্রাণী বিভাগের বনপাল ভাস্কর জেভি।

বন দপ্তর সূত্রে খবর, প্রাথমিকভাবে গরুমারা জঙ্গলের বিভিন্ন এলাকায় সমীক্ষা করে জানা গিয়েছে, গরুমারা জঙ্গলের ভেতরে থাকা গরাতি বিটের বিস্তীর্ণ এলাকা 'পিগমি হগের' বসবাসের একেবারে উপযুক্ত। তারা যে ধরনের ঘাস ও খাবার খায় সেগুলো এই এলাকায় যথেষ্ট রয়েছে। সমীক্ষায় উঠে আসা সেই সমস্ত বিষয় রিপোর্ট আকারে রাজ্য বন দপ্তরে পাঠানো হয়েছে ইতিমধ্যেই।

বন দপ্তর জানিয়েছে, রাজ্য বন দপ্তরের তরফ থেকে অসম বন দপ্তরের সঙ্গেও ইতিমধ্যে যোগাযোগ করা হয়েছে। ভাস্কর জেভি বলেন, 'যেহেতু গোটা বিষয়টি একটি প্রক্রিয়ার মধ্যে আছে এবং সব দিক খতিয়ে দেখেই উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।' বন দপ্তরের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন পরিবেশপ্রেমীরা। ময়নাগুড়ি রোড পরিবেশপ্রেমী সংগঠনের সম্পাদক নন্দু রায় বলেন, 'বন দপ্তরের এই উদ্যোগ সত্যি প্রশংসনীয়। এতে গরুমারার জীববৈচিত্র্য আরও সুদৃঢ় হবে।'

খেলায় আজ

২০১৮ : স্যান্ডপেপারগেট কাণ্ডে বল বিকৃতির দায়ে একবছরের জন্য নিবাসিত হলেন অস্ট্রেলিয়ার ডেভিড ওয়ার্নার ও স্টিভেন স্মিথ। একই ঘটনায় ৯ মাসের জন্য ক্রিকেটের বাইরে থাকতে হয় ওপেনার ক্যামেরন ব্যানক্রফটকে।

সেরা অফবিট খবর

খাদ্য উৎসব

গুজরাট টাইটান্সের বিরুদ্ধে আইপিএলের প্রথম ম্যাচ হারলেও মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের ক্রিকেটাররা রয়েছেন ফুরফুরে মেজাজে। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় অনুশীলন রাখেননি কোচ মার্ক বাউচার। সেই সুযোগে মুম্বই শিবিরে হয়ে গেল ছোটখাটো খাদ্য উৎসব। খাদ্য তালিকায় ছিল হায়দরাবাদের বিশেষ বিরিয়ানি। মুরগি এবং খাসির মাংসের পদ ছিল রোহিত শর্মাদের জন্য। ছিল রায়তা ও আরও কিছু পদ। বিদেশি ক্রিকেটারেরাও উপভোগ করেছেন হায়দরাবাদের বিভিন্ন পদ। ছিল ফিরনি-সহ কয়েক রকম মিষ্টিও।

ভাইরাল

৪২ না ২২?

মাস চারেক বাদে ৪৩-এ পা দেবেন। কিন্তু মঙ্গলবার ৪২ বছরের মহেন্দ্র সিং ধোনি যে ক্ষিপ্রতায় বিজয় শংকরের ক্যাচ ধরেন তা নেটিজেনদের সঙ্গে বিশেষজ্ঞদেরও অবাক করেছে। স্বাভাবিকভাবে এই ক্যাচের ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। বিজয়ের শট ডানদিকে অন্তত ২.২৭ মিটার ঝাঁপিয়ে তালুবন্দি করেন মাহি। যা দেখে ভারতের প্রাক্তন উইকেটকিপার-ব্যাটার পার্থিব প্যাটেল বলেছেন, '৪২ নয়, মনে হচ্ছে ২২ বছরের মাহিকে দেখছি।'

ইনস্টা সেরা

ডাবল সেঞ্চুরি

মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের হয়ে আইপিএলে ২০০তম ম্যাচ খেললেন রোহিত শর্মা। মাঠে নামার আগে বিশেষ জার্সি হাতে হিটম্যান। পাশে শচীন তেন্ডুলকার।

উত্তরের মুখ

৪৫ ও ২১/৫

জেলা ক্রীড়া সংস্থার ক্রিকেটে সাহিল সরকার ব্যাট হাতে করলেন ৪৫ রান। পরে ২১ রানে নিলেন ৫ উইকেট। তাঁর দল অভিযাত্রী ১৮৮ রানে বালুরঘাট টাউন ক্লাবকে হারিয়েছে।

সেরা উক্তি

বামন পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে থাকলেও সে বামন থাকে। তেমনি ভগবান কুয়োর একদম নীচে দাঁড়ালেও ভগবানই থাকে।
-নভজ্যোৎ সিং সিধু
(রোহিত শর্মা-হার্দিক পান্ডিয়ার অধিনায়ক বিতর্ক প্রসঙ্গে)

স্পোর্টস কুইজ

১. বলুন তো ইনি কে?

২. আইপিএলে দ্রুততম অর্ধশতরান কে করেছেন?

■ উত্তর পাঠান এই হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে ৯৩৩৯৬৮৬৭৫৯। আজ বিকাল ৫টার মধ্যে। ফোন করার প্রয়োজন নেই। সঠিক উত্তরদাতার নাম প্রকাশিত হবে উত্তরবঙ্গ সংবাদে।

সঠিক উত্তর

১. সাইনা নেহওয়াল
২. বীরেন্দ্র শেহবাগ।

সঠিক উত্তরদাতারা

অস্মিতা কর্মকার, পম্পা সাহা, সোমদেব ঘোষ, গোরা দত্ত।

দল ঘিরে ক্ষোভ ও প্রশ্ন ফুটবলভক্তদের

জুনের আগে দায়িত্ব ছাড়বেন না স্টিমাক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৭ মার্চ : নিজেদের ঘরের মাঠে আফগানিস্তানের মতো ফিফা ক্রমতালিকায় ১৫৮ নম্বরে থাকা দেশের দ্বিতীয় সারির দলের বিরুদ্ধে হারের পর এবার দৃশ্যতই ক্ষোভের মুখে ইগর স্টিমাক ও গোটা দল।

মঙ্গলবার ম্যাচ শেষ হতেই ইন্দিরা গান্ধি আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে ভারতীয় দলের বাস ঘিরে 'গো ব্যাক' স্লোগান দিতে থাকেন ফুটবলভক্তরা। মূলত ক্ষোভ দলের হেড কোচ ইগর স্টিমাককে ঘিরেই। এছাড়াও বলা হতে থাকে, 'এআইএফএফএ চোর হ্যায়।' সামাজিক মাধ্যমেও স্টিমাককেই দায়ী করে রাগ ও বিরক্তি উগরে দেওয়া হচ্ছে। সকলেরই বক্তব্য, 'যথেষ্ট হয়েছে। এবার দায়িত্ব ছেড়ে চলে যান স্টিমাক।' তবে এতকিছুর পরেও অবশ্য ক্রোট কোচ নিজে সরে যেতে অস্বীকার করেছেন এবং তিনি আশাবাদী, জুনে ভারত এখনকার থেকে ভালো খেলবে বলে। ম্যাচ শেষে তিনি জোর দিয়ে বলেছেন, 'অবশ্যই আমরা বাছাইপর্বের তৃতীয় রাউন্ডে উঠতে পারব। যা আগেও বলেছি। কারণ ওই ম্যাচের আগে আমরা লম্বা সময় পাব শিবিরের জন্য। আর তাতেই আমাদের অন্যরকম দেখাবে।' তাঁর এই বক্তব্যকে অবশ্য আড়ালে সমর্থন করছেন অনেক ফুটবল বিশেষজ্ঞই। গত জুনের আগে এবং আইএসএলের পরবর্তী সময়ে প্রায় দেড় মাসের শিবির করে ভারত। আর তাতেই পরপর তিন টুর্নামেন্টে দুর্দান্ত খেলেন মনবীর সিং-নাওরেম মহেশ সিংরা। স্টিমাক একথাও বলেছেন, 'যে তীব্রতা দরকার এসব ম্যাচে, আমার দলের অর্ধেক ফুটবলারও সেটা আনতে পারছে না তাদের খেলায়। মাত্র পাঁচদিনের শিবিরে এটা নিয়ে আসা সম্ভব নয় আমার পক্ষেও। এর জন্য আমি দুঃখিত।' গতবারের পারফরমেন্সের প্রসঙ্গ তুলে তিনি মনে করিয়ে দেন, 'নিশ্চয় গত জুন-জুলাইয়ে আমার দলের এই ছেলেদের খেলাই আপনারা ভুলে যাননি। আর সেসময় আমরা লেবানন-কুয়েতের মতো দলকে হারিয়েছি। নিশ্চয় আফগানিস্তান তাদের থেকে আলাদা নয়।'

নিখিল পূজারিদের বিবর্ণ পারফরমেন্স হতাশা বাড়াচ্ছে স্টিমাকের।

স্টিমাককে এই ম্যাচে হারের জন্য দায়ী করলেও অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন, দল বাছাই এবং ফুটবলারদের দায়বদ্ধতা নিয়েও। আইএসএলে যাঁদের দেখে বাঘ মনে হয় তাঁদেরই আন্তর্জাতিক ম্যাচে কেন খুঁজে পাওয়া যায় না, প্রশ্ন উঠছে সেখানেও। সুনীল ছেত্রী এই বয়সে পেনাল্টি থেকে গোল করলেও প্রশ্ন উঠছে বাকিদের নিয়ে। কেন গুরপ্রীতের জায়গায় বিশাল কেইথকে খেলানো হচ্ছে না, সেই প্রশ্নও তুলেছেন ফুটবলভক্তরা। অনেকেরই বক্তব্য, বেঙ্গালুরু এফসি জাতীয় দলকে নিয়ন্ত্রণ করায় দল নির্বাচন সঠিক হচ্ছে না। স বমিলিয়ে আফগানিস্তান ম্যাচে হারের পর নানা প্রশ্নের সামনে ভারতীয় দল। তবে স্টিমাক জুনে 'নিজেদের লক্ষ্যে' না পৌঁছানো পর্যন্ত দায়িত্ব ছাড়ছেন না, একথা তিনি পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন।

নেতৃত্ব বিভ্রাটের দাবি চাহারের

চেন্নাই, ২৭ মার্চ : ডাগআউটে প্যাড পরে বসে মহেন্দ্র সিং ধোনি, রবীন্দ্র জাদেজা। অথচ পঞ্চম উইকেট পড়ার পর মাঠে নবাগত সমীর রিজভি! গত নিলামে ৮.৪ কোটির দর চমকে দিয়েছিল সবাইকে। আজ ব্যাট হাতে চমক।

আইপিএল কেরিয়ারের প্রথম বলটাই ফেললেন গ্যালারিতে। ৬ বলের ইনিংসে জোড়া ছক্কা। দুটিই রশিদ খানের মতো বোলারের বিরুদ্ধে, ইনিংসের ১৯তম ওভারে। হলুদ জার্সিতে মাহির দলে খেলার স্বপ্নপূরণের ম্যাচেই আশার পারদ বাড়িয়ে দেওয়া।

উত্তরপ্রদেশ রনজি ট্রফি দলের তারকা রিজভির কথায়, মাহিভাইয়ের পরামর্শ, দেখে শেখা তার কাছে অমূল্য। সহজাত ক্রিকেট খেলার পরামর্শ দিয়েছিলেন। গুজরাট টাইটান্সের বিরুদ্ধে তারই প্রয়াস ৬ বলে ১৪ রানের ইনিংসে। রিজভির দাবি, নাগালের মধ্যে বল এলে, বিগহিট সবসময় টার্গেট থাকে। রশিদের বিরুদ্ধেও যা বদলায়নি।

চেন্নাই শিবিরে 'নেতৃত্ব বিভ্রাট'-এর অবাক দাবি করেছেন দীপক চাহার। নেতৃত্বের ব্যাটন রুতুরাজ গায়কোয়াড়ের হাতে তুলে দিয়েছেন ধোনি। মাঠেও দিশা দেখাচ্ছেন। দায়িত্ব ছাড়লেও 'বকলমে' নেতা 'ক্যাপ্টেন কুল'-ই। রুতুরাজও নিজের মতো করে সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন।

যৌথ যে ভূমিকা নাকি 'কনফিউস' করছে সতীর্থদেরও। চাহার বলছিলেন, 'মাহিভাই এবং রুতুরাজ দুজনের দিকেই তাকাতে হচ্ছে। ফিল্ডিং সাজানো থেকে অন্যান্য সব সিদ্ধান্ত দুজনেই নিচ্ছে। ফলে একটা কনফিউশন থাকছে। অবশ্য রুতুরাজ ভালো করছে।'

নেতৃত্ব বদলালেও দলে তাঁর ভূমিকা একই। চাহার বলেছেন, 'সুপার কিংসে শুরু থেকেই পাওয়ার প্লে-তে তিন ওভারের কোটা ছিল আমার। দলের যে স্ট্র্যাটেজির সঙ্গে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছি। এখনও তাই। আর ওভার পিছু দুইটি বাউন্সার দেওয়ার নতুন নিয়মও সাহায্য করছে।'

রিজভি ও রুতুরাজকে নিয়ে উচ্ছ্বসিত ব্যাটিং কোচ মাইক হাসি। বলেছেন, 'রিজভি এককথায় অসাধারণ। সহজাত বিগহিটার। ডেথে ওর দুটো ছক্কা গুরুত্বপূর্ণ। আর রুতুরাজও খুব ভালোভাবে দল সামলাচ্ছে। যেভাবে বোলারদের ব্যবহার করছে, নির্দেশ দিচ্ছে, তা প্রশংসনীয়।'

মাহির ব্যাটিং অর্ডার নিয়েও ধোঁয়াশা দূর করলেন। প্রথম দুই ম্যাচে ব্যাট হাতে নামার সুযোগ পাননি প্রাক্তন অধিনায়ক। যে প্রসঙ্গে হাসির দাবি, আট নম্বরেই আপাতত মাহি। ইমপ্যাক্ট রুলের কারণে বাড়তি ব্যাটার খেলানো যাচ্ছে। ফলে কিছুটা পিছিয়ে মাহি। এমএস ছন্দেই রয়েছে। যখনই নামবে চেনা মেজাজেই পাওয়া যাবে।

এদিকে, হারা ম্যাচে বিরল রেকর্ড ঋদ্ধিমান সাহার। আইপিএল প্রথম দল হিসেবে চেন্নাই তাদের প্রথম দুই উইকেট হারায় স্টাম্পিং হয়ে। জোড়া স্টাম্পিংয়ের পিছনে ঋদ্ধির গ্লাভস-ওয়ার্ক। আউট হন রাচিন রবীন্দ্র ও আজিঙ্কা রাহানে। আইপিলের ১৭ বছরের ইতিহাসে এরকম নজির নেই। গুজরাটের হারের সঙ্গে বাড়তি বিড়ম্বনা আধিনায়ক শুভমান গিলের শাস্তি। মন্থর ওভার রেটের কারণে ১২ লক্ষ টাকা জরিমানা করা হয়েছে তাঁকে।

আটেই ধোনি, নজির ঋদ্ধিমানের

নেতৃত্বের ব্যাটন রুতুরাজের কাঁধে থাকলেও বকলমে নেতা এখনও ধোনি।

গোলের পর উচ্ছ্বাস এনড্রিকের।

জয় মেসিহীন আর্জেন্টিনার

ড্র ব্রাজিলের

লস অ্যাঞ্জেলেস ও মাদ্রিদ, ২৭ মার্চ : জয় দিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফর শেষ করল আর্জেন্টিনা। গুয়াতেমালার পর মঙ্গলবার কোস্টেরিকার বিরুদ্ধে প্রীতি ম্যাচে ৩-১ গোলে জিতল বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা। আরেক প্রীতি ম্যাচে রুদ্ধশ্বাস লড়াইয়ের পর স্পেনের বিরুদ্ধে ৩-৩ গোলে ড্র করল ব্রাজিল। চোটের কারণে নেই লিওনেল মেসি। তাঁকে ছাড়াই দুরন্ত প্রত্যাবর্তন আর্জেন্টিনার। ৩৪ মিনিটে কোস্টারিকাকে এগিয়ে দেন ম্যানফেড উগালদে। ৫২ মিনিটে সমতা ফেরান অ্যাঞ্জেল ডি মারিয়া। এর চার মিনিটের মধ্যে বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের এগিয়ে দেন আলেকসিস ম্যাক অ্যালিস্টার। ৭৭ মিনিটে জয়সূচক গোলটি করেন লওটারো মার্টিনেজ। অন্যদিকে, ১২ মিনিটে রড্রি ও ৩৬ মিনিটে ড্যানি ওলমো স্পেনকে এগিয়ে দেন। ৪০ মিনিটে ব্যবধান কমান রডরিগো। ৫০ মিনিটে সেলেকাওদের সমতায় ফেরান এনড্রিক। ৮৭ মিনিটে রড্রির গোলে এগিয়ে যায় স্পেন। সংযুক্তি সময়ে ব্রাজিলের তৃতীয় গোলটি করেন লুকাস পাকুয়েতা।

এদিকে ফের অবসরের গুঞ্জন ওড়ালেন মেসি। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, 'একদিন সরতেই হবে। সময় এলে বয়সের কথা না ভেবেই সেই সিদ্ধান্ত নিব।'

উরুগুয়ের ক্লাবে বিজয়

চেন্নাই, ২৭ মার্চ : চেন্নাইয়ান এফসি-র প্রতিভাবান ফুটবলার বিজয় ছেত্রী যোগ দিলেন উরুগুয়ের দল কোলন ফুটবল ক্লাবে। তিনি প্রথম ভারতীয় হিসেবে লাতিন আমেরিকার কোনও ক্লাবে যোগ দিয়েছেন। লোনে যোগ দিলেও তাঁকে পাকাপাকিভাবে সই করানোর সুযোগ রয়েছে কোলনের সামনে।

ইতিহাস জর্জিয়ার

টিবিলিসি, ২৭ মার্চ : ইতিহাস সৃষ্টি করল জর্জিয়া। স্বাধীনতা পাওয়ার পর প্রথমবার ইউরোর মূলপর্বে খেলার সুযোগ পেয়েছে তারা। মঙ্গলবার ইউরো কাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বের ম্যাচে টাইব্রেকারে তারা হারিয়েছে গ্রিসকে। এদিন নির্ধারিত সময়ে কোনও পক্ষ গোল করতে পারেনি। টাইব্রেকারে জর্জিয়ার গোলরক্ষক মামারদাসভিলির বিশ্বস্ত হাত প্রথমবার ইউরো কাপে খেলার ছাড়পত্র এনে দিল তাদের। মূলপর্বে জর্জিয়া গ্রুপ 'এফ'-এ রয়েছে।

সেমিতে বোপান্নারা

ওয়াশিংটন, ২৭ মার্চ : মায়ামি ওপেনের পুরুষদের ডাবলসের সেমিফাইনালে উঠলেন রোহান গোপান্না ও ম্যাথু এবদেন। বুধবার কোয়ার্টার ফাইনালে সেম ভার্বিক-জন স্মিথকে ৩-৬, ৭-৬ (৭/৪), ১০-৭ গেমে হারান বোপান্নারা।

দ্বৈরথ ভুলে পন্থের 'চিয়ারলিডার' অশ্বীন

জয়পুর, ২৭ মার্চ : 'কাম অন ঋষভ। কাম অন।

বন্ধু খেলতেও থাকো...।' দিল্লি ক্যাপিটালসের নেটে তখন প্র্যাকটিসে ব্যস্ত ঋষভ। পিছন থেকে চিয়ারলিডারের ভূমিকায় আগামীকালের প্রতিপক্ষ রাজস্থান রয়্যালসের রবিচন্দ্রন অশ্বীন!

অশ্বীনের উৎসাহের পর ছক্কা ঋষভের। যে শট দেখে হাততালির সঙ্গে তারকা অফির বক্তব্য, 'হোয়াট এ শট। একটু উৎসাহ, আর তাতেই ছক্কা!' ঋষভ-অশ্বীনের সম্পর্কের যে রসায়নের মধ্যে ঢুকে রিকি পন্টিংয়ের মজাদার কমেন্ট-'প্লিজ অশ্বীন, আগামীকাল ঋষভ যখন খেলবে, তখন এভাবেই পিছনে থেকো!'

আগামীকাল জয়পুরের সোয়াই মানসিং স্টেডিয়ামে খেলবে রাজস্থান রয়্যালস বনাম দিল্লি ক্যাপিটালস। রাজস্থান তাদের প্রথম হোম ম্যাচে হারিয়েছে লখনউ সুপার জায়েন্টসকে। দিল্লি সেখানে হেরেছে পাঞ্জাব কিংসের কাছে। যদিও ম্যাচের টেনশন ভুলে প্র্যাকটিসে ঋষভ-বরণের মেজাজ।

রাজস্থান-অধিনায়ক সঞ্জু স্যামসন বুকে টেনে নিলেন ঋষভকে। গাড়ি দুর্ঘটনায় বেঁচে ফেরা ঋষভ ১৪ মাস পর ক্রিকেটে প্রত্যাবর্তন। সামনে পেয়ে ঋষভের প্রতি আবেগ ইংরেজ জস বাটলারের মধ্যেও। নিজেই এগিয়ে গেলেন। স্বাস্থ্যের কথা জানতে চান। ঋষভ জানান, লম্বা সময় তাকে ধৈর্য ধরতে শিখিয়েছে। চলে হোলির শুভেচ্ছা বিনিময়। বাটলার মজা করে বলেছেন, 'আমার চুলের গোলাপি রং তো এখনও রয়ে গিয়েছে।'

আইপিএলে আজ

রাজস্থান রয়্যালস
বনাম দিল্লি ক্যাপিটালস

স্থান : জয়পুর
খেলা শুরু : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও জিও সিনেমায়

অনুশীলনের ফাঁকে সঞ্জু স্যামসনকে নিজের ব্যাট দেখাচ্ছেন ঋষভ পন্থ।

কে বলবে রাত ফুরোলেই পরস্পরের প্রতিপক্ষ। একে অপরকে হারানোর জন্য মরিয়া হয়ে নামবেন।

খাতায় কলমে অবশ্য বেশ কিছুটা এগিয়ে রাজস্থান। গোলাপি ব্রিগেডের যে ক্ষমতার প্রতিফলন লখনউ ম্যাচে ভালোমতো মিলেছে। অধিনায়ক সঞ্জু ব্যাট হাতে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছেন অপরাজিত ৮২-র ম্যাচ জেতানো ইনিংসে। ঝোড়ো ব্যাটিং রিয়ান পরাগেরও। বোলাররা যে প্রয়াস ব্যর্থ হতে দেয়নি।

ট্রেন্ট বোল্ট, আবেশ খান, নান্দ্রে বার্জার সমৃদ্ধ পেস ব্রিগেডের সঙ্গে অশ্বীন-যুযবেন্দ্র চাহাল স্পিন জুটি। ঋষভদের কাজ নিঃসন্দেহে কঠিন। আর প্রথম ম্যাচের নিরিখে ব্যাটিং ইতিমধ্যেই চিন্তায় ফেলেছে রিকি পন্টিং-সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়দের। ডেথে অভিষেক পোড়েলের বিস্ফোরক ব্যাটিং সরিয়ে রাখলে ফাঁকফোকরের দীর্ঘ তালিকা।

চাপ বাড়িয়েছে অভিজ্ঞ পেসার ইশান্ত শর্মার চোট। প্রথম স্পেলে দলকে উইকেট দেওয়ার পর ফিল্ডিং করতে গিয়ে চোট। আপাতত পরবর্তী একাধিক ম্যাচে ইশান্তকে পাওয়া যাবে না। পরিবর্ত হিসেবে পন্টিংদের ভাবনায় নবাগত রসিক সালাম। অপরদিকে গত ম্যাচে অফকালার ট্রিস্টান স্টাবসের জায়গায় জ্যাক ফ্রেজার-ম্যাকগার্ককেও দেখা যেতে পারে।

যশস্বী জয়সওয়াল-বাটলার-সঞ্জু-সিমরন হেটমেয়ারদের থামাতে ঋষভের তুরুপের তাস কিন্তু অক্ষর প্যাটেল-কুলদীপ যাদবের স্পিন জুটি। বিশেষত টেস্ট হোক বা রঙিন ক্রিকেটে ছন্দে থাকা কুলদীপ। দল হারলেও গত ম্যাচে সফল কুলদীপ। সাফল্য পেতে হলে কুলদীপের সঙ্গে বাকিদেরও এগিয়ে আসতে হবে।

ওপেনিং স্পেলে রাজস্থানের স্পিডস্টার বোল্টের উইকেট নেওয়ার অভ্যাসে ব্রেক লাগাতে দিল্লির ভরসা ডেভিড ওয়ার্নার। কিউয়ি পেসারের ঘাতক বাউন্সার ও নিখুঁত ইয়র্কারের মিশ্রণ ওয়ার্নার কীভাবে সামলান, সেটাই দেখার। মাঝের ওভারে যেমন থাকবে সঞ্জু বনাম কুলদীপ ডুয়েল। দলমত নির্বিশেষে ঋষভে চোখ ক্রিকেটপ্রেমীদের। প্রত্যাবর্তন ম্যাচে রান পাননি। কাল সঞ্জু-যশস্বীদের ডেরায় ঋষভ কী করেন, সেটাই দেখার।

বিশ্বকাপে পাক অধিনায়ক বাবর!

লাহোর, ২৭ মার্চ : টি২০ বিশ্বকাপের আগে পাকিস্তানের অধিনায়কের পদে বদল আসতে পারে। এই মুহূর্তে দায়িত্বে থাকা শাহিন শা আফ্রিদির দল পরিচালনা নিয়ে পাক ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি) সন্তুষ্ট নয় বলে খবর। তাই এই তারকা পেসারের জায়গায় ফের পাক দলের অধিনায়কত্বের ব্যাটন উঠতে পারে বাবর আজমের হাতে।

ওডিআই বিশ্বকাপের পর সাদা বলের ক্রিকেটের অধিনায়কের পদ থেকে তাঁকে সরানো হয়েছিল। বোর্ডের এই সিদ্ধান্তের পর নিজেই টেস্টের অধিনায়কত্ব ছেড়েছিলেন। এখন সংক্ষিপ্ততম ফর্ম্যাটে নতুন অধিনায়ক হওয়ার দৌড়ে উইকেটরক্ষক ব্যাটার মহম্মদ রিজওয়ানের সঙ্গে তালিকায় আছেন বাবর। তবে, বিশ্বকাপের পর তাঁকে সরানোর বিষয়টিকে মোটেই ভালোভাবে নেননি এই তারকা ব্যাটার। তাই এবার শর্তসাপেক্ষে বাবর পুনরায় দায়িত্ব নিতে চান বলে খবর। যদিও অধিনায়কের পদ থেকে শাহিনকে সরানোর বিষয়টি একেবারেই মানতে পারছেন না প্রাক্তন পাক অধিনায়ক শাহিদ আফ্রিদি। শাহিনের পক্ষ নিয়ে তিনি বলেছেন, 'কাউকে যখন নতুন অধিনায়ক করা হয়, তখন তাকে কিছুটা সময়ও দেওয়া উচিত। ক্যাপ্টেন বদলানোর অর্থ, হয় সেই ব্যক্তিকে ক্যাপ্টেন হিসাবে বাছার সিদ্ধান্ত ভুল ছিল, নাহলে এই মুহূর্তে অধিনায়ক পালটানোর সিদ্ধান্ত ভুল।' পিসিবি-কে আক্রমণ করে আরও বলেছেন, 'পাক ক্রিকেটের মূল সমস্যা হল যখনই বোর্ডের পদাধিকারীরা পালটায়, তখন সিস্টেমও পালটে যায়।'

শাহিনের পাশে আফ্রিদি

প্রস্তুতি শুরু মহমেডানের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৭ মার্চ : ইন্টার কাশির বিরুদ্ধে পরের ম্যাচের মহড়ায় নেমে পড়ল মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব। ৩০ তারিখ ঘরের মাঠে ম্যাচটি জিতলে আই লিগ জয় কার্যত পাকা। লিগ তালিকা বলছে, বাকি ৩ ম্যাচ থেকে ৪ পয়েন্ট পেলেই খেতাব নিশ্চিত করবে সাদা-কালো ব্রিগেড। দুই নির্ভরযোগ্য খেলোয়াড় ডেটল ও রেমসাঙ্গা ছাড়া দলের প্রায় প্রত্যেকেই ফিট। সূত্রের খবর, ক্লাবের সঙ্গে মিডিও মিরজালোল কাসিমভের কিছুটা মনোমালিন্য রয়েছে। বুধবার অনুশীলন করলেও পরের দিন থেকে তিনি অনুশীলনে আসতে চাইছেন না শোনা জানা গিয়েছে। তবে ফুটবল সচিব দীপেন্দু বিশ্বাস বলেছেন, 'কাসিমভের সামান্য চোট আছে। তাই অনুশীলন না করার প্রসঙ্গ উঠছে।'

ত্রিদেশীয় লড়াইয়ের জন্য চাপ

ভারত-পাক সিরিজে আগ্রহী অস্ট্রেলিয়া

মেলবোর্ন, ২৭ মার্চ : নিরপেক্ষ কেন্দ্রে ভারত-পাকিস্তান দ্বিপাক্ষিক সিরিজ।

দুই প্রতিবেশী দেশের দ্বিপাক্ষিক ক্রিকেট শুরু নিয়ে এরকম ভাবনা ঘুরপাক খাচ্ছে দীর্ঘদিন ধরেই। পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড এই নিয়ে আগ্রহী। বল ভারতের কোর্টে। এখন ভারত, পাকিস্তান বোর্ড যদি সহমত হয়, তাহলে হাইভোল্টেজ দ্বিপাক্ষিক সিরিজের আয়োজক হতে রাজি ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া।

আসন্ন নভেম্বরে পাঁচ ম্যাচের টেস্ট সিরিজ খেলতে ক্যাঙারুর দেশে পা রাখবে ভারতীয় ক্রিকেট দল। প্রথম টেস্ট ২২ নভেম্বর। গতকালই যে সূচি ঘোষণা করেছে অজি বোর্ড। ভারত সিরিজের আগে নভেম্বরের শুরুতে অস্ট্রেলিয়ায় তিনটি ওডিআই এবং টি২০ ম্যাচের সিরিজ খেলবে পাকিস্তানও।

তখন অবশ্য বাইশ গজে ভারত-পাকিস্তানের মুখোমুখি হওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই। তবে ভবিষ্যতে দুই দেশকে বাইশ গজে মুখোমুখি করতে চাইছে অস্ট্রেলিয়া। গত টি২০ বিশ্বকাপে মেলবোর্নে ভারত-পাক ম্যাচ ঘিরে উন্মাদনা চরমে পৌঁছেছিল। ৯০ হাজারের বেশি দর্শক হাজির ছিলেন এমসিজিতে।

অজি বোর্ড চাইছে, সেই উত্তেজনা ফেরাতে। পুরোটাই নির্ভর করবে ভারত, পাকিস্তান দুই বোর্ড কী ভাবছে তার ওপর। ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া চিফ এগজিকিউটিভ নিক হকলে বলেছেন, 'টি২০ বিশ্বকাপে ভারত-পাক ম্যাচ স্মরণীয় হয়ে ছিল। দারুণ এক মুহূর্তের সাক্ষী হয়েছিলাম আমরা। ক্রিকেটপ্রেমীরাও এই ম্যাচ চায়। সুযোগ হলে আমরা ভারত-পাকিস্তান দ্বিপাক্ষিক সিরিজ আয়োজনে রাজি। এব্যাপারে কোনও ভূমিকা পালন করতে পারলে খুশি হব।'

> টি২০ বিশ্বকাপে ভারত-পাক ম্যাচ স্মরণীয় হয়ে ছিল। দারুণ এক মুহূর্তের সাক্ষী হয়েছিলাম আমরা। ক্রিকেটপ্রেমীরাও এই ম্যাচ চায়। সুযোগ হলে আমরা ভারত-পাকিস্তান দ্বিপাক্ষিক সিরিজ আয়োজনে রাজি। এব্যাপারে কোনও ভূমিকা পালন করতে পারলে খুশি হব।
>
> **নিক হকলে**
> ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার চিফ এগজিকিউটিভ

হারের পর সমর্থকদের উদ্দেশ্যে বিতর্কিত ভঙ্গি ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর।

পর্তুগালের হারে ক্ষুব্ধ রোনাল্ডো

লিউব্লিয়ানা, ২৭ মার্চ : প্রীতি ম্যাচে গোল না পেয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন পর্তুগাল অধিনায়ক ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। অপেক্ষাকৃত দুর্বল স্লোভেনিয়ার কাছে হেরেছে পর্তুগাল। অন্যদিকে প্রীতি ম্যাচে জয় পেয়েছে জামানি ও ফ্রান্স।

আগের ম্যাচে রোনাল্ডোকে ছাড়াই দল সুইডেনের বিরুদ্ধে ৫-২ ফলে জিতেছিল। কিন্তু স্লোভেনিয়ার বিরুদ্ধে তিনি ফিরলেও দলকে হারের স্বাদ পেতে হল। স্বভাবতই ক্ষুব্ধ পর্তুগিজ মহাতারকা। স্লোভেনিয়ার কাছে ০-২ গোলে হারটা কিছুতেই মানতে পারছেন না তিনি। প্রথমার্ধ গোলশূন্য থাকার পর দ্বিতীয়ার্ধের ৭২ মিনিটে অ্যাডাম ও ৮০ মিনিটে তিমি ম্যাক্সের গোলে জয় নিশ্চিত করে স্লোভেনিয়া। ম্যাচের পর ক্ষুব্ধ রোনাল্ডোর হাবভাবই বলে দিয়েছিল তিনি কতটা বিরক্ত। এই ম্যাচে একপ্রকার নিষ্প্রভ লেগেছে পর্তুগিজ মহাতারকাকে। এই নিয়ে ১১ ম্যাচ পর পরাজয়ের স্বাদ পেয়েছেন রোনাল্ডোরা।

এদিকে, বেলজিয়ামের সঙ্গে ২-২ গোলে ড্র করেছে ইংল্যান্ড। থ্রি লায়ন্সদের হয়ে গোল করেন ইভান টনি ও জুডে বেলিংহাম। বেলজিয়ামের হয়ে জোড়া গোল করেন মিডিও ইয়েরি টিয়েলেমান্স। ইংল্যান্ড জয় না পেলেও জয় পেয়েছে জামানি। প্রথমে পিছিয়ে পড়েও শেষপর্যন্ত তারা ২-১ গোলে হারিয়েছে নেদারল্যান্ডসকে। জামানির হয়ে গোল করেন নিকোলাস ফুলক্রুগ ও মিটেলস্টাট। ডাচদের গোলদাতা ডোয়ি ভোরমান। এছাড়াও ফ্রান্স ৩-২ গোলে হারিয়েছে চিলিকে। ফরাসিদের হয়ে গোল করেন ওয়েসলি ফোফানা, রান্ডাল কোলো মুয়ানি ও অলিভার জিরু। চিলির গোলদাতা মার্সেলিনো নুনেজ ও দারিও অসোরিও।

কম্বিনেশনের দোলাচল নাইট শিবিরে

উইজার মন্তব্য ঘিরে দলে অস্বস্তি

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৭ মার্চ : দফায় দফায় বৈঠক। রকমারি পরিকল্পনা। শেষ পর্যন্ত কম্বিনেশনের দোলাচল!

ইডেন গার্ডেন্সে সানরাইজার্স হায়দরাবাদকে হারিয়ে গতকালই বেঙ্গালুরু পৌঁছে গিয়েছিল কলকাতা নাইট রাইডার্স। আজ সন্ধ্যার দিকে চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে তিন ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে অনুশীলন সারলেন শ্রেয়স আইয়াররা। আর সেই অনুশীলনের নির্যাস হিসেবে সামনে আসছে, শুক্রবার রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ম্যাচের সম্ভাব্য প্রথম একাদশ নিয়ে তৈরি হয়েছে দোলাচল।

কেন?

রাতের দিকে বেঙ্গালুরুতে নাইটদের সংসারের অন্দরমহলে খোঁজ নিয়ে জানা গিয়েছে চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামের ছোট বাউন্ডারি ভাবাচ্ছে টিম কেকেআরকে। তাই আজ সন্ধ্যার চিন্নাস্বামীতে যখন আন্দ্রে রাসেল, রিঙ্কু সিংরা ছক্কা হাঁকানোর প্রতিযোগিতায় মেতে ছিলেন, তখন মূল অনুশীলনের নেটের পাশে দাঁড়িয়ে মেন্টর গৌতম গম্ভীর, কোচ চন্দ্রকান্ত পণ্ডিত, সহকারী কোচ অভিষেক নায়াররা দীর্ঘসময় বৈঠক সেরে নিয়েছেন। জানা গিয়েছে, শুক্রবার বিরাট কোহলি, ফাফ ডুপ্লেসিদের বিরুদ্ধে ম্যাচে দলের চার বিদেশি কারা হবেন, প্রথম একাদশের কম্বিনেশনটাই বা কেমন হবে-এসব নিয়েই বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। রাতের দিকে বেঙ্গালুরু থেকে কেকেআরের এক প্রতিনিধি নাম না লেখার শর্তে উত্তরবঙ্গ সংবাদকে বলেছেন, 'ইডেনে প্রথম

অনুশীলনে চামিরা

ম্যাচে জয় এসেছে ঠিকই। কিন্তু সেই জয়ের মধ্যেও রয়েছে অনেক সমস্যা। তাই দ্বিতীয় ম্যাচের আগে কম্বিনেশন নিয়ে নতুনভাবে ভাবতে হবেই।'

সানরাইজার্স ম্যাচে দলের টপ অর্ডার ব্যর্থ হয়েছিল। সেদিন রামনদীপ সিং, দ্রে রাস, রিঙ্কুরা পরের দিকে ব্যাটে ঝড় না তুললে কেকেআরের স্কোর ২০৮ হত না। পাশাপাশি হায়দরাবাদের রান তাড়ার সময় শেষ তিন ওভারে প্রয়োজন ছিল ৬১ রানের। সাধারণত, এমন পরিস্থিতিতে যে কোনও দল জয় নিশ্চিত ভেবে নেয়। সেখানেও ডুবতে বসেছিল কেকেআর। ২৪.৭৫ কোটির মিচেল স্টার্কের ১৯ নম্বর ওভারে ২৬ রান ম্যাচের রং প্রায় বদলে দিয়েছিল। এমন ঘটনা যেন ফের না ঘটে, তা নিয়ে পুরো দলকে সতর্ক করেছেন মেন্টর গম্ভীর। শ্রীলঙ্কার জোরে বোলার দুষ্মন্ত চামিরা আজই কেকেআরের সঙ্গে অনুশীলন সারলেন। তাঁর সঙ্গেও দলের মেন্টর গম্ভীরকে লম্বা সময় কথা বলতে দেখা গিয়েছে আজ। মনে করা হচ্ছে, চামিরাকে আরসিবি ম্যাচে ব্যবহার করতে পারে কেকেআর।

কম্বিনেশনের দোলাচলের মধ্যেই আজ নাইট শিবিরে নয়া অস্বস্তি হিসেবে হাজির হয়েছেন কোচ চন্দ্রকান্ত। শেষ মরশুমে কেকেআরের স্কোয়াডে থাকা নামিবিয়ার ক্রিকেটার ডেভিড উইজা চান্দু স্যরকে 'জঙ্গি কোচ' তকমা দিয়েছেন। শেষ মরশুমে ক্রিকেটারদের, বিশেষ করে নাইটদের বিদেশি ক্রিকেটারদের বেশি শৃঙ্খলা দেখাতে গিয়েছিলেন নাইটদের পণ্ডিতমশাই। যা একেবারেই ভালোভাবে নেননি কেকেআরের বিদেশি ক্রিকেটাররা, অভিযোগ ডেভিডের।

যদিও শেষ মরশুমের অভিযোগকে পাত্তা দিতে চাইছে না গম্ভীরের কেকেআর। নাইটদের ভাবনায় এখন শুধুই ট্রফি খরা কাটানোর চ্যালেঞ্জ।

ক্লাসেনদের দাপটে রেকর্ডের ছড়াছড়ি

সানরাইজার্স হায়দরাবাদ-২৭৭/৩
মুম্বই ইন্ডিয়ান্স-২৪৬/৫

সর্বাধিক দলগত স্কোরে ইতিহাস হায়দরাবাদের

হায়দরাবাদ, ২৭ মার্চ : পাটা পিচে ব্যাটারদের দাদাগিরি, পেশিশক্তির আস্ফালন, রেকর্ডের ছড়াছড়ি। চুম্বকে এই হল আইপিএলে বুধবারের সানরাইজার্স হায়দরাবাদ বনাম মুম্বই ইন্ডিয়ান্স ম্যাচের নির্যাস। ঘরের মাঠ রাজীব গান্ধি স্টেডিয়ামে যার শুরু করেছিল সানরাইজার্স। রক্তচাপ বাড়াল মুম্বইও। কিন্তু মুম্বইকে ৩১ রানে হারিয়ে শেষ হাসি হাসল হায়দরাবাদ।

টসে হেরে ব্যাটিংয়ে নেমে আইপিএলে অভিষেককারী ট্রাভিস হেড (২৪ বলে ৬২) ঝোড়ো শুরু করেন। মায়াঙ্ক আগরওয়াল না পারলেও হেড পাশে পেয়ে যান তিন নম্বরে নামা অভিষেক শর্মাকে (২৩ বলে ৬৩)। তাঁদের ৬৮ রানের পার্টনারশিপ হায়দরাবাদের বড় রানের মঞ্চ গড়ে দেয়। ১০.২ ওভারে দেড়শোর গণ্ডি ছুঁয়ে ফেলে নিজামের শহরের ফ্র্যাঞ্চাইজি। অভিষেক ফেরার পর ব্যাটন কাঁধে তুলে নেন হেনরিচ ক্লাসেন (৩৪ বলে অপরাজিত ৮০)। গত ম্যাচে কলকাতা নাইট রাইডার্সের বিরুদ্ধে অল্পের জন্য দলকে জেতাতে পারেননি। এদিন সেই হতাশা সুদে-আসলে মেটালেন দক্ষিণ আফ্রিকার এই তারকা ব্যাটার। চারটি চারের সঙ্গে সাতটি বিশাল ছক্কা তারই প্রমাণ। এদিনের ম্যাচে মোট ৩৮টি ছক্কা হয়েছে। যা আইপিএলের ইতিহাসে কোনও ম্যাচে সর্বাধিক। হেনরিচকে সঙ্গ দেন জাতীয় দলে তাঁর সতীর্থ আইডেন মার্করাম (২৮ বলে অপরাজিত ৪২)। হায়দরাবাদ ২৭৭/৩ স্কোরে পৌঁছে আইপিএল ইতিহাসের সর্বাধিক দলগত রান তুলে ফেলে। রেকর্ডের এখানেই শেষ নয়, এদিন দুই দল মিলে ৫২৩ রান তোলে। যা আইপিএলের কোনও ম্যাচে সর্বাধিক স্কোর।

মারমুখি মেজাজে হেনরিচ ক্লাসেন। বুধবার মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের বিরুদ্ধে।

রানতাড়ায় নেমে ঈশান কিষান (১৩ বলে ৩৪) ও রোহিত শর্মা (২৬) ওপেনিং ৩ ওভারে ৫০ রান তুলে পালটা দেওয়া শুরু করেছিলেন। তবে কিষানকে চতুর্থ ওভারে ফিরিয়ে ধাক্কা দেন শাহবাজ আহমেদ। পরের ওভারে রোহিতকে তুলে নেন প্যাট কামিন্স। এখান থেকেই হাল ধরেছিলেন নমন ধীর (৩০) ও তিলক ভার্মা (৩৪ বলে ৬৪)। তাঁদের ৮৪ রানের জুটি মুম্বইকে রানতাড়ায় রেখেছিল। কিন্তু তিলকের ফেরা ও অধিনায়ক হার্দিক পান্ডিয়ার (২০ বলে ২৪) মন্থর ব্যাটিং টার্নিং পয়েন্ট হয়ে দাঁড়ায়। যার ফলে টিম ডেভিড (২২ বলে ৪২) চেষ্টা করলেও মুম্বই ২৪৬/৫ স্কোরে আটকে যায়।

আইপিএলের সর্বাধিক স্কোর

স্কোর	দল	প্রতিপক্ষ	সাল
২৭৭/৩	সানরাইজার্স হায়দরাবাদ	মুম্বই ইন্ডিয়ান্স	২০২৪
২৬৩/৫	রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু	পুনে ওয়ারিয়র্স ইন্ডিয়া	২০১৩
২৫৭/৫	লখনউ সুপার জায়েন্টস	পাঞ্জাব কিংস	২০২৩

মূলপর্বে ইস্টবেঙ্গল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৭ মার্চ : রিলায়েন্স ডেভেলপমেন্ট লিগের মূলপর্বে খেলার যোগ্যতা অর্জন করল ইস্টবেঙ্গল। বুধবার পূর্বাঞ্চলীয় যোগ্যতা অর্জন পর্বের চ্যাম্পিয়নশিপের ম্যাচে ৩-০ গোলে তারা হারিয়েছে অ্যাডামাস ইউনাইটেডকে। লাল-হলুদের হয়ে গোল করেন অভিষেক কুনজম, তন্ময় দাস ও রাজিবুল মিস্ত্রি। ম্যাচের পর ইস্টবেঙ্গল কোচ বিনো জর্জ বলেছেন, 'এই প্রতিযোগিতা যুব ফুটবলারদের কাছে নিজেকে প্রমাণ করার মঞ্চ। ছেলেরা ভালো পারফরমেন্স করছে।' এদিকে অপর ম্যাচে মোহনবাগান আটকে যায় জামশেদপুর এফসি-র কাছে। প্রথমার্ধে বিভানের গোলে পিছিয়ে পড়েন বাস্তব রায়ের ছেলেরা। দ্বিতীয়ার্ধে মোহনবাগানকে সমতায় ফেরান ফারদিন আলি মোল্লা। চেন্নাই ম্যাচের কথা মাথায় রেখে সুহেল আহমেদ ভাট, দীপেন্দুর মতো সিনিয়ার দলে থাকা খেলোয়াড়দের দলে রাখেননি বাস্তব। ম্যাচের পর তিনি বলেছেন, 'সিনিয়ার দল লিগ-শিল্ডের লড়াইয়ে আছে। তাই দীপেন্দুদের এই ম্যাচে নামিয়ে কোনও ঝুঁকি নিতে চাইনি।' এদিনের পর ৮ ম্যাচে ১২ পয়েন্ট নিয়ে মূলপর্বে যাওয়ার আশা বাঁচিয়ে রেখেছেন ফারদিনরা।

পান্থোইয়ের কীর্তি

কলকাতা, ২৭ মার্চ : নয়া নজির ভারতীয় মহিলা দলের গোলরক্ষক পান্থোই চানুর। প্রথম ভারতীয় ফুটবলার হিসেবে তিনি অস্ট্রেলিয়ান লিগে খেলবেন। মঙ্গলবার তিনি অস্ট্রেলিয়ার মেট্রো ইউনাইটেডে যোগ দিয়েছেন। পান্থোই জানান, অস্ট্রেলিয়ান লিগে নিজেকে প্রমাণ করতে চান।

NOTIFICATION

In terms of press note of Election Commission of India vide No: ECI/PN/23/2024 dated 16/03/2024 following Officer has been appointed as Hon'ble Observers for 3-Jalpaiguri PC (SC) for ensuing Parliamentary General Elections-2024. The details of their stay and meeting venue are as under :

Name of the Obervers	Name of PC	Meeting Place & Time	Mobile No.	E-mail ID
Madan Mohan Meena, IRS (IT)	03-Jalpaiguri (SC)	Circuit House, Jalpaiguri 5PM- 6PM each working day	7318793776	expenditureobserver2024@gmail.com

Sd/- The District Magistrate & District Election Officer, Jalpaiguri

NOTIFICATION

In terms of press note of Election Commission of India vide No: ECI/PN/23/2024 dated 16/03/2024 following Officer has been appointed as Hon'ble Observers for 3-Jalpaiguri PC (SC) for ensuing Parliamentary General Elections-2024. The details of their stay and meeting venue are as under :

Name of the Obervers	Name of PC	Meeting Place & Time	Mobile No.	E-mail ID
Dr. Chakkirala Sambasiva Rao, IPS	03-Jalpaiguri (SC)	Circuit House, Jalpaiguri 10AM-12PM each working day	7477640839	policeobserver2024@gmail.com

Sd/- The District Magistrate & District Election Officer, Jalpaiguri

NOTIFICATION

In terms of press note of Election Commission of India vide No: ECI/PN/23/2024 dated 16/03/2024 following Officer has been appointed as Hon'ble Observers for 3-Jalpaiguri PC (SC) for ensuing Parliamentary General Elections-2024. The details of their stay and meeting venue are as under :

Name of the Obervers	Name of PC	Meeting Place & Time	Mobile No.	E-mail ID
Mr. Sudhansu Mohan Samal, IAS	03-Jalpaiguri (SC)	Circuit House, Jalpaiguri 3.30PM- 4.30PM each working day	7318793695	generalobserver2024@gmail.com

Sd/- The District Magistrate & District Election Officer, Jalpaiguri

স্টার্কের পরামর্শে বাজিমাত হর্ষিতের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৭ মার্চ : ইডেন গার্ডেন্সে কলকাতা নাইট রাইডার্স বনাম সানরাইজার্স হায়দরাবাদ ম্যাচ এখন ইতিহাস। আর ইতিহাস হয়ে যাওয়া সেই ম্যাচের শেষ ওভারের নায়ক হর্ষিত রানা।

নাইটদের জোরে বোলার হর্ষিতের ১৯ নম্বর ওভার করার কথা ছিল। কিন্তু একেবারে শেষ সময়ে অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ার তাঁর সিদ্ধান্ত বদলে মিচেল স্টার্ককে ১৯ নম্বর ওভার করতে দেন। আর শেষ ওভারে এভারেস্ট সমান চাপ সামলে দলের জয় নিশ্চিত করেন হর্ষিত।

ঐতিহাসিক সেই শেষ ওভারের আগে হর্ষিতের মনে কী চলছিল? কেকেআর ডাগআউটের ছবিটাই বা কেমন ছিল? ২ বলে যখন জয়ের জন্য হায়দরাবাদের ৫ রান প্রয়োজন, স্টার্ক কী পরামর্শ দিয়েছিলেন হর্ষিতকে? আজ সন্ধ্যায় চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে ঘণ্টা তিনেকের অনুশীলনের পর কেকেআরের সোশ্যাল দুনিয়ায় সেইসব প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন হর্ষিত। কেকেআরের নয়া তারকা বলেছেন, 'প্রথমে আমি ১৯ নম্বর ওভার করব, এটাই ছিল পরিকল্পনা। একেবারে শেষ সময়ে শ্রেয়সভাই পরিকল্পনা বদল করে। আমায় বলে, স্টার্ক করুক ১৯ নম্বর ওভার। ও ভালো বল করলে আমার উপর চাপ কমবে। বাস্তবে সেটা হয়নি।'

১৯ নম্বর ওভারে হেনরিচ ক্লাসেনের সামনে ২৬ রান দিয়ে বসেন স্টার্ক। শেষ ওভারে হর্ষিতের প্রথম বলই উড়ে যায় গ্যালারিতে। নাইট পেসারের কথায়, 'প্রথম ডেলিভারিটা পরিকল্পনারই অঙ্গ ছিল। কিন্তু সেটা ভালো হয়নি। পরে বেস বল স্ট্র্যাটেজি করেছিলাম আমরা। কোচ, ভিডিও বিশ্লেষকরা পরামর্শ দিচ্ছিলেন। তাই আত্মবিশ্বাস হারাইনি।' পরে ক্লাসেন ফিরলেও সানরাইজার্স অধিনায়ক কামিন্স ছিলেন ব্যাট হাতে। সেই সময় হর্ষিতকে পরামর্শ দিয়ে স্টার্ক বলেছেন, 'কামিন্স সামনে মারতে পছন্দ করে। তাই অফস্টাম্পের বাইরে বল কর। সাফল্য আসবেই।' ঠিক সেটাই করে কেকেআরের নয়া নায়ক হয়ে গিয়েছেন হর্ষিত।

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী : মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি- ৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী- ৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ৭ ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০১, ফোন : ০৩৩-২২১০১২০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানামোড়, জলপাইগুড়ি- ৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড, কোচবিহার- ৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট, আলিপুরদুয়ার-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, সরযুপ্রসাদ রোড, নেতাজি মোড়, মালদা- ৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ২৪৩৬২৫১, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭। Registration No. RN/35012/80 and Postal Reg. No. WB/NBSR/D-03/2003-08, E. Mail : uttarbanga@hotmail.com uttarbanga@yahoo.com uttarmail2014@gmail.com Website : http://www.uttarbangasambad.in